বিপর্যয় ও ফিত্না অধ্যায়

উম্মতের মধ্যে জন্মলাভকারী দীনী পতন, অবনতি ও ফিত্না বিষয়ক আলোচনা

যেভাবে রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আকীদা, ঈমান, ইবাদত, আখলাক, আচরণ, লেন-দেন, সৎ কাজের আদেশ ও মন্দ কাজে নিষেধ এবং আল্লাহ্র পথে জিহাদ ইত্যাদি বিষয়ে দিক নির্দেশ প্রদান করেছেন এবং উম্মতকে পথ প্রদর্শন করেছেন, অনুরূপভাবে ভবিষ্যতে ঘটিতব্য দীনী পতন, পরিবর্তন, অবনতি ও ফিত্নাসমূহের ব্যাপারেও উম্মতকে জ্ঞাত করেছেন এবং নির্দেশনা দান করেছেন। আল্লাহ্ তা'আলার তাঁর প্রতি প্রতিভাত করে ছিলেন, যেভাবে পূর্ববর্তী উম্মতের মধ্যে দীনী পতন ও অবনতি এসেছিল আর তারা বিভিন্ন প্রকার গোমরাহী ও ভুলে জড়িত ছিল এবং আল্লাহ্ তা'আলার করুণার দৃষ্টি ও সাহায্য থেকে বঞ্চিত হয়েছিল, এ অবস্থাই তাঁর উম্মতের ওপর আসবে। এই প্রতিভাত ও অবগত হওয়ার উদ্দেশ্য এটাই ছিল, তিনি উম্মতকে ভবিষ্যতে আগমনকারী বিপদ সম্বন্ধে অবগত ও নির্দেশ প্রদান করবেন।

হাদীসের কিতাবসমূহে ফিত্না অধ্যায় কিংবা কলহ পরিচ্ছেদ শিরোনামে যে সব হাদীস বর্ণনা করা হয়েছে তা রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর এই বাণীর ধারাবাহিকতারই অন্তর্ভুক্ত। এ সবের মর্যাদা কেবল তবিষ্যতবাণীই নয় বরং এগুলোর উদ্দেশ্য ও দাবি হচ্ছে, উম্মতকে ভবিষৎত ফিত্না সমূহ সম্পর্কে জ্ঞাত করা এবং ঐ সবেব প্রভাব থেকে নিরাপদ থাকার বাসনা সৃষ্টি করা ও করণীয় সম্পর্কে দিকনির্দেশনা প্রদান করা।

এ ভূমিকার পর নিম্নে লিপিবদ্ধাধীন হাদীসসমূহ পাঠ করা যেতে পারে। সেগুলোর প্রতি চিন্তা করা যেতে পারে। সেগুলোর আলোকে স্বয়ং নিজের এবং নিজের আশপাশের হিসাব গ্রহণ করা যেতে পারে। এগুলো থেকে পথ প্রদর্শন ও পথ নির্দেশনা অর্জন করা যেতে পারে।

٥٩. عَنْ اَبِىْ سَعِيْدٍ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَتَتْبَعُنَّ سُنَنَ مَنْ قَبْلَكُمْ شِبْرًا بِشِبْرٍ وَذِرَاعًا بِذِرَاعٍ حَتَّى لَوْدَخَلُوْا جُحْرَ ضَبٍّ تَبِعْتُمُوْهُمْ قِيْلَ يَارَسُوْلَ اللهِ اَلْيَهُوْدُ وَالنَّصَارٰى؟ قَالَ فَمَنْ ؟ (رواه البخارى ومسلم)

৫৯. হযরত আবূ সাঈদ খুদরী (রা) থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন, অবশ্যই এরূপ হবে, তোমরা (অর্থাৎ আমার উম্মতের লোক) আমার পূর্ববর্তী উম্মতদের প্রথার অনুসরণ করবে, অর্ধ হাত সমান অর্ধ হাত, ও গজ সমান গজ-এর ন্যায়। (অর্থাৎ সম্পূর্ণরূপে তাদের পদাঙ্ক অনুসরণ করে চলবে।) এমনকি তারা যদি গুঁই সাপের গর্তে প্রবেশ করে থাকে, তবে তাতেও তোমরা তাদের অনুসরণ করবে। নিবেদন করা হল, ইয়া রাসূলাল্লাহ্! ইয়াহুদী ও নাসারা (উদ্দেশ্য)? তিনি বললেন, তবে আর কারা? (সহীহ্ বুখারী, সহীহ মুসলিম)

ব্যাখ্যা ঃ 'شِبْرٌ' এর অর্থ অর্ধ হাত (অর্থাৎ লম্বিত কনিষ্ঠাঙ্গুলী থেকে বৃদ্ধাংঙ্গুলীর মাথা পর্যন্ত-অনুবাদক) আর ذراعا এর অর্থ হাতের আঙ্গুল গুলো থেকে কনুই পযর্ন্ত পরিমাণ যা ঠিক দুই অর্ধ হাত সমান হয়ে থাকে। হাদীসের শব্দাবলি شِبْرًا بِشِبْرٍ وَذِرَاعًا بِذِرَاعٍ-এর উদ্দেশ্য সম্পূর্ণ তাই যা উর্দূ পরিভাষায় কদম বকদম (পায়ে পায়ে) বলা হয়ে থাকে। রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর বাণীসমূহের উদ্দেশ্য এই যে, অবশ্যই এরূপ এক সময় আসবে যে, আমার উম্মতের কতক লোক পূর্ববর্তী উম্মতের পথভ্রষ্ট লোকদের পদাঙ্ক অনুসরণ করবে। যে সব গোমরাহী ও গর্হীত কাজে তারা লিপ্ত ছিল সে গুলো উম্মতের মধ্যে দেখা দিবে। এমনকি যদি তাদের মধ্যে কোন পাগল 'ضَبٌّ' (গুঁই সাপ)-এর গর্তে প্রবেশের চেষ্টা করে থাকে তবে আমার উম্মতের মধ্যেও এরূপ পাগল হবে যে, এ জাতীয় পাগলামী চেষ্টা করবে। (উদ্দেশ্য এই যে, এজাতীয় বোকামী কর্ম প্রচেষ্টায়ও তাদের অনুসরণ ও তাঁড়ামি করবে। প্রকৃত পক্ষে এটা পূর্ণমাত্রায় অনুসরণ ও তাঁড়ামির এক তুলনামূলক ব্যাখ্যা)

সামনে হাদীসে বর্ণিত আছে যে, রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর এ কথা শুনে জনৈক সাহাবী নিবেদন করলেন। ইয়া রাসূলাল্লাহ্! আমাদের পূর্ববর্তী উম্মত দ্বারা কি ইয়াহুদী ও খ্রিস্টান উদ্দেশ্য? তিনি বললেন, তারা নয় তো আর কে? অর্থাৎ আমার উদ্দেশ্য ইয়াহুদী ও খ্রিস্টানই।

যেরূপ ভূমিকার লাইনগুলোতে বলা হয়েছে, এটা কেবল ভবিষ্যতবাণীই নয়, বরং বিরাট প্রতিক্রিয়াশীল প্রক্রিয়ায় একটি ঘোষণা যে, আমার প্রতি ঈমান গ্রহণকারীগণ সাবধান ও হুশিয়ার থাকবে এবং ইয়াহুদী ও খ্রিস্টানদের গোমরাহী ও ভ্রান্ত কাজ থেকে নিজেকে সুরক্ষিত রাখার চিন্তায় কখনো অমনোযোগী হবে না।

٦٠. عَنْ عَبْدِ اللهِ ابْنِ عَمْرٍو قَالَ شَبَّكَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اَصَابِعَهُ وَقَالَ كَيْفَ اَنْتَ يَاعَبْدَ اللهِ بْنَ عَمْرٍو اِذَا بَقِيَتْ حُثَالَةٌ قَدْمَرِجَتْ عُهُوْدُهُمْ وَاَمَانَاتُهُمْ وَاخْتَلَفُوْا فَصَارُوْا هٰكَذَا قَالَ فَكَيْفَ يَا رَسُوْلَ اللهِ؟ قَالَ تَأْخُذُ مَاتَعْرِفُ وَتَدَعُ مَاتُنْكِرُ وَتُقْبِلُ عَلٰى خَاصَّتِكَ وَتَدَعُهُمْ وَعَوَامَّهُمْ -(رواه البخارى)

৬০. হযরত আব্দুল্লাহ্ ইব্ন 'আমর ইবনুল আস (রা) থেকে বর্ণিত, (একদিন) রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম স্বীয় এক হাতের অঙ্গুলীসমূহ অন্য হাতের অঙ্গুলীসমূহের মধ্যে ঢেলে আমাকে (সম্বোধন) করে বললেন। হে আব্দুল্লাহ্ ইব্ন 'আমর! তখন তোমার কি অবস্থা হবে? এবং কি রীতি হবে? যখন কেবল অকেজো লোক বাকি থাকবে। তাদের চুক্তি ও লেন-দেন ধোঁকাবাজী হবে। তাদের মধ্যে (শক্ত) মতভেদ (ও ঝগড়া) হবে। আর তারা পরস্পর লড়াইয়ে এরূপ জড়িয়ে যাবে (যেমন আমার এক হাতের অঙ্গুলীসমূহ অন্য হাতের অঙ্গুলীসমূহে জড়িয়ে গেছে) আব্দুল্লাহ্ ইব্ন 'আমর (রা) নিবেদন করলেন, হে আল্লাহ্র রাসূল! এরপর আমার কি হবে? (অর্থাৎ এই সাধারণ ফাসাদের কালে আমার কি করা উচিত?) তিনি বললেন, যে কথা এবং যে কাজ তুমি উত্তম বলে জান তা গ্রহণ কর, আর যা মন্দ বলে জান তা ছেড়ে দাও। আর নিজের পূর্ণ দৃষ্টি বিশেষকরে নিজের ওপর রাখ। (এবং নিজের চিন্তা কর) আর সেই অকেজো অযোগ্য ও পরস্পর ঝগড়া-কলহকামী এবং তাদের সাধারণ লোকদের ছেড়ে দেবে। অর্থাৎ তাদের প্রতিবাদ করবে না। (সহীহ্ বুখারী)

ব্যাখ্যা ঃ 'خُثَالَةٌ' অর্থ-ভুষি। এখানে এ শব্দের অর্থ এমন লোক, যে বাহ্যিক মানুষ হওয়া সত্ত্বেও মনুষত্বের নৈপুণ্য থেকে সম্পূর্ণ শূন্য। তার মধ্যে কোন যোগ্যতা নেই। যে ভাবে ভুষিতে যোগ্যতা নেই। সামনে রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাদের এরূপ অবস্থা বর্ণনা করেছেন যে, তাদের চুক্তি ও লেন-দেনে ধোঁকা-প্রতারণা, কূট-কৌশল, আর পরস্পর ঝগড়া-কলহ তাদের ব্যস্ততার কাজ হবে।

অল্প বয়স্ক সাহাবা কিরামের মধ্যে আব্দুল্লাহ্ ইব্ন 'আমর ইবনুল 'আস (রা) প্রাকৃতিকভাবে খুবই কল্যাণপসন্দ, মুত্তাকী ও ইবাদতকারী ছিলেন। একদিন রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাঁকে বললেন, যখন এরূপ সময় এসে যাবে-এ জাতীয় অকেজো মন্দ কাজ সম্পাদনকারী ও পরস্পর ঝগড়া-কলহকারী ব্যক্তিগণ বাকি থাকবে, তখন তোমার কর্ম পদ্ধতি কি হবে? রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এজন্য তাঁকে জিজ্ঞাসা করেছিলেন যে, এ বিষয়ে তিনি তাঁর থেকে দিকনির্দেশনা চাইবেন, ফলে তিনি তাঁকে দিকনির্দেশনা দান করবেন। এটা রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর শিক্ষাপদ্ধতি ছিল। সুতরাং তিনি রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাল্লামকে জিজ্ঞাসা করলে তিনি উত্তর দিয়ে দিলেন। তাঁর উত্তরের মোট কথা হচ্ছে, যখন এরূপ লোকদের সাথে যোগাযোগের প্রয়োজন পড়ে যারা মনুষত্বের সম্পদ থেকে বঞ্চিত এবং উত্তম জিনিস গ্রহণ করার যোগ্যতাই তাদের থাকেনি, তখন মু'মিনগণের উচিত এমন লোকদের থেকে দৃষ্টি ফিরিয়ে নেওয়া।

এখানে এ কথা বিশেষভাবে প্রণিধানযোগ্য যে, রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম কিয়ামত পযর্ন্ত মুসলমানদেরকে যে দিকনির্দেশনা দিতে চাচ্ছিলেন,

সাহাবা কিরামকেই তার সম্বোধিত ব্যক্তিবর্গ বানাতেন। সেই সাহাবা কিরাম এবং তাঁদের পরবর্তী হাদীস বর্ণনাকারীগণকে আল্লাহ্ তা'আলা উত্তম পুরস্কার দান করুন। যেহেতু তাঁরা রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর এসব দিকনির্দেশ পরবর্তীদের পর্যন্ত পৌছিয়েছেন, এবং হাদীসের ইমামগণ সেগুলো গ্রন্থসমূহে সংরক্ষিত করেছেন।

٦١. عَنْ اَبِىْ سَعِيْدٍ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُوْشِكُ اَنْ يَكُوْنَ خَيْرَ مَالِ الْمُسْلِمِ غَنَمٌ يَتْبَعُ بِهَا شَعَفَ الْجِبَالِ وَمَوَاقِعَ الْقَطْرِ يَفِرُّ بِدِيْنِهِ مِنَ الْفِتَنِ — (رواه البخارى)

৬১. হযরত আবূ সাঈদ খুদ্‌রী (রা) থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন, অতি নিকটেই এমন যুগ আসবে যে, একজন মুসলমানের উত্তম সম্পদ হবে বকরির পাল। যে গুলো নিয়ে সে পাহাড়ের চূড়ায় চূড়ায় ও বৃষ্টি বর্ষিত মাঠে ফিরবে, ফিত্না থেকে নিজের দীনকে বাঁচাতে পালিয়ে থাকবে। (সহীহ্ বুখারী)

ব্যাখ্যা ঃ কুরআন মজীদে কিয়ামতকে নিকটে বলা হয়েছে- (اِقْتَرَبَتِ السَّاعَةُ) কিয়ামত এবং তৎপূর্ববর্তী প্রকাশিতব্য ফিত্নাসমূহের কথা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরূপেই উল্লেখ করতেন যে, অচিরেই অনুষ্ঠিত হতে যাচ্ছে। প্রথমত এজন্য যে, যে বিষয় আগমনকারী ও তার আগমন নিশ্চিত তা নিকটেই মনে করা উচিত। তাতে অলসতা করবে না। এই মূলনীতি ও প্রথা অনুযায়ী আলোচ্য হাদীসে রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ফিত্নার এমন যুগ আগমনের সংবাদ দিয়েছেন যখন গোটা বসতির অবস্থা এরূপ মন্দ হয়ে পড়বে যে, সেখানে বসবাসকারীর জন্য দীনের ওপর প্রতিষ্ঠিত থাকা প্রায় অসম্ভব হয়ে পড়বে।

রাসূলুল্লাহ্ বলেন, এরূপ সময়ে সেই মু'মিন বান্দা বড় কল্যাণের মধ্যে হবে, যার নিকট কতক বকরির পাল হবে। এগুলো নিয়ে সে পাহাড়ের চূড়ায় চূড়ায় এমন সমতল মাঠে চলে যাবে যেখানে বৃষ্টি বর্ষিত হয়। ঘাস খেয়ে বকরিগুলো নিজেদের পেট ভরবে আর সেই বান্দা বকরিগুলোর দ্বারা জীবিকা নির্বাহ করবে। এভাবে লোকালয়গুলোর ফিত্না থেকে সে নিরাপদ থাকবে।

٦٢. عَنْ اَنَسٍ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَأْتِى عَلَى النَّاسِ زَمَانٌ الصَّابِرُ فِيْهِمْ عَلَى دِيْنِهِ كَالْقَابِضِ عَلَى الْجَمْرِ — (رواه الترمذى)

৬২. হযরত আনাস (রা) থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন, মানুষের ওপর এমন এক সময় আসবে যে, ধৈর্য ও দৃঢ়তার সাথে

দীনে প্রতিষ্ঠিত ব্যক্তি তখন সেই লোকের মত হবে, যে হাতে জলন্ত অঙ্গার ধরে আছে। (জামি' তিরমিযী)

ব্যাখ্যা ঃ অর্থাৎ এমন এক সময়ও আসবে যে, ফিত্না ফাসাদ ও আল্লাহ্কে ভুলে থাকা, পরিবেশের ওপর এরূপ প্রাধান্য পাবে যে, আল্লাহ্ ও রাসূলের আহ্কামের ওপর দৃঢ়তার সাথে আমল করা ও হারাম থেকে বেঁচে জীবন যাপন করা এরূপ কঠিন ও ধৈর্য পরীক্ষার হবে যেমন জ্বলন্ত অঙ্গার হাতে তুলে নেওয়া। আবূ সাঈদ খুদরী (রা)-এর উপরে বর্ণিত হাদীসে যার উল্লেখ করা হয়েছে তা সেই যুগ হবে। আল্লাহ্ই ভাল জানেন।

٦٣. عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اِنَّكَ فِىْ زَمَانٍ مَنْ تَرَكَ فِيْهِ عُشْرَ مَاأُمِرَ هَلَكَ ثُمَّ يَاْتِىْ زَمَانٌ مَنْ عَمِلَ فِيْهِ بِعُشْرِ مَاأُمِرَنَجَا — (رواه الترمذى)

৬৩. হযরত আবূ হুরাইরা (রা) থেকে বর্ণিত, রাসূলাল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন, তোমরা এমন যুগে রয়েছ যে, তোমাদের কেউ এ যুগে আল্লাহ্র আহ্কামের (অধিকাংশের ওপর) আমল করে, কেবল দশমাংশের আমল ছেড়ে দেয় তবে সে ধ্বংস হয়ে যাবে। (তার কল্যাণ নেই) এরপর এমন এক যুগও আসবে, তখন যে ব্যক্তি আল্লাহ্র আহ্কামের কেবল দশমাংশের ওপর আমল করবে সে নাজাতের যোগ্য হবে। (জামি' তিরমিযী)

ব্যাখ্যা ঃ রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর কল্যাণময় যুগে তাঁর সাহচর্য ও সরাসরি শিক্ষাদীক্ষা এবং মু'জিযা ও অপ্রাকৃতিক বিষয় দর্শনের ফলস্বরপ পরিবেশ এমন হয়েছিল যে, উৎসাহ ও উদ্দীপনার সাথে পালন করা, না কেবল সহজ ছিল বরং প্রিয় ও আনন্দদায়ক হয়েছিল। আল্লাহ্ ও রাসূলের আনুগত্য তাঁদের দ্বিতীয় প্রকৃতি হয়েছিল। সেই পরিবেশ ও ঈমানী ময়দানে যে ব্যক্তি আল্লাহ্র আহ্কামের অনুসরণে সামান্যও ত্রুটি করে তার সম্পর্কে আলোচ্য হাদীসে রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, সে ত্রুটিকারী এবং অভিযুক্ত যোগ্য।

এতদসাথে তিনি বলেছেন, এমন এক সময়ও আসবে যখন দীনের জন্য পরিবেশ ভীষণ অনুপোযুক্ত হবে। আর যেমন উপরে বর্ণিত হযরত আনাস (রা)-এর হাদীসে বলা হয়েছে, দীনের ওপর চলা এমন ধৈর্য পরীক্ষা হবে। (যেমন হাতে জ্বলন্ত অঙ্গার ধরে রাখা) এরূপ যুগ সম্পর্কে তিনি বলেন, তখন আল্লাহ্র যে বান্দা দীনের চাহিদা ও শরী'আতের আহ্কামের ওপর সামান্যও আমল করবে তারও নাজাত হবে। (এই অক্ষমের ধারণা, আলোচ্য হাদীসে 'عُشْرٌ' শব্দ দ্বারা নির্দিষ্টভাবে দশমাংশ

উদ্দেশ্য নয়। বরং বেশির মুকাবালায় কম উদ্দেশ্য। আর হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর বাণীর দাবি এটাই (যা অক্ষম এই লাইন গুলোতে পেশ করেছে)।

সম্পদ, বিলাসিতা ও দুনিয়াপ্রীতির ফিত্না

٦٤. عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ كَعْبٍ الْقُرَضِىِ قَالَ حَدَّثَنِىْ مَنْ سَمِعَ عَلِىَّ بْنَ اَبِىْ طَالِبٍ قَالَ اِنَّا لَجُلُوْسٌ مَعَ رَسُوْلِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِى الْمَسْجِدِ فَاطَّلَعَ عَلَيْنَا مُصْعَبُ بْنُ عُمَيْرٍ مَا عَلَيْهِ اِلَّا بُرْدَةٌ لَهُ مَرْقُوْعَةٌ بِفَرْوٍ فَلَمَّا رَاٰهُ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَكَى لِلَّذِىْ كَانَ فِيْهِ مِنَ النَّعْمَةِ وَالَّذِىْ هُوَفِيْهِ الْيَوْمَ ثُمَّ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَيْفَ بِكُمْ اِذَا غَدَا اَحَدُكُمْ فِىْ حُلَّةٍ وَرَاحَ فِىْ حُلَّةٍ وَوُضِعَتْ بَيْنَ يَدَيْهِ صَفْحَةٌ وَرُفِعَتْ اُخْرٰى وَسَتَرْتُمْ بُيُوْتَكُمْ كَمَا تُسْتَرُ الْكَعْبَةُ فَقَالُوْا يَارَسُوْلَ اللهِ نَحْنُ يَوْمَئِذٍ خَيْرٌ مِنَّا الْيَوْمَ نَتَفَرَّغُ لِلْعِبَادَةِ وَنُكْفَى الْمُؤْنَةَ قَالَ لَا اَنْتُمُ الْيَوْمَ خَيْرٌ مِنْكُمْ يَوْمَئِذٍ — (رواه الترمذى)

৬৪. মুহাম্মদ ইব্ন কা'ব কুরাযী (রহ) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, যে ব্যক্তি হযরত আলী ইব্ন আবূ তালিব (রা) থেকে স্বয়ং এ ঘটনা শুনে ছিলেন তিনি আমার নিকট বর্ণনা করেছেন যে, একদিন আমরা রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর সাথে মসজিদে বসা ছিলাম। ইত্যবসরে মুস'আব ইব্ন উমাইর (রা) এরূপ অবস্থা ও আকৃতিতে সামনে এলেন যে, তার শরীরে কেবল একটি (ফাঁটা জীর্ণ) চাদর ছিল। তা ছিল চামড়ার তালিযুক্ত। এই অবস্থা ও আকৃতিতে তাকে দেখে তার সেই অবস্থা স্মরণ করে রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম কেঁদে ফেললেন, যখন তিনি (ইসলাম গ্রহণের পূর্বে মক্কায়) বিলাসিতা ও প্রাচুর্যের জীবন যাপন করতেন। অথচ তাঁর (দারিদ্র ও উপবাসের) বর্তমান অবস্থা এই। এরপর রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম (আমাদের সম্বোধন করে) বললেন, (বল!) তখন তোমাদের কিরূপ অবস্থা হবে, যখন (সম্পদ ও বিলাসিতার উপকরণের এমন প্রাচুর্য হবে যে) তোমাদের কেউ সকাল বেলা এক জোড়া কাপড় পরে বের হবে আর সন্ধ্যা বেলা অন্য জোড়া পরে? খাওয়ার জন্য তার সামনে এক পাত্র রাখা হবে আর অন্য পাত্র উঠিয়ে নিয়ে যাওয়া হবে? আর কা'বার গায়ে চাদর পরানোর ন্যায় তোমরা তোমাদের ঘরগুলোকে কাপড় পরাবে। তাঁর এই প্রশ্নের উত্তরে উপস্থিতির মধ্যে (কতক) লোকজন নিবেদন করলেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ্! বর্তমানের তুলনায় তখন

আমাদের অবস্থা অনেক ভাল হবে। আল্লাহ্‌র ইবাদতের জন্য আমরা পূর্ণ অবসর পাব। জীবিকা ইত্যাদির জন্য কায়-কষ্ট বহন করতে হবে না। রাসূলুল্লাহ্ আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন, না! তোমরা বর্তমান (দারিদ্র ও উপবাসের এই যুগে বিলাসিতা ও প্রাচুর্যের) সেই দিনের তুলনায় অনেক ভাল আছ। (জামি' তিরমিযী)

ব্যাখ্যা ঃ হাদীসের বর্ণনাকারী মুহাম্মদ ইব্‌ন কাঁব কুরাযী (রহ) একজন তাবিঈ ছিলেন। কুরআনের ইল্‌ম, যোগ্যতা ও তাকওয়া হিসাবে আপন স্তরে বৈশিষ্ট্যমণ্ডিত ছিলেন। তিনি সেই বর্ণনাকারীর নাম উল্লেখ করেননি যিনি হযরত আলী মুরতাযা (রা)-এর বরাতে এ ঘটনা তাকে শুনিয়ে ছিলেন। কিন্তু এভাবে তাঁর বর্ণনা করা এ কথায় প্রমাণ বহন করে যে, তাঁর নিকট সেই বর্ণনাকারী বিশ্বস্ত ও নির্ভরযোগ্য।

সাহাবা কিরামের মধ্যে মুস'আব ইব্‌ন উমাইরের এ বিশেষ মর্যাদা ও ইতিহাস ছিল, তিনি খুবই বিলাসী এক সরদার পুত্র দিলেন। তাঁর পরিবার মক্কার সম্পদশালী পরিবার ছিল। আর তিনি স্বীয় ঘরে অতিশয় প্রাচুর্যে প্রতিপালিত হয়ে ছিলেন। ইসলাম গ্রহণের পূর্বে তাঁর জীবন ছিল জাঁক-জমকপূর্ণ। ইসলাম গ্রহণের পর তাঁর জীবন সম্পূর্ণ বদলে যায় এবং আলোচ্য হাদীসে বর্ণিত অবস্থায় এসে পৌঁছেন। এক ছেড়া জীর্ণ চাদরই শরীরে ছিল। স্থানে স্থানে তাতে চামড়ার টুকরা তালিযুক্তও ছিল। তাঁকে এ অবস্থা ও আকৃতিতে দেখে রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর চক্ষুদ্বয়ের সামনে তাঁর জাঁক-জমক ও প্রাচুর্যময় জীবনের চিত্র ভেসে উঠে। এতে তাঁর ক্রন্দন আসে।

এরপর রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম সাহাবা কিরামকে এক গুরুত্বপূর্ণ সত্য সম্বন্ধে জ্ঞাত করার জন্যে তাঁদেরকে বললেন, এক সময় আসবে যখন তোমাদের নিকট অর্থাৎ আমার উম্মতের নিকট বিলাসিতা ও প্রাচুর্যের উপকরণের আধিক্য হবে। এক ব্যক্তি সকাল বেলা এক জোড়া কাপড় পরে বের হবে আর সন্ধ্যাবেলা অন্য জোড়া। এভাবে, দস্তর খানায় রকমারী খাদ্য থাকবে। (বল!) তোমাদের কি ধারণা, সে সময় তোমাদের কি হবে? কতক লোক নিবেদন করলেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ্! সেই সময় ও সেই দিন তো খুবই উত্তম হবে। আমরা প্রাচুর্য ও কেবল অবসরই পাব। সুতরাং আল্লাহ্‌র ইবাদত করে থাকব। তিনি বললেন, তোমাদের এ ধারণা সঠিক নয়। আজ তোমরা যে অবস্থায় আছ, ভবিষ্যতে আগমণকারী জাঁক-জমক ও প্রাচুর্যের অবস্থা থেকে অনেক উত্তম।

ঘটনা এই ছিল, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম যখন এ সত্য বর্ণনা করে ছিলেন তখন তো অদৃশ্যের ওপর ঈমান আনার ন্যায়ই তাতে বিশ্বাস স্থাপন করা হয়েছিল। কিন্তু প্রথমে বনী উমাইয়্যা ও বনী আব্বাসের শাসনকালে এবং পরবর্তীকালে অন্যান্য অধিকাংশ মুসলিম রাষ্ট্রীয় যুগে ও বর্তমানে মুসলিম রাষ্ট্র সমূহে আল্লাহ্ তা'আলা যাদেরকে সীমাহীন বিলাসিতা ও প্রাচুর্যের উপকরণ দিয়েছেন, এ

সত্য চাক্ষুস দেখা যাচ্ছে। নিঃসন্দেহে এটা এবং এজাতীয় সব ভবিষ্যতবাণী রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর মু'জিয়া ও তাঁর নবুওতের প্রমাণ সমূহের অন্তর্ভুক্ত।

٦٥. عَنْ ثَوْبَانَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُوْشِكُ الْاُمَمُ اَنْ تَدَاعٰى عَلَيْكُمْ كَمَا تَدَاعَى الْاَكِلَةُ اِلٰى قَصْعَتِهَا فَقَالَ قَائِلٌ وَمِنْ قِلَّةٍ نَحْنُ يَوْمَئِذٍ قَالَ بَلْ اَنْتُمْ يَوْمَئِذٍ كَثِيْرٌ وَلٰكِنَّكُمْ غُثَاءٌ كَغُثَاءِ السَّيْلِ وَلَيَنْزِعَنَّ اللهُ مِنْ صُدُوْرِ عَدُوِّكُمُ الْمَهَابَةَ مِنْكُمْ وَلَيَقْذِفَنَّ فِيْ قُلُوْبِكُمُ الْوَهْنَ قَالَ قَائِلٌ يَارَسُوْلَ اللهِ وَمَا الْوَهْنُ؟ قَالَ حُبُّ الدُّنْيَا وَكَرَاهِيَةُ الْمَوْتِ — (رواه ابوداؤد والبيهقى فى دلائل النبوة)

৬৫. হযরত সাওবান (রা) থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন, অচিরেই (এরূপ সময় আসবে) যে, (শত্রু) জাতিসমূহ তোমাদের বিরুদ্ধে (যুদ্ধ করতে এবং তোমাদেরকে মিটিয়ে দেওয়ার জন্য) পরস্পর একে অন্যকে আহ্বান করবে, যেরূপ ভোজন-বিলাসীগণ খাবারের পাত্রের দিকে একে অন্যকে আহ্বান করতে থাকে। জনৈক নিবেদনকারী নিবেদন করলেন, সে দিন কি আমাদের সংখ্যাল্পতার কারণে এরূপ হবে? তিনি বললেন, (না) বরং তখন তোমরা সংখ্যাধিক্য হবে, কিন্তু তোমরা বন্যায় ভাসা খড়-কুঠার ন্যায় (প্রাণহীন ও ওজনহীন) হবে। আল্লাহ্ তা'আলা তোমাদের শত্রুদের অন্তর থেকে তোমাদের ভীতি দূর করে দেবেন। আর (এর বিপরীত) তোমাদের অন্তরে 'অহন' ঢেলে দেবেন। জিজ্ঞাসাকারী জিজ্ঞাসা করলেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ্! 'অহন' কি? তিনি বললেন, দুনিয়ার ভালবাসা ও মৃত্যুকে অপসন্দ (সুনানে আবূ দাউদ, দালাইলু নুবুওয়ত)

ব্যাখ্যা ঃ হযরত সাওবান (রা)-এর এ বর্ণনায় রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর এ বাণী উদ্ধৃত হয়েছে। যখন তিনি এ কথা বলেছিলেন, তখন বরং কয়েক শতাব্দী পরও অবস্থা এরূপ ছিল যে, বাহ্যত বহু দীর্ঘ সময় পর্যন্ত এই সম্ভাবনা দেখা যেত না যে, কখনো তাঁর উম্মতের এরূপ অবস্থাও হবে। আর শত্রু জাতিসমূহের মুকাবিলায় এরূপ দুর্বল ও প্রাণহীন হয়ে শত্রুদের সহজ গ্রাসে পরিণত হবে। কিন্তু তিনি যা বলেছিলেন তা সংঘটিত হয়ে চলছে। আর বার বার বাস্তব পরিণতি লাভ করেছে। এবং আজও তাই হচ্ছে।[১]

আর রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর বাণী অনুযায়ী অবস্থার পরিবর্তন ও পতনের মৌলিক কারণ হচ্ছে, দুনিয়া ও দুনিয়ার জীবনের সাথে আমাদের ভালবাসা সৃষ্টি হয়ে গেছে, এবং আল্লাহ্‌র পথে মৃত্যু আমাদের জন্য তিক্ত ঢোক হয়েছে। নিঃসন্দেহে আমাদের এই অবস্থা আমাদের শত্রুদের রসালো গ্রাসে

১. বর্তমানে ফিলিস্তিন, আফগানিস্তান, ইরাক ও কাশ্মিরের মুসলমানসহ দুনিয়ার মুসলিম জাতিসমূহের ওপর এভাবেই হামলা চলছে-অনুবাদক।

পরিণত করেছে। রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর এই বাণী কেবল ভবিষ্যত বাণীই নয় বরং উম্মতকে সর্তক করা যে, 'অহন' (অর্থাৎ দুনিয়ার প্রতি ভালবাসা ও মৃত্যুকে অপসন্দ করা) এর রোগ থেকে অন্তরসমূহ রক্ষা করা হবে।

٦٦. عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اِذَا كَانَ اُمَرَاءُ كُمْ خِيَارَكُمْ وَاَغْنِيَاءُكُمْ سُمَحَاءَ كُمْ وَاُمُوْرُكُمْ شُوْرٰى بَيْنَكُمْ فَظَهْرُ الْاَرْضِ خَيْرٌ لَكُمْ مِنْ بَطْنِهَا وَاِذَا كَانَ اُمَرَاءُكُمْ شِرَارَكُمْ وَاَغْنِيَاءُ كُمْ بُخَلَاءَ كُمْ وَاُمُوْرُكُمْ اِلٰى نِسَاءِ كُمْ فَبَطْنُ الْاَرْضِ خَيْرٌ لَكُمْ مِنْ ظَهْرِهَا — (رواه الترمذى)

৬৬. হযরত আবূ হুরাইরা (রা) থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন, যখন (অবস্থা এই হবে যে) তোমাদের শাসক তোমাদের উত্তম লোক হবে। তোমাদের সম্পদশালীগণ দানশীল হবে, আর তোমাদের বিষয়াবলি পারস্পরিক পরামর্শের ভিত্তিতে নিষ্পন্ন হবে তখন (এরূপ অবস্থায়) যমীনের উপরিভাগ তোমাদের জন্য এর ভিতরের ভাগ (পেট) থেকে উত্তম। আর (এর বিপরীত) যখন অবস্থা এরূপ হবে যে, তোমাদের শাসকগণ তোমাদের নিকৃষ্টতম লোক হবে, তোমাদের সম্পদশালীগণ (দানশীলতার পরিবর্তে) কৃপণ ও সম্পদ পূজারী হবে এবং তোমাদের বিষয়াবলি (সিদ্ধান্ত দাতাদের পরিবর্তে) তোমাদের নারীদের সিদ্ধান্তে চলবে, তখন (এরূপ অবস্থায়) যমীনের নিম্নভাগ (পেট) তোমাদের জন্য এর উপরী ভাগ হতে উত্তম। (জামি' তিরমিযী)

ব্যাখ্যা ঃ রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর ওপর প্রতিভাত করা হয়েছিল যে, এক যুগ পর্যন্ত উম্মতের অবস্থা এরূপ থাকবে যে, তাদের শাসকগণ এবং রাষ্ট্রের অমাত্যবর্গ উত্তম ব্যক্তিগণ হবেন। এবং তাদের সম্পদশালীগণের মধ্যে দানশীলতার গুণ থাকবে। অথার্ৎ তারা আল্লাহ্ প্রদত্ত সম্পদকে আন্তরিকতা ও সন্তুষ্টচিত্তে উত্তম খাতে ব্যয় করবে। আর তাদের বিষয়াবলি বিশেষ করে রাষ্ট্রীয় ও সম্মিলিত বিষয়াবলি পারস্পরিক পরামর্শ ভিত্তিক হবে। (এ তিন অবস্থা এ কথার চিহ্ন যে, উম্মতের সামগ্রিক অবস্থা ও প্রবণতা আল্লাহ্ ও তাঁর রাসূলের নির্দেশাবলি ও সন্তুষ্টি মুতাবিক রয়েছে) রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, উম্মতের জন্য এ যুগ উত্তম হবে। আর সেই যুগের মু'মিনগণ এ জগতে এবং জগতের উপরি ভাগে বসবাসের যোগ্য হবে এবং উত্তম উম্মত হিসাবে দুনিয়ার পথ প্রদর্শক ও নেতৃত্বের দায়িত্ব বহন করবে। এতদসঙ্গে তাঁর ওপর প্রতিভাত করা হয়েছিল যে, এরপর এমন এক যুগ আসবে, উম্মতের অবস্থা এর সম্পূর্ণ বিপরীত হয়ে যাবে।

রাষ্ট্রীয় ক্ষমতা ও রাষ্ট্রীয় গোটা আইন-কানূন মন্দ লোকদের হাতে এসে যাবে। আর মুসলমানদের সম্পদশালী লোক দানশীলতা ও বদান্যতার পরিবর্তে কৃপণ ও সম্পদ পূজারী হয়ে যাবে। আর পারস্পরিক বিষয়াবলি সিদ্ধান্ত দাতাদের পারস্পরিক পরামর্শে ফয়সালার পরিবর্তে গৃহিণীদের প্রবৃত্তি ও তাদের সিদ্ধান্ত মুতাবিক নির্বাহ করা হবে। মন্দ ও ফাসাদের সেই যুগ সম্বন্ধে রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন, তখন এই নষ্ট উম্মতের, যমীনের ওপর চলা-ফেরা ও বস-বাস থেকে বিলুপ্ত হয়ে যমীনের মধ্যে দাফন হয়ে যাওয়াই অধিক উপযুক্ত।

যেরূপ বার বার নিবেদন করা হয়েছে, আলোচ্য হাদীস শরীফও কেবল এক ভবিষ্যতবাণী নয়, বরং এতে উম্মতের বিরাট সতর্কতা রয়েছে। এর বার্তা হচ্ছে, আমার উম্মতের তখন পযর্ন্ত এই যমীনের ওপর সসম্মানে চলা-ফেরা করা ও শান্তিতে বসবাস করার অধিকার রয়েছে, যখন পযর্ন্ত তাদের মধ্যে উম্মত হিসাবে ঈমানী বৈশিষ্ট্য বিদ্যমান থাকবে। কিন্তু যখন তারা এই বৈশিষ্ট্য হারাতে বসবে, এবং তাদের জীবনে মন্দ ও বিপর্যয় প্রাধান্য পাবে তখন তারা ধ্বংস হয়ে মাটির নিচে দাফন হওয়ার যোগ্য হবে।

উম্মতে সৃষ্টি লাভকারী ফিত্নাসমূহের বর্ণনা

٦٧. عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَادِرُوْا بِالْاَعْمَالِ فِتَنًا كَقِطَعِ اللَّيْلِ الْمُظْلِمِ يُصْبِحُ الرَّجُلُ مُؤْمِنًا وَيُمْسِىْ كَافِرًا وَيُمْسِىْ مُؤْمِنًا وَيُصْبِحُ كَافِرًا يَبِيْعُ دِيْنَهُ بِعَرَضٍ مِنَ الدُّنْيَا — (رواه مسلم)

৬৭. হযরত আবূ হুরাইরা (রা) থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন, অন্ধকার রাতের অংশগুলোর ন্যায় একের পর এক ফিত্নাসমূহ আসার পূর্বেই নেক কাজে তাড়াতাড়ি কর। অবস্থা এই দাঁড়াবে সকালবেলা মানুষ মু'মিন হবে আর সন্ধ্যাবেলা কাফির হবে। আর সন্ধ্যাবেলা মু'মিন হবে এবং সকালবেলা কাফির হবে, আর দুনিয়ার সল্প সম্পদের জন্য তারা দীন ও ঈমান বিক্রি করে দেবে। (সহীহ্ মুসলিম)

ব্যাখ্যা ঃ রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর ওপর প্রতিভাত করা হয়েছিল, তাঁর উম্মতের ওপর এরূপ অবস্থাসমূহও আসবে যে, রাতের অন্ধকারের ন্যায় বিভিন্ন প্রকার ফিত্না ক্রমান্বয়ে ছড়িয়ে পড়বে। এসব ফিত্নার কারণে অবস্থা এরূপ দাঁড়াবে, এক ব্যক্তি আকীদা ও আমলের দিক থেকে খাঁটি মু'মিন ও মুসলমান হিসাবে সকালবেলা উঠবে কিন্তু সন্ধ্যা আগমনের পূর্বেই কোন গোমরাহী কিংবা মন্দ কাজে জড়িত হয়ে নিজের দীন ও ঈমান নষ্ট করে দেবে।

গোমরাহী আন্দোলন ও দাওআতের আকৃতিতে এ ফিত্‌নাসমূহ আসতে পারে এবং আসছে। আর ধন-দৌলত কিংবা-নেতৃত্বের অভিলাষ ও অন্যান্য আত্মিক প্রবৃত্তির আকৃতিতেও আসতে পারে। হাদীসের শেষ বাক্য مَنْ يَبِيْعُ دِيْنَه بِعَرَضٍ مِّنَ الدُّنْيَا (দুনিয়ার স্বল্প সম্পদের জন্য নিজের দীন বিক্রি করে দেবে) এ কথার সুস্পষ্ট ইঙ্গিত যে, হাদীসের উদ্দেশ্য এটা নয়, মানুষ সত্য দীন ইসলামের অস্বীকারকারী হয়ে মিল্লাত পরিত্যগ করে খাঁটি কাফির হয়ে যাবে। বরং তার মধ্যে এই সব নমুনা প্রবেশ করবে যে, এর ফলে মানুষ দুনিয়ার জন্য (যার মধ্যে মাল-সম্পদ নেতৃত্বের অভিলাষ এবং বিভিন্ন প্রকার আত্মিক উদ্দেশ্যাবলি অন্তর্ভুক্ত) দীনকে অর্থাৎ আল্লাহ্ ও রাসূলের নির্দেশাবলিকে দৃষ্টির আড়াল করবে। এভাবে দুনিয়া অন্বেষণে আখিরাত ভুলে যাওয়া এবং সর্বপ্রকার ফাসিকী ও গুনাহ্ এর অন্তর্ভুক্ত, যা কার্যত কুফর।

যে ভাবে বার বার বলা হয়েছে, রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর এ জাতীয় বাণীসমূহের সম্বোধিত ব্যক্তিবর্গ যদিও প্রকাশ্যে সাহাবা কিরামই থাকতেন, প্রকৃতপক্ষে এসব সম্বোধিত ব্যক্তিবর্গ তাঁর সর্ব যুগের উম্মত। তাঁর এই বার্তা ও উপদেশের মোদ্দাকথা হচ্ছে, প্রত্যেক মু'মিন ঈমান ধ্বংসকারী আগমনী ফিত্‌নাসমূহ থেকে সাবধান থাকবে এবং সৎ কাজে অগ্রণী ও তাড়াতাড়ি করবে। এরূপ যেন না হয় যে, কোন ফিত্‌নায় জড়িত হয়ে পড়বে। এরপর ভাল কাজের ক্ষমতাই থাকবে না। বস্তুত যদি উত্তম কাজ করতে থাকে তবে সে এরূপ উপযুক্ত হবে যে, আল্লাহ্ তা'আলা এ জাতীয় ফিত্‌নাসমূহ থেকে তাকে হিফাযত করবেন।

٦٨. عَنِ الْمِقْدَادِ بْنِ الْاَسْوَدِ قَالَ سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُوْلُ اِنَّ السَّعِيْدَ لَمَنْ جُنِّبَ الْفِتَنَ، اِنَّ السَّعِيْدَ لَمَنْ جُنِّبَ الْفِتَنَ، اِنَّ السَّعِيْدَ لَمَنْ جُنِّبَ الْفِتَنَ وَلَمَنِ ابْتُلِىَ فَصَبَرَ فَوَاهًا — (رواه ابوداؤد)

৬৮. হযরত মিকদাদ ইব্‌ন আসওয়াদ (রা) থেকে বর্ণিত তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে বলতে শুনেছি, নিঃসন্দেহে সেই লোক সৌভাগ্যবান যাকে ফিত্‌নাসমূহ থেকে দূরে রাখা হয়েছে। নিঃসন্দেহে সেই লোক সৌভাগ্যবান যাকে ফিত্‌নাসমূহ থেকে দূরে রাখা হয়েছে। নিঃসন্দেহে সেই লোক সৌভাগ্যবান যাকে ফিত্‌নাসমূহ থেকে দূরে রাখা হয়েছে। আর যাকে ফিত্‌নায় পতিত করা হয়েছে, এবং সে ধৈর্য ধারণ করেছে। (তাঁর কথা কী বলা!) তাকে ধন্যবাদ ও মুবারকবাদ। (সুনানে আবূ দাউদ)

ব্যাখ্যা ঃ রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামে-এর পদ্ধতি ছিল শ্রোতা ও সম্বোধিত ব্যক্তিবর্গের চিন্তায় গুরুত্বপূর্ণ কোন কথা প্রতিষ্ঠিত করার জন্য সে কথাটি

ক্রমাগত তিনবার বলতেন। আলোচ্য হাদীসে এ বাক্যটি তিনি তিনবার বলেছেন اِنَّ السَّعِيْدَ لَمَنْ جُنِّبَ الْفِتَنَ (সৌভাগ্যবান ঐ ব্যক্তি যাকে ফিত্‌নাসমূহ থেকে দূরে রাখা হয়)। সম্ভবত বারবার এ কথা তিনি এজন্য বলেছেন যে, কোন লোকের ফিত্‌নাসমূহ থেকে নিরাপদ থাকা প্রকৃতপক্ষে আল্লাহ্ তা'আলার অনেক বড় নি'আমত। যেহেতু এ নি'আমত দর্শনীয় নয় তাই বহু লোকের এর অনুভূতিই হয় না। না তাদের নিকট এ নি'আমতের মর্যাদা হয়ে থাকে, না এর ওপর কৃতজ্ঞতার আবেগ সৃষ্টি হয়। এটা বড় বঞ্চনা। রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এ কথা তিন বার বলে এ নি'আমতের গুরুত্ব ও মর্যাদা মস্তিষ্কে প্রতিষ্ঠিত করতে চেষ্টা করেছেন।

পরিশেষে বলেছেন, যে ব্যক্তিকে ভাগ্যের কারণে ফিত্‌নাসমূহে জড়িত করা হয়েছে, আর সে নিজেকে সংরক্ষণ করেছে, অর্থাৎ সে দীনের ওপর এবং আল্লাহ্ ও রাসূলের আনুগত্যের ওপর ধৈর্যশীল ও দৃঢ়পদ রয়েছে, তবে তাকে সাধুবাদ ও মুবারকবাদ। তাঁর কথা কী বলা! সে বড় সৌভাগ্যবান। হাদীসের শেষবাক্য وَلَمَنِ ابْتُلِىَ فَصَبَرَ فَوَاهًا এর অর্থ ভাষ্যকারগণ আরো দীর্ঘ বর্ণনা করেছেন। এই অধমের নিকট তাই প্রাধান্যপ্রাপ্ত যা এখানে লিখা হয়েছে।

٦٩. عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَتَقَارَبُ الزَّمَانُ وَيُقْبَضُ الْعِلْمُ وَتَظْهَرُ الْفِتَنُ وَيُلْقَى الشُّحُّ وَيَكْثُرُ الْهَرَجُ، قَالُوْا وَمَا الْهَرَجُ؟ قَالَ الْقَتْلُ — (رواه البخارى ومسلم)

৬৯. হযরত আবূ হুরাইরা (রা) থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন, (সময় আসবে) যুগ পরস্পর নিকটবর্তী হয়ে যাবে এবং ইল্‌ম উঠিয়ে নেওয়া হবে, আর ফিত্‌নাসমূহ প্রকাশ পাবে, (মনুষ্য প্রকৃতি ও অন্তরসমূহে) কৃপণতা ঢেলে দেওয়া হবে এবং অনেক 'হরয' হবে। সাহাবা কিরাম জিজ্ঞাসা করলেন, 'হরয'-এর অর্থ কি? তিনি বললেন, (এর অর্থ) হত্যা।
(সহীহ্ বুখারী, সহীহ্ মুসলিম)

ব্যাখ্যা ঃ আলোচ্য হাদীসে রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম উম্মতে জন্য লাভকারী কতিপয় ফিত্‌না সম্বন্ধে সর্তক করেছেন। এ ধারাবাহিকতায় সর্ব প্রথম তিনি এ শব্দাবলি প্রয়োগে বলেছেন يَتَقَارَبُ الزَّمَانُ ভাষ্যকারগণ এর বিভিন্ন অর্থ বর্ণনা করেছেন। এই অধমের নিকট সে গুলোর মধ্যে উপলব্ধির নিকটতর হচ্ছে, সময়ের মধ্যে বরকত থাকবে না। সময় দ্রুত চলে যাবে। যে কাজ এক দিনে হওয়ার

ছিল তা কয়েক দিনে হবে। লিখকের এটা ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা আছে। (আল্লাহ্ই ভাল জানেন)

দ্বিতীয় কথা তিনি বলেছেন, ইল্ম উঠিয়ে নেওয়া হবে, অর্থাৎ ইল্ম যা নবুওতের ত্যাজ্যবিত্ত, তা উঠিয়ে নেওয়া হবে। অন্য এক হাদীসে এর বিশ্লেষণ এই ভাবে করা হয়েছে, উলামায়ের রব্বানী (যারা এই ইল্মের উত্তরাধিকারী ও বিশ্বস্ত ব্যক্তিবর্গ) উঠিয়ে নেওয়া হবে। (চাই লাইব্রেরী বাকি থাকুক ও ব্যবসায়ী আলিম দ্বারা আমাদের মহল্লা পরিপূর্ণ থাকুক) প্রকৃতপক্ষে ইল্ম যা নবুওতের ত্যাজ্যবিত্ত এবং হিদায়াত ও নূর, তা তা-ই যার বহনকারী এবং বিশ্বস্ত হচ্ছেন উলামায়ে রব্বানী।

যখন তা বাকি থাকবে না এবং উঠিয়ে নেওয়া হবে, তখন সেই ইল্ম-এর নূরও তাঁদের সাথে উঠে যাবে। তৃতীয় কথা তিনি বলেছেন, আর বিভিন্ন প্রকার ফিত্নাসমূহ প্রকাশ পাবে। এ কথা কোন ব্যাখ্যা বিশ্লেষণের প্রয়োজন রাখে না। চতুর্থ কথা তিনি এ শব্দাবলিতে বলেছেন وَيُلْقَى الشُّحُّ অর্থাৎ বদান্যতা দানশীলতা ও ত্যাগ স্বীকার করার মত যে উত্তম গুণাবলি লোকজনের নিকট হতে বের হয়ে যাবে, সে গুলোর পরিবর্তে তাদের স্বভাবে অশুভ কৃপণতা ঢেলে দেওয়া হবে।

শেষ কথা তিনি বলেছেন, খুনের আধিক্য হবে। যা জাগতিক হিসাবেও ব্যক্তি এবং উম্মতের জন্য ধ্বংসকারী, আখিরাতের হিসাবেও বিরাট গুনাহ্। আল্লাহ্ এসব ফিত্না থেকে হিফাযত করুন।

٧٠. عَنْ مَعْقَلِ بْنِ يَسَارٍ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اَلْعِبَادَةُ فِى الْهَرْجِ كَهِجْرَةٍ اِلَىَّ — (رواه مسلم)

৭০. হযরত মা'কাল ইব্ন ইয়াসার (রা) থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন, ব্যাপক খুনের যুগে ইবাদতে ব্যস্ত হয়ে থাকা এরূপ যেমন হিজরত করে আমার প্রতি আসা। (বুখারী, মুসলিম)

ব্যাখা ঃ উদ্দেশ্য হচ্ছে, যখন খুন ব্যাপক হবে, তখন মু'মিনের উচিত নিজের আঁচল বাঁচিয়ে একনিষ্ঠভাবে আল্লাহ্র ইবাদতে লিপ্ত হয়ে যাবে। আল্লাহ্র দৃষ্টিতে তার এ কাজ এরূপ হবে, যেমন স্বীয় ঈমান বাঁচাতে কুফ্রের দেশ থেকে হিজরত করে আমার প্রতি আসা।

٧١. عَنِ الزُّبَيْرِ بْنِ عَدِىٍّ قَالَ اَتَيْنَا اَنَسَ بْنَ مَالِكٍ فَشَكَوْنَا اِلَيْهِ مَا نَلْقَى مِنَ الْحَجَّاجِ فَقَالَ اصْبِرُوْا فَاِنَّهُ لاَ يَأْتِىْ عَلَيْكُمْ زَمَانٌ اِلاَّ الَّذِىْ بَعْدَهُ اَشَرُّ مِنْهُ حَتَّى تَلْقَوْا رَبَّكُمْ سَمِعْتُهُ مِنْ نَبِيِّكُمْ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ — (رواه البخارى)

৭১. যুবাইর ইব্ন 'আদী তাবিঈ থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমরা আনাস ইব্ন মালিক (রা)-এর দরবারে হাযির হলাম। আমরা তাঁকে হাজ্জাজের অত্যাচারের অভিযোগ করলাম। তিনি বললেন, (এই অত্যাচার ও মুসীবতের ওপর) ধৈর্য ধারণ কর। আর বিশ্বাস কর, যে যুগ তোমাদের প্রতি আসবে তার পরের যুগ তার থেকে নিকৃষ্ট হবে। এমনকি তোমাদের আত্মা স্বীয় প্রতিপালকের সাথে মিলিত হবে। এ কথা আমি তোমাদের নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর নিকট থেকে শুনেছি। (সহীহ্ বুখারী)

ব্যাখ্যা ঃ মা'আরিফুল হাদীসের এই ধারাবাহিকতায় এ কথা উল্লেখ করা হয়েছে যে, রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর সাহাবায়ে কিরামের মধ্যে তাঁর বিশেষ খাদিম হযরত আনাস ইব্ন মালিক (রা)কে আল্লাহ্ তা'আলা দীর্ঘ জীবন দান করেছিলেন। হুযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর ইন্তিকালের পর তিনি প্রায় আশি বছর জীবিত ছিলেন। এবং বসরায় অবস্থান করছিলেন। হযরত মু'আবীয়্যা (রা) এর পর বনু উমাইয়্যাদের যে যুগ ছিল তাতে হাজ্জাজ সাকাফীর যুল্ম ও তার রক্ত তৃষ্ণা ছিল প্রবাদ বাক্যস্বরূপ। যুবাইর ইব্ন 'আদী একজন তাবিঈ। তিনি বর্ণনা করেন, আমরা হযরত আনাস ইব্ন মালিক (রা)-এর খিদমতে উপস্থিত হই এবং আমরা তাঁর নিকট হাজ্জাজের অত্যাচারের অভিযোগ পেশ করি। তিনি বললেন, যা কিছু হচ্ছে ধৈর্য ও স্থৈর্য দ্বারা এর মুকাবালা কর। সামনে এর থেকেও অধিক মন্দ আগমনকারী যুগ। আমি রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম থেকে শুনেছি, তিনি বলেছিলেন, পরবর্তী যুগ পূর্ববর্তী যুগ থেকে মন্দই হবে।

ঘটনা এই যে, হুযূরের বাণীর সম্পর্ক কেবল রাষ্ট্র ও রাষ্ট্রীয় কর্ণধারদের সাথে নয়, বরং সাধারণ উম্মতের সাধারণ অবস্থা তিনি বলেছেন যে, পরবর্তী যুগ পূর্ববর্তী যুগ থেকে মন্দই হবে। আর এতে কোন সন্দেহ নেই। এটা দেখা যাচ্ছে। নিঃসন্দেহে হাজ্জাজ এরূপই ছিল, যেমন তাকে জানা যায়। এছাড়া তখন শাসক শ্রেণীর মধ্যে আরো ছিলেন যাদের মধ্যে মন্দ ছিল। কিন্তু তখন উম্মতের এক বিশেষ সংখ্যক সাহাবা কিরাম বর্তমান ছিলেন। বুযুর্গ তাবিঈ'গণ যারা সাহাবা কিরামের পর উম্মতের মধ্যে সর্বাধিক উত্তম তাঁরা বর্তমান ছিলেন। সাধারণ মু'মিনগণের মধ্যেও যোগ্যতা এবং তাকওয়া ছিল। পরবর্তী সব যুগ সামগ্রিকভাবে এর তুলনায় নিঃসন্দেহে মন্দই ছিল।

ইতিহাস সাক্ষী, অতীত ও ভবিষ্যতের মধ্যে পার্থক্য এরূপই চলে আসছে। আর নিজের জীবনেই তো দেখা যাচ্ছে। আল্লাহ্ তা'আলা ফিত্না থেকে আমাদের ঈমান হিফাযত করুন।

٧٢. عَنْ سَفِيْنَةَ قَالَ سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُوْلُ اَلْخِلَافَةُ ثَلٰثُوْنَ سَنَةً ثُمَّ يَكُوْنُ مُلْكًا ثُمَّ يَقُوْلُ سَفِيْنَةُ اَمْسِكْ خِلَافَةَ اَبِىْ بَكْرٍ سَنَتَيْنِ وَخِلَافَةَ عُمَرَ عَشْرَةً وَعُثْمَانَ اِثْنَتَىْ عَشْرَةَ وَعَلِىٍّ سِتَّةً ــ (رواه احمد والترمذى وابوداود)

৭২. হযরত সাফীনা (রা) থেকে বর্ণিত তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে বলতে শুনেছি, খিলাফত কেবল তিরিশ বছর। এরপর বাদশাহী হবে। অতঃপর সাফীনা (রা) বলেন, হিসাব কর আবূ বকরের খিলাফত দু'বছর, উমর (রা)-এর খিলাফত দশ বছর, উসমান (রা)-এর খিলাফত বার বছর, আর আলী (রা)-এর খিলাফত ছয় বছর।

(মুসনাদে আহ্মদ, জ্যমি' তিরমিযী, সুনানে আবূ দাউদ)

ব্যাখ্যা ঃ হযরত সাফীনা (রা) রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর মুক্তদাস। তিনি হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের যে বাণী উদ্ধৃত করেছেন তার অর্থ এই যে, খিলাফত অর্থাৎ পুঙ্খানুপুঙ্খভাবে আমার পদ্ধতিতে ও আল্লাহ্ তা'আলার পসন্দনীয় পদ্ধতির ওপর আমার প্রতিনিধিরূপে দীনের দাওআত ও খিদমত রাষ্ট্রীয় ব্যবস্থাপনায় কাজ (যার সংক্ষিপ্ত পরিচিতি শিরোনাম 'খিলাফতে রাশিদা') কেবল তিরিশ বছর চলবে। এরপর রাষ্ট্র বাদ্শাহীতে পরিবর্তীত হয়ে যাবে। আল্লাহ্ তা'আলা রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর প্রতি এ সত্য প্রতিভাত করে ছিলেন। বিভিন্ন সময়ে তিনি এটা প্রকাশ করেছেন। বিভিন্ন সাহাবা কিরাম থেকে এ ধারা বাহিকতায় তাঁর বাণীসমূহ বর্ণিত হয়েছে। হযরত সাফীনা (রা) হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর এ বাণী উদ্ধৃত করার সাথে এর হিসাবও বলে দিয়েছেন।

তবে এটাকে মোটামুটি হিসাব বুঝা চাই। প্রকৃত হিসাব হচ্ছে-হযরত সিদ্দীক আকবর (রা)-এর খিলাফতকাল দু'বছর চার মাস। এরপর হযরত উমর ফারূক আযম (রা)-এর খিলাফতকাল দশ বছর ছয় মাস। এরপর হযরত যুন্নুরাইন (রা)-এর খিলাফতকাল কয়েক দিন কম বার বছর। তারপর হযরত আলী মুরতাযা (রা)-এর খিলাফতকাল চার বছর নয় মাস। এর যোগফল উনত্রিশ বছর সাত মাস। এর সাথে হযরত হাসান (রা)-এর খিলাফত কাল পাঁচ মাস যোগ করলে পূর্ণ তিরিশ বছর হয়। এই তিরিশ বছরই খিলাফতে রাশিদা। এরপর যেরূপ হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছিলেন, রাষ্ট্রীয় পদ্ধতি বাদ্শাহীতে পরিবর্তীত হয়ে যায়। রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর এ জাতীয় ভবিষ্যতবাণীসমূহ তাঁর নবুওতের প্রকাশ্য প্রমাণও বহন করে। আর এতে উম্মতকে জ্ঞাত করাও উদ্দেশ্য।

٧٣. عَنْ حُذَيْفَةَ قَالَ قَامَ فِيْنَا رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَقَامًا مَا تَرَكَ شَيْئًا يَكُوْنُ فِىْ مَقَامِهٖ ذٰلِكَ اِلَى قِيَامِ السَّاعَةِ اِلَّا حَدَّثَ بِهٖ حَفِظَهُ مَنْ حَفِظَهُ

وَنَسِيَهُ مَنْ نَسِيَهُ قَدْ عَلِمَهُ اَصْحَابِىْ هٰؤُلَاءِ وَاِنَّهُ لَيَكُوْنُ مِنْهُ الشَّىْءُ قَدْ نَسِيْتُهُ فَاَرَاهُ فَاَذْكُرُهُ كَمَا يَذْكُرُ الرَّجُلُ وَجْهَ الرَّجُلِ اِذَا غَابَ عَنْهُ ثُمَّ اِذَا رَاٰهُ عَرَفَهُ

(رواه البخارى ومسلم)

৭৩. হযরত হুযাইফা (রা) থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাই ওয়া সাল্লাম (একদিন ওয়াজ ও বয়ানের জন্য) দাঁড়ালেন। সেই বয়ানে কিয়ামত পর্যন্ত সংঘটিতব্য কোন বিষয়ই বাকি রাখেননি। তা স্মরণ রেখেছে, যে ব্যক্তি স্মরণ রেখেছে। আর তা ভুলে বসেছে, যে ব্যক্তি ভুলেছে। আমার সেই সাথীদেরও এ কথা জানা আছে। আর ঘটনা হচ্ছে, তাঁর সেই বয়ানের কোন বিষয় আমি ভুলে যেতাম, এরপর তা হতে দেখি, তখন বিষয়টি আমার স্মরণে এসে যায়। যেভাবে এক ব্যক্তি অন্য ব্যক্তির চেহারা ভুলে যায় যখন সে তার থেকে দূরে চলে যায়। এর পর যখন তাকে দেখে তখন চিনতে পারে। (ভুলে যাওয়া চেহারা স্মরণ হয়।)

(সহীহ্ বুখারী, সহীহ্ মুসলিম)

ব্যাখ্যা ঃ হযরত হুযাইফা (রা) ছাড়া অন্যান্য সাহায্য কিরাম থেকেও এ বিষয় বর্ণনা করা হয়েছে যে, একদিন রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম অনেক দীর্ঘ বয়ান করেন। তাতে তিনি কিয়ামত পর্যন্ত সংঘটিতব্য ঘটনাবলি ও বিপর্যয়সমূহের উল্লেখ করেন। এর প্রকাশ্য অর্থ এটাই যে, এরূপ অস্বাভাবিক ঘটনাবলি ও দুর্যোগ এবং এরূপ গুরুত্বপূর্ণ ফিত্নাসমূহের উল্লেখ করেছেন, যে ব্যাপারে উম্মতকে জ্ঞাত করা তিনি আবশ্যক মনে করেছেন। এটাই ছিল তাঁর নবুওতী স্তরের চাহিদা ও তাঁর মহান মর্যাদার উপযুক্ত।

তবে যাদের আকীদা হচ্ছে, জগত সৃষ্টির সূচনা থেকে কিয়ামত পর্যন্ত আসমান যমীনের সব সৃষ্টি ও প্রাণীর এবং খুঁটিনাটি ক্ষুদ্র বিষয়ের পরিপূর্ণ জ্ঞান তিনি রাখেন তারা হযরত হুযাইফা (রা)-এর এ হাদীস ও এ বিষয়ক অন্যান্য হাদীসসমূহ থেকে দলীল পেশ করেন। তাদের নিকট এসব হাদীসের অর্থ হচ্ছে-, হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম স্বীয় সেই বর্ণনায়, তাদের পরিভাষা মুতাবিক مَاكَانَ وَمَايَكُوْنُ সব বিষয় বর্ণনা করেছিলেন।

অর্থাৎ ভূপৃষ্ঠের সব রাষ্ট্র-হিন্দুস্থান, ইরান, আফগানিস্তান, চীন, জাপান, বাংলাদেশ, পাকিস্তান, আমেরিকা, আফ্রিকা, ইংল্যান্ড, ফ্রান্স, তুরস্ক, রাশিয়া ইত্যাদি দুনিয়ার সব রাষ্ট্রে কিয়ামত পর্যন্ত জন্মলাভকারী সব মানুষ, পশু-পাখী, পিঁপড়া, মাছি, মশা, কীট-পতঙ্গ এবং সমুদ্রে জন্মলাভকারী প্রাণীসমূহ, সবার সব অবস্থা তিনি বলেছিলেন। এ সবও مَاكَانَ وَمَايَكُوْنُ এর অন্তর্ভুক্ত। এভাবে বিভিন্ন দেশের রেডিও থেকে যে সব সংবাদ ও গান বাজনা প্রচারিত হচ্ছে, আর বিভিন্ন দেশের হাজার

হাজার সংবাদপত্রে বিভিন্ন ভাষায় যা প্রকাশিত হচ্ছে এবং কিয়ামত পর্যন্ত প্রকাশিত হবে মসজিদে নববীর সেই ভাষণে তিনি সাহাবা কিরামকে বলেছিলেন। কেননা, এ সবই مَاكَانَ وَمَايَكُوْنُ এর অন্তর্ভুক্ত।

যে ব্যক্তিকে আল্লাহ্ তা'আলা সামান্য পরিমাণও জ্ঞান বুদ্ধি দিয়েছেন সে বুঝতে পারে, হাদীসের এ অর্থ বর্ণনা করা আর এ ধরনের দাবি করা কী রূপ মুর্খতা ও বোকামীপূর্ণ কথা। এ ছাড়া এ ধারাবাহিকতায় এ কথাও চিন্তাযোগ্য যে, যদি রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম স্বীয় ভাষণে তাদের দাবি অনুযায়ী مَاكَانَ وَمَـايَكُوْنُ এবং সর্ব প্রকার খণ্ডিত বিপর্যয় ও ঘটনাবলি বর্ণনা করেছিলেন, তবে এটা তো অবশ্যই বলেছিলেন যে, আমার পর প্রথম খলীফা হবে আবূ বকর (রা), আর তাঁর খিলাফতকালে এসব হবে। তাঁর পর দ্বিতীয় খলীফা উমর উবনুল খাত্তাব এবং তারপর তৃতীয় খলীফা হযরত উসমান ইব্ন আফ্ফান হবে। আর তার যুগে এবং তার পরে এসব ঘটনাবলি সামনে আসবে। হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম যদি সেই ভাষণের ধারাবাহিকতায় جَمِيْعُ مَا كَـانَ وَمَـايَكُوْنُ সবই বর্ণনা করে দিয়ে থাকেন তবে হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর ইন্তিকালের পর খলীফা নির্বাচনের বিষয়ে কোন প্রকার চিন্তা-ভাবনা ও পরামর্শের প্রয়োজন দেখা দিত না এবং সাকীফা বনী সা'দায় যা কিছু হয়েছিল তা হত না। সবারই তো স্মরণ হত যে, কয়েক দিন পূর্বেই হুযূর সব বলে দিয়েছেন যে, আমার পর আবূ বকর (রা) খলীফা হবে।

এভাবে হযরত উমর (রা)-এর শাহাদাতের পর খলীফা নির্বাচনের ধারাবাহিকতায় কোন চিন্তা ভাবনা ও পরামর্শের প্রয়োজন দেখা দিত না। স্বয়ং হযরত উমর (রা) এবং সেই ছয় ব্যক্তি যাদেরকে তিনি খলীফা নির্বাচক মণ্ডলী করেছিলেন, তাঁদের অবশ্যই স্মরণ হত যে, উমর ইবনুল খাত্তাবের পর তৃতীয় খলীফা হবে হযরত উসমান ইব্ন আফ্ফান (রা)। এসব ব্যক্তিত্ব তখন উম্মতের মধ্যে প্রাথমিক যুগের সর্বাধিক উত্তম ও 'আশারা মুবাশ্শারার অন্তর্ভুক্ত ছিলেন।

যদি এ কথা বলা হয় যে, রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম সেই ভাষণে এসব তো বলেছিলেন, কিন্তু সবাই তা ভুলে গিয়েছিলেন। এ কথার পর দীনের কোন কথাই নির্ভরযোগ্য থাকে না। সাহাবা কিরামের মাধ্যমে ও তাঁদের বর্ণনা থেকে উম্মত গোটা দীন লাভ করেছে। যখন তাঁদের প্রাথমিক যুগের প্রথম সারির 'আশারা মুবাশ্শারা সম্বন্ধে এ কথা মেনে নেওয়া হয় যে, তাঁদের সবাই রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর গুরুত্ব পূর্ণ কথা ভুলে বসেছিলেন, আর হুযূর (সা)-এর সেই ভাষণ তাঁদের মধ্যে কোন এক জনেরও স্মরণে ছিল না, তখন তাঁদের উদ্ধৃতি ও বর্ণনার ওপর কখনো ভরসা করা যেতে পারে না। হাদীসের কোন

বর্ণনাকারী সম্বন্ধে যদি প্রমাণিত হয় যে, তিনি বিস্মৃতকারী ছিলেন তখন মুহাদ্দিসীন তার কোন বর্ণনাই গ্রহণযোগ্য বলে মনে করেন না। বর্ণনায় তাকে সাকিতুল ই'তিবার (অবিশ্বস্ত) নির্ধারণ করা হয়।

বস্তুত হযরত হুযাইফা (রা)-এর আলোচ্য হাদীসে এবং এ বিষয়ক অন্যান্য হাদীসের ভিত্তিতে রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম স্বীয় মসজিদের সেই ভাষণে তাদের দাবি ও ভাষ্য অনুযায়ী جَمِيْعُ مَا كَانَ وَمَايَكُوْنُ বর্ণনা করে ছিলেন। উপরিবর্ণিত কারণে এ দাবি হচ্ছে চূড়ান্ত সীমার বোকামী ও মুর্খতা। সেই জাতীয় হাদীসের উদ্দেশ্য ও ফায়দা কেবল এই যে, তিনি সেই ভাষণে ও খুতবায় কিয়ামত পর্যন্ত অনুষ্ঠিতব্য অসাধারণ ঘটনাবলি ও বিপর্যয়সমূহ এবং বড় বড় ফিত্নাসমূহের কথা বর্ণনা করেছিলেন, যা আল্লাহ্ তা'আলা তাঁর ওপর প্রতিভাত করেছিলেন এবং যে সব বিষয়ে উম্মতকে সর্তক করে দেওয়া তিনি আবশ্যক মনে করেছিলেন। এটাই নবুওতী মর্যাদার চাহিদা ও তাঁর মহান শানের উপযুক্ত।

কিয়ামতের আলামতসমূহ

যে ভাবে রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম উম্মতের মধ্যে বিস্তার লাভকারী ফিত্নাসমূহের সংবাদ দিয়েছেন, অনুরূপভাবে কতক বিষয় সম্বন্ধে তিনি বলেছেন, কিয়ামতের পূর্বে এগুলো প্রকাশ পাবে। সেগুলোর মধ্যে কতক অসাধারণ জাতীয় যা স্পষ্টত সেই সাধারণ প্রাকৃতিক নিয়মের পরিপন্থী, যে সব নিয়মের ওপর এ জগতের শৃঙ্খলা নির্ভরশীল। যেমন, পূর্ব দিকের পরিবর্তে পশ্চিম দিক হতে সূর্য উদিত হওয়া, দাব্বাতুল আরদ নির্গত হওয়া, দাজ্জালের প্রকাশ ও হযরত ঈসা (আ)-এর অবতরণ ইত্যাদি, এই সব অসাধারণ আলামত তখন প্রকাশ পাবে। এসব ঘটনা যেন কিয়ামতের অগ্রবর্তী ঘোষক ও ভূমিকাস্বরূপ। এগুলোকে কিয়ামতের 'আলামাতে খাস্সা' ও 'আলামাতে কুব্রা'ও বলা হয়। এছাড়া রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম কিয়ামতের পূর্বে কতক এরূপ বিষয়, ঘটনাবলি ও পরিবর্তন প্রকাশের সংবাদ দিয়েছেন যেগুলো অসাধারণ নয় বটে, তবে স্বয়ং রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর পবিত্র ও উত্তম যুগে কল্পনাতীত ও অস্বাভাবিক ছিল। উম্মতের মধ্যে যে সবের প্রকাশ মন্দ ও ফাসাদের লক্ষণ হবে, সে সবকে কিয়ামতের সাধারণ আলামত বলা হয়। নিম্নে প্রথমে রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর সেই বাণীসমূহ উপস্থাপন করা হচ্ছে, যেগুলোতে তিনি কিয়ামতের সাধারণ লক্ষণ উল্লেখ করেছেন। প্রথম প্রকার অর্থাৎ আলামাত কুব্রা (বড় আলামতসমূহ) সম্বন্ধে হাদীস পরে উপস্থাপন করা হচ্ছে।

কিয়ামতের সাধারণ আলামতসমূহ

٧٤. عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ رضـ قَالَ بَيْنَمَا النَّبِىُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُحَدِّثُ اِذْ جَاءَ اَعْرَابِىٌّ فَقَالَ مَتَى السَّاعَةُ ؟ قَالَ اِذَا ضُيِّعَتِ الاَمَانَةُ فَانْتَظِرِ السَّاعَةَ، قَالَ كَيْفَ اِضَاعَتُهَا؟ قَالَ اِذَا وُسِّدَالْاَمْرُ اِلٰى غَيْرِ اَهْلِهٖ فَانْتَظِرِ السَّاعَةَ (رواه البخارى)

৭৪. হযরত আবূ হুরাইরা (রা) বলেন, (একদিন) নবী করীম (সা) বর্ণনা করছিলেন, ইতোমধ্যে এক আরাবী (বেদুইন) এল। সে তাঁকে জিজ্ঞাসা করল, কিয়ামত কবে হবে? তিনি বললেন, যখন (সে সময় এসে যাবে যে,) আমানত ধ্বংস করা হবে, তখন কিয়ামতের অপেক্ষা কর। আরাবী পুনরায় নিবেদন করল, আমানত কি ভাবে ধ্বংস করা হবে? তিনি বললেন, যখন বিষয়াবলি অযোগ্যদের প্রতি অর্পিত করা হবে তখন কিয়ামতের অপেক্ষা কর। (সহীহ্ বুখারী)

ব্যাখ্যা ঃ আমাদের উর্দূ ভাষায় 'আমানত'-এর অর্থ খুবই সীমিত। কিন্তু কুরআন ও হাদীসের ভাষায় এর অর্থ ব্যাপক। শব্দটি নিজের মধ্যে মর্যাদা ও গুরুত্ব বহন করে। প্রত্যেক মহান ও গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্বকে 'আমানত' দ্বারা ব্যাখ্যা করা হয়। আমানতের অর্থের প্রশস্ততা ও মর্যাদা বুঝার জন্যে সূরা আহ্যাবের আয়াত اِنَّا عَرَضْنَا الْاَمَانَةَ عَلَى السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ وَالْجِبَالِ .. الآيـة -এর প্রতি দৃষ্টিদান করা যেতে পারে।

হযরত আবূ হুরাইরা (রা)-এর আলোচ্য হাদীসে আমানত ধ্বংস করার ব্যাখ্যা স্বয়ং রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম দিয়েছেন যে, দায়িত্বসমূহ এমন লোকদের প্রতি অর্পিত করা হবে যারা এর অযোগ্য। স্তর অনুযায়ী সর্ব প্রকার দায়িত্ব এর অন্তর্ভুক্ত।

রাষ্ট্র, রাষ্ট্রীয়পদ ও চাকুরী, রাষ্ট্রীয় ক্ষমতা, এভাবে দীনী নেতৃত্ব ও ইমামত, ফাতওয়া, ফায়সালা, ওঁয়াক্ফের তত্ত্বাবধান ও এর ব্যবস্থাপনা ইত্যাদি দায়িত্ব সমূহ। এরূপ যে কোন ছোট বড় দায়িত্ব যখন অযোগ্যদের প্রতি অর্পণ করা হয় তখন তা আমানতের ধ্বংস ও সামষ্টিক জীবনের জন্য ভীষণ অপরাধ। এটাকে রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম কিয়ামত নিকটবর্তীতার লক্ষণ বলেছেন। আলোচ্য হাদীসে রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর বাণী যদিও এক বেদুইনের জিজ্ঞাসার উত্তর ছিল, কিন্তু সর্বস্তরের উম্মতের জন্য এর বার্তা ও সবক হচ্ছে আমানত সংরক্ষণের গুরুত্ব অনুভব কর। এর দাবি পূর্ণ কর, সর্বপ্রকার দায়িত্বসমূহ

যোগ্য ব্যক্তির প্রতি সমর্পণ কর। এর বিপরীত করলে আমানত ধ্বংসের অপরাধী হবে। আল্লাহ্র সামনে এজন্য জবাবদিহিতা করতে হবে।

٧٥. عَنْ جَابِرِ بْنِ سَمُرَةَ قَالَ قَالَ النَّبِىُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اِنَّ بَيْنَ يَدَىِ السَّاعَةِ كَذَّابِيْنَ فَاحْذَرُوْهُمْ — (رواه مسلم)

৭৫. হযরত জাবির ইব্ন সামুরা (রা) থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন, কিয়ামতের পূর্বে কতক মিথ্যাবাদী লোক হবে। তোমরা তাদের থেকে দূরে থাকবে। (সহীহ্ মুসলিম)

ব্যাখ্যা ঃ এখানে كَذَّابِيْنَ দ্বারা সেই সব লোক উদ্দেশ্য, যাদের মিথ্যাবলা অস্বাভাবিক জাতীয়। আর সেই মিথ্যা দীনের সাথে সম্পৃক্ত। যেমন, নবুওতের মিথ্যা দাবিদার, জাল হাদীস রচনাকারী, মিথ্যা কাহিনী তৈরিকারী, বিদ্'আত ও বাজেকথা প্রচলনকারী। রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর বাণীর উদ্দেশ্য এই যে, আমার পর কিয়ামতের পূর্বে এ জাতীয় লোক সৃষ্টি হবে, এবং তোমাদেরকে গোমরাহ্ করতে থাকবে। আমার উম্মতের উচিত তাদের থেকে সাবধান ও দূরে থাকা। তাদের জালে ফেঁসে না যাওয়া। যে ভাবে জানা আছে, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর যুগ থেকে এখন পর্যন্ত নবুওতের শত শত দাবিদার পয়দা হয়েছে, যাদের মধ্যে সর্ব প্রথম ছিল ইয়ামনের মুসাইলামা কায্যাব। আমাদের জানা মতে সর্বশেষ গোলাম আহমদ কাদিয়ানী। এভাবে মাহ্দীর দাবিদারও পয়দা হতে থাকবে। আর অনেক ভ্রষ্ট দাওআতের আহ্বানকারী ও নেতৃবর্গ পয়দা হবে। সবাই সেই মিথ্যাবাদীদের অন্তর্ভুক্ত। আলোচ্য হাদীসে যাদের সংবাদ রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম দিয়েছেন তাদের থেকে দূরে থাকার তাকিদও করেছেন।

٧٦. عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اِذَا اتُّخِذَ الْفَىْءُ دُوَلاً وَالاَمَانَةُ مَغْنَمًا وَالزَّكٰوةُ مَغْرَمًا وَتُعُلِّمَ لِغَيْرِ الدِّيْنِ وَاَطَاعَ الرَّجُلُ امْرَاَتَهٗ وَعَقَّ اُمَّهٗ وَاَدْنَى صَدِيْقَهٗ وَاَقْصَا اَبَاهُ وَظَهَرَتِ الْاَصْوَاتُ فِى الْمَسَاجِدِ وَسَادَ الْقَبِيْلَةَ فَاسِقُهُمْ وَكَانَ زَعِيْمُ الْقَوْمِ اَرْذَلُهُمْ وَاُكْرِمَ الرَّجُلُ مَخَافَةَ شَرِّهٖ وَظَهَرَتِ الْقَيْنَاتُ وَالْمَعَازِفُ وَشُرِبَتِ الْخُمُوْرُ وَلَعَنَ اٰخِرُ هٰذِهِ الْاُمَّةِ اَوَّلَهَا فَلْيَرْتَقِبُوْا عِنْدَ ذٰلِكَ رِيْحًا حَمْرَاءَ وَزَلْزَلَةً وَخَسْفًا وَمَسْخًا وَقَذْفًا وَاٰيَاتٍ تَتَابَعُ كَنِظَامٍ قُطِعَ سِلْكُهٗ فَتَتَابَعَ — (رواه الترمذى)

৭৬. হযরত আবূ হুরাইরা (রা) থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন, যখন গনীমত ব্যক্তিগত সম্পদ হবে, আমানতকে গনীমতের মাল মনে করা হবে, এবং যাকাত জরিমানা মনে করা হবে, আর ইল্‌ম অর্জন করা হবে দীনের উদ্দেশ্য ছাড়া অন্য (জাগতিক) উদ্দেশ্যে, মানুষ অনুগত্য করবে স্বীয় স্ত্রীর, আপন মার অবাধ্যতা করবে ; আর বন্ধুদেরকে নিকটবর্তী করবে এবং পিতাকে দূর করবে, আর মসজিদগুলোতে কণ্ঠসমূহ উঁচু হবে, গোত্রের নেতৃত্বদান করবে তাদের ফাসিক; এবং সর্বাধিক নিচু লোক জাতির নেতা হবে। আর যখন মানুষকে সম্মান করা হবে তার অনিষ্টের ভয়ে। আর (পেশাদার) গায়িকা ও বাদ্যযন্ত্র ব্যাপক হবে। এবং মদ পান করা হবে এবং উম্মতের পরবর্তীগণ তাদের পূর্ববর্তীদের প্রতি অভিশাপ বর্ষণ করবে, তখন লাল ঝঞ্ঝাবায়ু, ভূমিকম্প, যমীন ধ্বসে যাওয়া, আকৃতি পরিবর্তন হয়ে যাওয়া, পাথর বৃষ্টি (এছাড়া এ জাতীয়) আরো লক্ষণসমূহ যা ক্রমান্বয়ে এভাবে আসবে যেমন একটি হার যার সুতা কেটে দেওয়া হলে এর দানাগুলো ক্রমান্বয়ে গড়িয়ে পড়তে থাকে। (জামি' তিরমিযী)

ব্যাখ্যা ঃ আলোচ্য হাদীসে রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম কিয়ামতের পূর্বে উম্মতের মধ্যে সৃষ্টি হবে এরূপ পনেরটি মন্দ বিষয়ের উল্লেখ করেছেন। ১. এই যে, গণীমতের মাল প্রকৃতপক্ষে যা যোদ্ধা ও গাজীদের প্রাপ্য এবং যার মধ্যে ফকির ও মিসকীনদেরও অংশ রয়েছে, কর্তৃপক্ষ তা ব্যক্তিগত সম্পদ হিসাবে ব্যয় করতে থাকবে। ২. লোকজন সেচ্ছায় রাষ্ট্রের যাকাত প্রদান করবে না বরং এটাকে এক প্রকার জরিমানা মনে করবে।[১] ৩. ইলম যা দীনের জন্যই এবং নিজের আখিরাতের জন্য অর্জন করা উচিত তা দীন বহির্ভূত উদ্দেশ্যে অর্থাৎ পার্থিব লাভ ও অন্যান্য উদ্দেশ্যে অর্জন করা হবে, ৪ ও ৫. লোকজন তাদের স্ত্রীদের আনুগত্য করবে এবং মা গণের অবাধ্যতা ও তাদেরকে কষ্ট প্রদান করা তাদের রীতি হবে। ৬. বন্ধু-বান্ধবকে নিকটবর্তী করা হবে। ৭. পিতাকে দূরে রাখা হবে, তার সাথে মন্দ আচরণ করা হবে। ৮. মসজিদসমূহ যা আল্লাহ্‌র ঘর এবং আদব রক্ষার্থে তাতে বিনা প্রয়োজনে উচুঁস্বরে শব্দ করা নিষেধ, তার আদব ও সম্মান বাকি থাকবে না। তাতে কণ্ঠ উচুঁ এবং হৈ-হাঙ্গামা হবে। ৯. গোত্রের সর্দারী ও নেতৃত্ব ফাসিক-কাফিরদের হাতে এসে যাবে। ১০. জাতির সর্বাধিক নিচু লোক জাতির দায়িত্বশীল হবে ১১. মন্দ লোকের মন্দ ও শয়তানীর ভয়ে তাদের সম্মান করা হবে। ১২ ও ১৩. পেশাধারী গায়িকা এবং মা'আযিফ ও মাযামির অর্থাৎ ঢোল বাঁশি এবং বিভিন্ন বাদ্যযন্ত্রের আধিক্য হবে ১৪. মদপান বেশি হবে। ১৫. উম্মতের মধ্যে পরে

১. উল্লেখ্য, ইসলামী জীবন ব্যবস্থায় রাষ্ট্র যাকাত আদায় করে তা তার উপযুক্তদের নিকট পৌছাত। যাদের অন্তরে আল্লাহ্‌র ভয় ও ঈমান মযবুত নয় তারা এটাকে রাষ্ট্রীয় ট্যাক্সের ন্যায় জরিমানা মনে করে।

আগমনকারী লোকজন উম্মতের প্রথম স্তরের লোকজনকে নিজেদের অভিশাপ ও অশ্লীল বাক্যের লক্ষ্যস্থল বানাবে।

পরিশেষে রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন, উম্মতের মধ্যে যখন অনিষ্ট সৃষ্টি হবে তখন আল্লাহ্ তা'আলার ক্রোধ এই আকৃতিতে আসবে যে, লাল ঝঞ্ঝাবায়ু, ভীষণ ভূমিকম্প, লোকজনের ভূ-গর্ভস্থ হওয়া, তাদের আকৃতি পরিবর্তন, এবং প্রস্তর-বৃষ্টি বর্ষণ, এছাড়াও আল্লাহ্ তা'আলার ক্রোধ ও গুজবীতা ক্রমাগত এভাবে প্রকাশ পাবে যেভাবে হারের সুতা ছিড়ে যাওয়ার কারণে এর দানাগুলো ক্রমান্বয়ে পতিত হতে থাকে।

হাদীসের প্রকাশ্য অর্থ এই যে, যখন এই মন্দসমূহ উম্মতে এবং মুসলিম সমাজে সর্বব্যাপী হবে তখন আল্লাহ্ তা'আলার ক্রোধ ও উত্তেজনা এই আকৃতিসমূহে প্রকাশ পাবে।

٧٧. عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ رضـــ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَـــلَّمَ لاَ تَقُوْمُ السَّاعَةُ حَتَّى يَكْثُرَ الْمَالُ وَيَفِيْضَ حَتَّى يَخْرُجَ الرَّجُلُ زَكَاةَ مَالِهِ فَلاَ يَـــجِدُ اَحَدًا يَقْبَلُهَا مِنْهُ وَتَعُوْدُ اَرْضُ الْعَرَبِ مُرُوْجًا وَاَنْهَارًا ــ (رواه مسلم)

৭৭. হযরত আবূ হুরাইরা (রা) থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন, কিয়ামত সংঘটিত হবে না যতক্ষণ (এরূপ সময় না আসবে) যে, মাল অধিক হবে, আর তা ভেসে ভেসে ফিরবে, এমনকি (অবস্থা এই দাঁড়াবে যে,) এক ব্যক্তি নিজের মালের যাকাত বের করবে আর সে পাবে না এরূপ (ফকির, মিস্‌কিন, অভাবী লোক) যে তার থেকে যাকাত গ্রহণ করবে। আর আরবের মাটি (বর্তমানে যার অধিকাংশ পানি ও তরুলতা শূন্য) সবুজ শ্যামল চারণভূমি হবে। নদী নালা হবে। (সহীহ্ মুসলিম)

ব্যাখ্যা ঃ বিগত অর্ধ শতাব্দীর মধ্যে আরব দেশগুলোতে পেট্রোল আবিষ্কারের পর উন্নয়নের বিপ্লব এসেছে। সমতল মাঠ ও মরুভূমিকে কৃষি ক্ষেত্র ও বাগ-বাগিচায় রুপান্তর করতে এবং খাল খননের যে বাস্তব চেষ্টা চলছে নিঃসন্দেহে এটা রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর বাণীর বাস্তব প্রকাশ। যখন রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এ কথা বলেছিলেন, তখন এ জাতীয় বিষয় কল্পনাও করা যেত না। অথচ আল্লাহ্ তা'আলা তাঁর ওপর প্রতিভাত করেছিলেন যে, এক সময় এরূপ বিপ্লব সাধিত হবে। তাই তিনি উম্মতকে এই সংবাদ দিয়েছিলেন। সাহাবা কিরাম কেবল শুনেছিলেন। আর আমাদের যুগে দৃষ্টিগোচর হচ্ছে। নিঃসন্দেহে রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর এ জাতীয় সংবাদ তাঁর মু'জিযা ও তাঁর নবুওতের দলীলস্বরূপ।

٧٨. عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لاَتَقُوْمُ السَّاعَةُ حَتّٰى تَخْرُجَ نَارٌ مِنْ اَرْضِ الْحِجَازِ تُضِيْئُ اَعْنَاقَ الاِبِلِ بِبُصْرٰى —

(رواه البخارى ومسلم)

৭৮. হযরত আবূ হুরাইরা (রা) থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন, কিয়ামত তখন পর্যন্ত হবে না যতক্ষণ না (এ ঘটনা ঘটবে) (অসাধারণ জাতীয়) এক আগুন উঠবে হিজায ভূমি থেকে, যা বুসরা শহরের উটগুলোর গর্দান আলোকিত করবে। (সহীহ্ বুখারী, সহীহ্ মুসলিম)

ব্যাখ্যা ঃ দুনিয়ায় অনুষ্ঠিতব্য যে সব অস্বাভাবিক ঘটনার কথা আল্লাহ্র পক্ষ থেকে রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর ওপর উদ্ভাসিত করা হয়েছিল সেগুলোর মধ্যে একটি হচ্ছে, এক সময় হিজায ভূমি থেকে একটি অস্বাভাবিক জাতীয় আগুন প্রকাশ পাবে। যা আল্লাহ্ তা'আলার আশ্চর্যাবলির মধ্যে গণ্য হবে। এর আলো এরূপ হবে যে, শত শত মাইল দূরবর্তী রাষ্ট্র সিরিয়ার বুসরা শহরের উট ও উটগুলোর গর্দান সে আলোতে দৃষ্টি গোচর হবে। আলোচ্য হাদীসে রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম সে সুসংবাদ দিয়েছেন।

হিজায সেই বিস্তৃত অঞ্চলের নাম যার মধ্যে মক্কা মুআয্যমা, মদীনা মুনাওয়ারা, জিদ্দা, তায়িফ, রাগীব ইত্যাদি শহর অবস্থিত। আর বুসরা দামেস্ক থেকে প্রায় আটচল্লিশ মাইল দূরত্বে সিরিয়ার এক শহর ছিল। সহীহ্ বুখারী ও সহীহ্ মুসলিমের ভাষ্যকার হাফিয ইব্ন হাজার, আল্লামা আইনী ও ইমাম নববী প্রমুখ এবং হাদীসের অধিকাংশ ভাষ্যকারগণ উল্লেখ করেন যে, রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর ভবিষ্যতবাণীর প্রমাণ ছিল সেই আগুন যা হিজরী সপ্তম শতাব্দীর মধ্যবর্তী সময়ে মদীনা মুনাওওয়ারার নিকট থেকে প্রকাশমান হচ্ছিল। প্রথম তিন দিন ভূমিকম্পের অবস্থায় ছিল। এরপর এক প্রশস্ত এলাকায় আগুন প্রকাশ পেল। সেই আগুনে মেঘের ন্যায় গর্জন এবং বজ্রপাতও ছিল।

তাঁরা লিখেন, সেই আগুনকে আগুনের এক বড় শহর মনে হত। আগুনটি যে পাহাড়ের উপর দিয়ে প্রবাহিত হত তা চূর্ণ-বিচূর্ণ হয়ে যেত, অথবা গলে যেত। সে আগুন যদিও মদীনা মুনাওওয়ারা থেকে দূরে ছিল তবু তার আলো দ্বারা মদীনা মুনাওওয়ারার রাতসমূহ দিনের ন্যায় উজ্জ্বল থাকত। মানুষ তাতে সেই সব কাজ করতে সক্ষম হতেন যা দিনের আলোতে করা হয়ে থাকে। এর আলো শত শত মাইল দূর পর্যন্ত পৌঁছত। ইয়ামামা ও বুসরা পৌঁছতে দেখা গিয়েছে। তারা আরো লিখেন যে, সেই আগুনের আশ্চর্যাবলির মধ্যে এটাও ছিল যে, তা পাথরগুলোকে জ্বালিয়ে ছাই করে দিত, কিন্তু গাছ-পালা জ্বলত না। তারা লিখেন, জুমাদিউল উখ্রার শুরু হতে রজবের শেষ পর্যন্ত প্রায় পৌনে দুই মাস আগুন স্থায়ী ছিল।

তবে মদীনা মুনাওওয়ারা এ থেকে কেবল সুরক্ষিতই থাকেনি বরং সে সময়ে সেখানে খুবই মনোরম শীতল বাতাস প্রবাহিত হচ্ছিল। নিঃসন্দেহে আগুন আল্লাহ্ তা'আলার কুদরত। তাঁর কঠোরতা ও ক্রোধের চিহ্নসমূহের মধ্যে এক চিহ্ন। রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম সাড়ে ছয়'শ বছর পূর্বে এ সংবাদ দিয়েছিলেন।

কিয়ামতের বড় আলামত সমূহ- পশ্চিম দিকে সূর্যোদয়, দাব্বাতুল আর্দ-এর নির্গমন, দাজ্জালের ফিত্না, হযরত মাহ্দীর আগমন ও হযরত ঈসা (আ)-এর অবতরণ

٧٩. عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرٍو قَالَ سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُوْلُ اِنَّ اَوَّلَ الْاٰيَاتِ خُرُوْجًا طُلُوْعُ الشَّمْسِ مِنْ مَغْرِبِهَا وَخُرُوْجُ الدَّابَّةِ عَلَى النَّاسِ ضُحًى وَاَيُّهُمَا كَانَتْ قَبْلَ صَاحِبَتِهَا فَالْاُخْرٰى عَلٰى اِثْرِهَا قَرِيْبًا. (رواه مسلم)

৭৯. হযরত আবদুল্লাহ্ ইব্ন 'আমর ইবনুল আস (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে বলতে শুনেছি, কিয়ামতের আলামত সমূহের মধ্যে সর্ব প্রথম যা প্রকাশ পাবে তা হচ্ছে- পশ্চিম দিক হতে সূর্যোদয় হবে। আর মানুষের সামনে দ্বি-প্রহরে দাব্বাতুল আর্দ বের হবে। আর উভয়ের মধ্যে যেটিই প্রথম হবে অন্যটি তার সাথে সাথেই হবে। (সহীহ্ মুসলিম)

ব্যাখ্যা ঃ উল্লেখ্য, যখন রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এ কথা বলেছিলেন তখন পর্যন্ত আল্লাহ্ তা'আলার পক্ষ হতে তাঁর প্রতি এতটুকুই প্রতিভাত করা হয়েছিল যে, কিয়ামতের বড় আলামতসমূহের মধ্যে এই দুই অসাধারণ ও অস্বাভাবিক ঘটনা প্রকাশ পাবে। একটি হচ্ছে- সূর্য যা সর্বদা পূর্ব দিক থেকে উদয় হয় একদিন তা পশ্চিম দিক হতে উদয় হবে। দ্বিতীয়টি-এক আশ্চর্য ও অপরিচিত প্রাণী দাব্বাতুল আর্দ অস্বাভাবিক পদ্ধতিতে প্রকাশ পাবে। তখন তাঁকে এটা প্রতিভাত করা হয়নি যে, উভয় ঘটনার মধ্যে কোন্ ঘটনা প্রথমে সংঘটিত হবে এবং কোন্টি পরে হবে। এজন্য তিনি বলেন, এগুলোর মধ্যে যেটিই প্রথমে হবে অন্যটি তার সাথে সাথেই হবে।

দাব্বাতুল আর্দ নির্গমনের উল্লেখ কুরআন মজীদের সূরায়ে নাহ্লের বিরাশি নং আয়াতে উল্লেখ করা হয়েছে। এ ব্যাপারে সাধারণ মানুষের মধ্যে অনেক অমূলক কথা প্রসিদ্ধি লাভ করে আছে। তাফসীরের কোন কোন কিতাবেও এ সম্বন্ধে বর্ণনাসমূহ লিখা হয়েছে। তবে কুরআন মজীদের শব্দাবলি ও নির্ভরযোগ্য বর্ণনাসমূহ

দ্বারা জানা যায়, জন্তুটি যমীনের উপর চলাচল ও দৌড়ানোকারী পশু হবে, যাকে আল্লাহ্ তা'আলা অস্বাভাবিক পদ্ধতিতে যমীন থেকে সৃষ্টি করবেন। (যেভাবে হযরত সালিহ্ (আ) এর উটনীকে পাহাড়ের পাথর থেকে আল্লাহ্ সৃষ্টি করেছিলেন) আল্লাহ্র নির্দেশে প্রাণীটি মানুষের ন্যায় কথা বলবে। আল্লাহ্ তা'আলার দলীল প্রতিষ্ঠা করবে। কোন কোন বর্ণনা থেকে জানা যায়, প্রাণীটি মক্কা মুকাররমার সাফা টিলা হতে বের হবে।

আলোচ্য হাদীসে উল্লিখিত উভয় ঘটনা অর্থাৎ পূর্ব দিকের পরিবর্তে পশ্চিম দিক হতে সূর্যোদয় হওয়া এবং কোন প্রাণী (দাব্বাতুল আরদ)-এর জন্ম ও বংশধারার সাধারণ পরিচিত পদ্ধতির পরিবর্তে যমীন হতে নির্গত হওয়া স্পষ্টত সেই প্রাকৃতিক নিয়মের পরিপন্থী যা এ জগতের সাধারণ নীতি। এজন্য এরূপ নির্বোধ, যারা আল্লাহ্ তা'আলার কুদরত সম্বন্ধে জ্ঞাত নয় এসব বিষয়ে তাদের সন্দেহ হতে পারে। কিন্তু তাদের এ সব বুঝা উচিত, এ সব তখন হবে যখন দুনিয়ার এই প্রচলিত পদ্ধতি শেষ করা হবে, এবং কিয়ামতের যুগ শুরু হবে, আসমান ও যমীনকে ধ্বংস করে অন্য জগত প্রতিষ্ঠিত করা হবে। তখন এসবই দৃষ্টিগোচরে আসবে যা আমাদের এ জগতের পদ্ধতি থেকে সম্পূর্ণ ভিন্ন।

এখানে এ কথা উল্লেখযোগ্য যে, কিয়ামতের 'আলামতে খাস্সা' ও 'আলামতে কুব্রাও দুই প্রকার। কতক এইরূপ- যেগুলোর প্রকাশ কিয়ামতের সম্পূর্ণ নিকটে হবে। যেন এসব আলামতের প্রকাশ দ্বারাই কিয়ামত শুরু হবে, যেভাবে সুবহি সাদিকের প্রকাশ দিনের আগমনের আলামত হয়ে থাকে। আর তখন থেকেই দিন শুরু হয়ে যায়। আলোচ্য হাদীসে উল্লিখিত উভয় আলামতই অন্তর্ভুক্ত। আর এ জাতীয় আলামতসমূহের মধ্যে সর্ব প্রথম এগুলোই প্রকাশ পাবে। এগুলোর প্রকাশ যেন এ ঘোষণা যে, আল্লাহ্ তা'আলার নির্দেশে এখন পর্যন্ত দুনিয়া যে পদ্ধতির ওপর চলছিল, এখন তা শেষ হয়ে গেছে। আর কিয়ামতের যুগ ও ভিন্ন পদ্ধতি আরম্ভ হয়েছে। কিয়ামতের 'আলামতে কুব্রার' মধ্যে কতক এইরূপ, যেগুলোর প্রকাশ কিয়ামত থেকে কিছুদিন পূর্বে হবে, আর সেগুলো কিয়ামতের নিকটবর্তী আলামত হবে। দাজ্জালের আবির্ভাব ও হযরত ঈসা (আ)-এর অবতরণ (যার উল্লেখ সামনে লিপিবদ্ধাধীন হাদীস সমূহে আসছে) কিয়ামতের এ জাতীয় আলামতসমূহের অন্তর্ভুক্ত।

٨٠. عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ رضـــ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ثَلٰثٌ اِذَا خَرَجْنَ لَايَنْفَعُ نَفْسًا اِيْمَانُهَا لَمْ تَكُنْ اٰمَنَتْ مِنْ قَبْلُ اَوْ كَسَبَتْ فِىْ اِيْمَانِهَا خَيْرًا طُلُوْعُ الشَّمْسِ مِنْ مَغْرِبِهَا وَالدَّجَّالُ وَدَابَّةُ الْاَرْضِ ــ (رواه مسلم)

৮০. হযরত আবূ হুরাইরা (রা) থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন, (কিয়ামতের লক্ষণ সমূহের মধ্যে) তিনটি ঘটনা যেগুলো প্রকাশ পাওয়ার পর ইতিপূর্বে যারা ঈমান আনেনি ও নেক কাজ করেনি তাদের ঈমান গ্রহণ কোন ফায়দা পৌছাবে না (কোন কাজে আসবে না) ১. পশ্চিম দিক হতে সূর্যোদয় হওয়া, ২. দাজ্জালের আবির্ভাব হওয়া, ৩. দাব্বাতুল আরদ বের হওয়া। (সহীহ্ মুসলিম)

ব্যাখ্যা ঃ এই তিন আলামত প্রকাশ পাওয়ার পর এ কথা সবার সামনে সুস্পষ্ট হয়ে উঠবে যে, দুনিয়ার শৃঙ্খলা ওলট-পালট হয়ে কিয়ামতের সময় নিকটে এসে গেছে। এ জন্য তখন ঈমান গ্রহণ অথবা গুনাহ্সমূহ হতে তাওবা করা কিংবা সাদ্কা খায়রাতের ন্যায় কোন কাজ করা যা পূর্বে করা হয়নি এরূপ হবে যেমন, মৃত্যুর দরজায় পৌছে অদৃশ্য জগতের বাস্তবাদি দর্শনপূর্বক কেউ ঈমান নিয়ে আসে কিংবা গুনাহ্সমূহ হতে তাওবা করে অথবা সাদ্কা খায়রাতের ন্যায় কোন নেক কাজ করে। এসবের কোন মূল্যায়ণ হবে না এবং কাজে আসবে না।

٨١. عَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ قَالَ سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُوْلُ مَابَيْنَ خَلْقِ اٰدَمَ اِلٰى قِيَامِ السَّاعَةِ اَمْرٌ اَكْبَرُ مِنَ الدَّجَّالِ ــ (رواه مسلم)

৮১. হযরত ইমরান ইব্ন হুসাইন (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে বলতে শুনেছি, হযরত আদম (আ) এর জন্ম থেকে কিয়ামত আগমনের পূর্ব পর্যন্ত কোন কাজ (কোন ঘটনা, কোন বিপর্যয়) দাজ্জালের ফিত্না থেকে বিরাট ও কঠিন হবে না। (সহীহ্ মুসলিম)

ব্যাখ্যা ঃ হযরত আদম (আ)-এর জন্ম থেকে এখন পর্যন্ত, আর এখন হতে কিয়ামত পর্যন্ত আল্লাহ্র বান্দাদের জন্যে যে অসংখ্য ফিত্না সৃষ্টি হয়েছে এবং হবে, দাজ্জালের ফিত্না সেগুলোর মধ্যে সর্বাধিক বড় ও কঠিন হবে। আল্লাহ্র বান্দাদের জন্য তাতে শক্ত পরীক্ষা হবে। আল্লাহ্ তা'আলা আমাদেরকে ঈমানের ওপর প্রতিষ্ঠিত রাখুন ও ঈমানের সাথে উঠিয়ে নিন।

٨٢. عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اَلَا اُحَدِّثُكُمْ حَدِيْثًا عَنِ الدَّجَّالِ ــ مَاحَدَّثَ بِهِ نَبِىٌّ قَوْمَهُ اِنَّهُ اَعْوَرُ وَاِنَّهُ يَجِىْءُ مَعَهُ بِمِثْلِ الْجَنَّةِ وَالنَّارِ فَالَّتِى يَقُوْلُ اِنَّهَا الْجَنَّةُ هِىَ النَّارُ وَاِنِّىْ اُنْذِرُكُمْ كَمَا اَنْذَرَ نُوْحٌ قَوْمَهُ ــ (رواه البخارى ومسلم)

৮২. হযরত আবূ হুরাইরা (রা) থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন, আমি দাজ্জাল সম্বন্ধে তোমাদের এমন কথা বলব, যা কোন নবী (আ) স্বীয় উম্মতকে বলেন নি। (শুন!) সে কানা হবে। (তার চোখে আঙ্গুরের দানার ন্যায় পুতলি ফোঁলা হবে) তার সাথে জান্নাতের ন্যায় একটি জিনিস থাকবে এবং জাহান্নামের ন্যায় একটি জিনিস থাকবে। সুতরাং সে যেটিকে জান্নাত বলবে প্রকৃত পক্ষে তা জাহান্নাম হবে। হুযূর (সা) আরও বললেন, আমি তোমাদেরকে দাজ্জাল সম্পর্কে সতর্ক করছি, যেভাবে সর্তক করেছিলেন আল্লাহ্র নবী হযরত নূহ্ (আ) তাঁর জাতিকে। (সহীহ্ বুখারী, সহীহ্ মুসলিম)

ব্যাখ্যা ঃ দাজ্জাল সম্বন্ধে বিভিন্ন সাহাবা কিরাম হতে হাদীস ভাণ্ডারে এত বেশি হাদীস বর্ণিত হয়েছে, যেগুলো থেকে সামগ্রিকভাবে এ কথা নিশ্চিতরূপে জানা যায় যে, রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম কিয়ামতের সন্নিকটে দাজ্জাল প্রকাশের ঘোষণা দিয়েছিলেন। তিনি বলেছিলেন, তার ফিত্না আল্লাহ্র বান্দাদের জন্য বিরাট ও কঠিনতম ফিত্না হবে। সে আল্লাহ্ বলে দাবি করবে এবং এর প্রমাণ স্বরূপ আশ্চর্য ও অপরিচিত কারিশমাসমূহ দেখাবে। তার কারিশমা সমূহের মধ্যে একটি এই হবে, তার সাথে জান্নাতের ন্যায় এক কৃত্রিম জান্নাত ও জাহান্নামের ন্যায় এক কৃত্রিম জাহান্নাম থাকবে। প্রকৃতপক্ষে যেটিকে সে জান্নাত বলবে, তা জাহান্নাম হবে। এভাবে যেটিকে সে জাহান্নাম বলবে, প্রকৃতপক্ষে তা জান্নাত হবে।

এটা হতে পারে যে, সাথে নিয়ে আসা দাজ্জালের এই জাহান্নাম ও জান্নাত কেবল তার প্রতারণা ও দৃষ্টি বিভ্রান্ত করার ফলস্বরূপ হবে। আর এটাও সম্ভব যে, যেভাবে আল্লাহ্ তা'আলা স্বীয় বিশেষ হিকমতে আমাদের পরীক্ষার জন্যে শয়তান সৃষ্টি করেছেন, অনুরূপভাবে পরীক্ষার জন্য দাজ্জালও পয়দা করবেন। এভাবে দাজ্জালের সাথে আনীত জান্নাত ও জাহান্নামও আল্লাহ্ তা'আলা পয়দা করবেন। মিথ্যুক দাজ্জালের এক প্রকাশ্য আলামত হবে, সে চোখে কানা হবে।

সহীহ্ বর্ণনায় এসেছে আঙ্গুরের দানার ন্যায় তার চোখ ফোঁলা হবে যা সবাই দেখতে পাবে। এতদসত্ত্বেও আল্লাহ্ সম্পর্কে পরিচয়হীন বহুলোক যারা ঈমান থেকে বঞ্চিত হবে অথবা যারা খুবই দুর্বল ঈমানের লোক হবে দাজ্জালের প্রতারণা ও অস্বাভাবিক চমৎকারিত্বসমূহে প্রভাবান্বিত হয়ে তার আল্লাহ্ হওয়ার দাবিকে মেনে নেবে। আর যাদের প্রকৃত ঈমানের সৌভাগ্য হবে দাজ্জালের প্রকাশ ও তার অস্বাবাবিক চমৎকারিত্ব তাদের ঈমান ও ইয়াকীনের অধিক উন্নতি ও বৃদ্ধির কারণ হবে। তারা তাকে দেখে বলবে, এই সে দাজ্জাল যার সংবাদ আমাদের সত্য নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম দিয়েছিলেন। এভাবে দাজ্জালের প্রকাশ তার (মু'মিনের) জন্যে উন্নতির ওসীলা হবে।

দাজ্জালের হাতে প্রকাশিতব্য অপ্রাকৃতিক ঘটনাবলি

যেরূপ উপরে উল্লেখ করা হয়েছে, কিয়ামতের পূর্বে দাজ্জালের প্রকাশ সম্পর্কিত হাদীস, হাদীস ভাণ্ডারে এত অধিক বর্ণনা রয়েছে যেগুলোর পর এতে কোন সন্দেহের অবকাশ থাকে না যে, কিয়ামতের পূর্বে দাজ্জাল প্রকাশ পাবে। এভাবে সেই বর্ণনাগুলোর আলোকে এতেও কোন সন্দেহ থাকে না যে, সে ইলাহ্ হওয়ার দাবি করবে। তার হাতে বিরাট অস্বাভাবিক ও বুদ্ধি হতভম্বকারী অপ্রাকৃতিক ঘটনাবলি প্রকাশ পাবে। যা কোন মানুষ ও কোন সৃষ্টির শক্তির বাইরে ও উর্ধ্বে হবে। যেমন, তার হাতে জান্নাত ও জাহান্নাম থাকবে। উল্লিখিত হাদীসেও এ বর্ণনা রয়েছে। আর যেমন, সে মেঘকে বৃষ্টি বর্ষণের নির্দেশ করবে, এবং তার নির্দেশ মুতাবিক তখন বৃষ্টি বর্ষিত হবে। আর যেমন, সে যমীনকে নির্দেশ দেবে ফসল উৎপন্ন হতে, তখনই ফসল উৎপন্ন হতে দেখা যাবে। আর যেমন, আল্লাহ্র সম্পর্কে পরিচয়হীন ও বাহ্যিক দৃষ্টিসম্পন্ন যে ব্যক্তি এরূপ অপ্রাকৃতিক বিষয়াবলি দেখে তাকে আল্লাহ্ মেনে নেবে, তার পার্থিব অবস্থা বাহ্যত অতি ভাল হবে এবং তাকে খুবই সুখী স্বাচ্ছন্দপূর্ণ মনে হবে। পক্ষান্তরে যে সব মু'মিন ও সত্যবাদীগণ তার ইলাহ্ দাবিকে প্রত্যাখ্যান করবে ও তাকে দাজ্জাল বলে নির্ধারণ করবে, বাহ্যত তাদের পার্থিব অবস্থা অতিশয় মন্দ হবে। তাদেরকে হত দরিদ্র ও বিভিন্ন প্রকার কষ্টে জড়িত করা হবে। আর যেমন, সে একটি শক্তিশালী যুবককে হত্যা করে তাকে দু'টুক্রা করে ফেলবে। পুনরায় সে তাকে স্বীয় নির্দেশে জীবিত করে দেখাবে। সবাই দেখতে পাবে, যেরূপ স্বাস্থ্যবান যুবক ছিল সেরূপই হয়ে গেছে।

বস্তুত হাদীসের কিতাবসমূহে দাজ্জালের হাতে প্রকাশিতব্য এরূপ বুদ্ধি হতভম্বকারী অপ্রাকৃতিক ঘটনাবলির বর্ণনা এত অধিক রয়েছে যে, এ ব্যাপারেও কোন সন্দেহের অবকাশ থাকে না যে, তার হাতে এ জাতীয় অপ্রাকৃতিক বিষয় প্রকাশ পাবে আর এটাই মানুষের পরীক্ষার কারণ হবে।

এ জাতীয় অপ্রাকৃতিক ঘটনা যদি নবী (আ) গণের হাতে প্রকাশ পায়, তাকে মু'জিযা বলা হয়। যেমন- হযরত মূসা (আ) ও হযরত ঈসা (আ) প্রমুখ নবীগণের সেই সব মু'জিযা যেগুলোর উল্লেখ কুরআন মজীদে বার বার এসেছে। অথবা রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর চন্দ্র বিদীর্ণ মু'জিযা ও অন্যান্য মু'জিযাসমূহ যা হাদীসসমূহে বর্ণিত হয়েছে। আর যদি এরূপ অপ্রাকৃতিক ঘটনা নবী (আ) গণের অনুসারী উত্তম মু'মিনগণের হাতে প্রকাশ পায়, তবে তাকে কারামত বলা হয়। যেমন, কুরআন মজীদে আসহাব কাহ্ফের ঘটনা বর্ণনা রয়েছে। আর মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর উম্মতের আওলিয়া কিরামের শত শত হাজার ঘটনাবলি প্রসিদ্ধ আছে। আর যদি এজাতীয় অপ্রাকৃতিক ঘটনা কোন কাফির-মুশ্রিক

কিংবা ফাসিক ফাজির ও গোমরাহ্ পথে আহ্বানকারীর হাতে প্রকাশ পায়, তবে তা ইস্তিদ্‌রাজের অন্তর্গত।

আল্লাহ্ তা'আলা এ জগতকে পরীক্ষাগার বানিয়েছেন। মানুষের মধ্যে ভাল ও মন্দ উভয় প্রকারের যোগ্যতা ঢেলে দিয়েছেন। হিদায়াত ও উত্তম কাজের দাওআতের জন্য নবীগণকে প্রেরণ করেছেন। তাঁদের পর তাঁদের প্রতিনিধিগণ কিয়ামত পর্যন্ত দায়িত্ব পালন করে যাবেন। পক্ষান্তরে গোমরাহী ও মন্দের প্রতি আহ্বানের জন্য শয়তান এবং মানুষ ও জিন থেকে তার চেলা-চামন্ডাও পয়দা করা হয়েছে, যারা কিয়ামত পর্যন্ত তাদের কাজ করে যাবে।

আদম-সন্তানের মধ্যে খাতিমুন্নাবিয়্যীন হযরত মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর ওপর হিদায়াত ও উত্তম কাজের প্রতি আহ্বানের পূর্ণতা শেষ করেছেন। এখন তাঁরই প্রতিনিধিদের মাধ্যমে কিয়ামত পর্যন্ত হিদায়াতের ধারাবাহিকতা চালু থাকবে। আর গোমরাহী ও মন্দকাজের পূর্ণতা দাজ্জালের ওপর শেষ হবে। এ জন্যই আল্লাহ্ তা'আলার নিকট হতে ইস্তিদ্‌রাজস্বরূপ এরূপ অস্বাভাবিক ও বুদ্ধি-বিবেচনা বহির্ভূত ঘটনাবলি তাকে দেওয়া হবে যা পূর্বে গোমরাহীর প্রতি আহ্বানকারী কাউকে দেওয়া হয়নি।

এটা যেন মানুষের শেষ পরীক্ষা হবে। আর আল্লাহ্ তা'আলা এর মাধ্যমে প্রকাশ্যে বলবেন যে, নবুওতের ধারাবাহিকতা বিশেষ করে খাতিমুন্নাবিয়্যীন সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ও তাঁর প্রতিনিধিদের হিদায়াত, ওয়াজ, উত্তম কাজের প্রতি আহ্বানের ঐকান্তিক চেষ্টার ফলস্বরূপ সেই দৃঢ়পদ বান্দাগণও দাজ্জালী জগতে মজুদ রয়েছেন, এজাতীয় বুদ্ধি হতভম্বকারী ঘটনাবলি দেখার পরও যাদের ঈমান ও ইয়াকীনে কোন পার্থক্য আসেনি। বরং তাদের ঈমানে সেই বিশ্বাসের স্থান অর্জিত হয়েছে যা এই পরীক্ষা ছাড়া অর্জিত হত না।

হযরত মাহ্দীর আগমন, তাঁর মাধ্যমে অনুষ্ঠিতব্য বিপ্লব

এ বিষয় সম্পর্কিত যেসব হাদীস ও বর্ণনা কোন পর্যায়ে নির্ভরযোগ্য, সেগুলোর মোদ্দাকথা হচ্ছে, এ জগতের শেষ ও কিয়ামতের পূর্বে শেষ যুগে, সে যুগের রাষ্ট্রীয় কর্ণধারদের পক্ষ হতে মুসলিম উম্মতের ওপর এরূপ কঠিন ও ভয়ানক অত্যাচার হবে যে, আল্লাহ্‌র প্রশস্ত যমিন তাদের জন্য সংকীর্ণ হয়ে পড়বে। সবদিকে অত্যাচারের যুগ হবে। তখন আল্লাহ্ তা'আলা এই উম্মত হতে (কোন কোন বর্ণনা মুতাবিক রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর বংশ হতে) এক মুজাহিদকে দাঁড় করাবেন। তাঁর চেষ্টা-প্রচেষ্টার ফলে এরূপ বিপ্লব সাধিত হবে যে, দুনিয়া থেকে অত্যাচার অবিচার খতম হবে। চারদিকে ন্যায় ও ইন্‌সাফের যুগ চালু হবে। তখন আল্লাহ্ তা'আলার নিকট হতে অসাধারণ বরকতসমূহ প্রকাশ পাবে। আসমান থেকে প্রয়োজন অনুযায়ী ভরপুর বৃষ্টি হবে এবং যমিন থেকে অস্বাভাবিক ও প্রাকৃতিকরূপে ফসল উৎপন্ন হবে।

যে মুজাহিদ ব্যক্তির মাধ্যমে আল্লাহ্ তা'আলা এ বিপ্লব ঘটাবেন (কোন কোন বর্ণনা মুতাবিক তাঁর নাম মুহাম্মদ, তাঁর পিতার নাম আবদুল্লাহ্ হবে। মাহ্দী তাঁর উপাধী হবে।) আল্লাহ্ তা'আলা তাঁর থেকে লোকদের হিদায়াতের কাজ গ্রহণ করবেন।

এই সংক্ষিপ্ত ভূমিকার পর এ ধারাবাহিকতায় রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর বাণীসমূহ সম্মানিত পাঠকবৃন্দ পাঠ করুন।

٨٣. عَنْ اَبِىْ سَعِيْدِ الْخُدْرِىِّ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَنْزِلُ بِاُمَّتِىْ بَلاَءٌ شَدِيْدٌ مِّنْ سُلْطَانِهِمْ حَتّٰى يَضِيْقَ الْاَرْضُ عَنْهُمْ فَيَبْعَثُ اللهُ رَجُلاً مِنْ عِتْرَتِىْ فَيَمْلأُ الْاَرْضَ قِسْطًا وَعَدْلاً كَمَا مُلِئَتْ ظُلْمًا وَجَوْرًا يَرْضٰى عَنْهُ سَاكِنُ السَّمَآءِ وَسَاكِنُ الْاَرْضِ لاَتَدَّخِرُ الْاَرْضُ شَيْئًا مِنْ بَذْرِهَا اِلاَّ اَخْرَجَتْهُ وَلاَ السَّمَاءُ مِنْ قَطْرِهَا اِلاَّ صَبَّتْهُ وَيَعِيْشُ سَبْعَ سِنِيْنَ اَوْثَمَانَ سِنِيْنَ اَوْتِسْعًا ـ

(رواه الحاكم فى المستدرك)

৮৩. হযরত আবূ সাঈদ খুদরী (রা) থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন (শেষ যুগে) আমার উম্মতের ওপর তাদের রাষ্ট্রীয় কর্ণধার থেকে কঠিন বিপদ পতিত হবে, এমনকি আল্লাহ্‌র প্রশস্ত যমিন তাদের জন্য সংকীর্ণ হয়ে যাবে। তখন আল্লাহ্ তা'আলা আমার বংশ থেকে এক ব্যক্তিকে দাঁড় করাবেন। তাঁর চেষ্টা-প্রচেষ্টায় এরূপ বিপ্লব সাধিত হবে যে, যেভাবে অন্যায়-অত্যাচারে আল্লাহ্‌র যমিন পরিপূর্ণ হয়েছিল সেভাবে ন্যায় ও ইন্‌সাফে পরিপূর্ণ হবে। আসমানের বাসিন্দা তার প্রতি সন্তুষ্ট হবে এবং যমিনের বাসিন্দাও। যমিনে যে বীজ ফেলা হবে, তা যমিন আঁকড়ে রাখবে না বরং তা থেকে যে চারা উৎপন্ন হওয়ার ছিল উৎপন্ন হবে। (বীজের একটি দানাও নষ্ট হবে না) এভাবে আসমান বৃষ্টির ফোঁটা আটকিয়ে রাখবে না, বরং তা বর্ষিত করবে (অর্থাৎ প্রয়োজন অনুযায়ী পরিপূর্ণ বৃষ্টি হবে) আর সেই মুজাহিদ ব্যক্তি মানুষের মধ্যে সাত বছর কিংবা আট বছর অথবা নয় বছর জীবনযাপন করবেন। (মুসতাদরাকে হাকীম)[১]

ব্যাখ্যা ঃ প্রায় অনুরূপ বিষয়ের এক হাদীস হযরত কুররা মুযানী (রা) থেকে বর্ণনা করা হয়েছে। তাতে এটা অতিরিক্ত রয়েছে "اِسْمُهُ اِسْمِىْ وَاِسْمُ اَبِيْهِ اِسْمُ اَبِىْ"

১. কানযুল উম্মাল কিয়ামত অধ্যায়

তাঁর নাম আমার নামীয় (মুহাম্মদ) হবে, আর তাঁর পিতার নাম আমার পিতার নাম অনুযায়ী (আব্দুল্লাহ্ হবে)। আলোচ্য হাদীস তাবারানী মু'জামে কবীর ও মুসনাদে বায্যারের বরাতে কানযুল উম্মালে উদ্ধৃত করা হয়েছে। এই উভয় হাদীসে মাহ্দী শব্দ নেই, তবে অন্যান্য বর্ণনার আলোকে হযরত মাহ্দী নির্দিষ্ট হয়ে যান। তাঁর নাম মুহাম্মদ, উপাধী হবে মাহ্দী।

আলোচ্য হাদীসে হযরত মাহ্দীর রাষ্ট্রীয় যুগ সাত অথবা আট কিংবা নয় বছর বর্ণনা করা হয়েছে। তবে হযরত আবূ সাঈদ খুদরী (রা)-এরই অন্য এক বর্ণনায় যা সুনানে আবূ দাউদের বরাতে সামনে বর্ণনা করা হবে, তাঁর রাষ্ট্রীয় যুগ কেবল সাত বছর বর্ণনা করা হয়েছে। সম্ভবত উপরোক্ত বর্ণনায় যে সাত, আট কিংবা নয় বছর রয়েছে তা বর্ণনাকারীর সন্দেহ হয়ে থাকবে। আল্লাহ্ই ভাল জানেন।

٨٤. عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ مَسْعُوْدٍ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لاَ تَذْهَبُ الدُّنْيَا حَتَّى يَمْلِكَ الْعَرَبَ رَجُلٌ مِّنْ اَهْلِ بَيْتِيْ يُوَاطِئُ اِسْمُهُ اِسْمِيْ (رواه الترمذى)

৮৪. হযরত আবদুল্লাহ্ ইব্ন মাসউদ (রা) থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন, দুনিয়া তখন পর্যন্ত শেষ হবে না, যতক্ষণ পর্যন্ত না আমার বংশের এক ব্যক্তি আরবের মালিক ও শাসক হবে। আর তার নাম আমার নাম অনুযায়ী (অর্থাৎ মুহাম্মদ) হবে। (তিরমিযী)

ব্যাখ্যা ঃ আলোচ্য হাদীসেও মাহ্দী শব্দ নেই কিন্তু উদ্দেশ্য হযরত মাহ্দীই। সুনানে আবূ দাউদে হযরত আবদুল্লাহ্ ইব্ন মাসউদ (রা)-এরই এক বর্ণনায় এটা অতিরিক্ত এসেছে যে, তার পিতার নাম আমার পিতার নাম অনুযায়ী (অর্থাৎ আবদুল্লাহ্) হবে। বস্তুত এটাও অতিরিক্ত রয়েছে যে, يَمْلأُ الْاَرْضَ قِسْطًا وَعَدْلاً كَمَا مُلِئَتْ ظُلْمًا وَجَوْرًا (তিনি আল্লাহ্র যমিনকে ন্যায় ও ইন্সাফে পূর্ণ করবেন, যে ভাবে প্রথমে তা অত্যাচার ও বেইনসাফী দ্বারা পরিপূর্ণ ছিল। সুনানে আবূ দাউদের সেই বর্ণনা থেকে এবং হযরত মাহ্দী সম্পর্কিত অন্যান্য বর্ণনা দ্বারা জানা যায় যে, তাঁর শাসন পূর্ণ দুনিয়ায় হবে। সুতরাং জামি' তিরমিযীর ব্যাখ্যাধীন বর্ণনায় আরবের ওপর যে শাসনের উল্লেখ করা হয়েছে, তা সম্ভবত এ ভিত্তিতেই যে, তাঁর রাষ্ট্রের মূল কেন্দ্র আরবেই হবে। পরে পূর্ণ দুনিয়া তাঁর রাষ্ট্রের আওতায় এসে যাবে। (আল্লাহ্ই অধিক জানেন)

٨٥. عَنْ اَبِىْ سَعِيْدِ الْخُدْرِىِّ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اَلْمَهْدِىُّ مِنِّىْ اَجْلَى الْجَبْهَةِ اَقْنَى اَلْاَنْفِ يَمْلأُ الْاَرْضَ قِسْطًا وَعَدْلاً كَمَا مُلِئَتْ ظُلْمًا وَجَوْرًا يَمْلِكُ سَبْعَ سِنِيْنَ — (رواه ابوداود)

৮৫. হযরত আবূ সাঈদ খুদরী (রা) থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন মাহ্দী আমার বংশধর থেকে হবে। প্রশস্ত কপাল, উন্নত নাসিকা। সে পূর্ণ করবে যমীনকে ন্যায় ও ইন্সাফ দ্বারা। সে সাত বছর রাষ্ট্র পরিচালনা করবে। (সুনানে আবূ দাউদ)

ব্যাখ্যা ঃ আলোচ্য হাদীসে হযরত মাহ্দীর দর্শনীয় দু'টি শরীরিক চিহ্নও উল্লেখ করা হয়েছে। একটি হচ্ছে, তিনি আলোকিত প্রশস্ত কপালধারী হবেন। দ্বিতীয়টি, তিনি উন্নত নাসিকা (খারা নাকধারী) হবেন। মানুষের সৌন্দর্য ও সুগঠনে এ উভয় জিনিসের বিশেষ ভূমিকা রয়েছে বলে মনে করা হয়। এজন্য বিশেষভাবে এর উল্লেখ করা হয়েছে। হাদীসসমূহে স্বয়ং রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর যে গঠন মুবারক আপাদমস্তক বর্ণনা করা হয়েছে, তাতেও এ উভয় জিনিসের উল্লেখ এসেছে। উভয় লক্ষণের উল্লেখের অর্থ এটাই বুঝা চাই যে, তিনি সুন্দর ও সুগঠনধারীও হবেন। তবে তাঁর মূল লক্ষণ ও পরিচয় এই কর্মগুলো হবে যে, দুনিয়া থেকে অত্যাচার ও বিদ্রোহীতার মূলোৎপাটন হবে। আমাদের এ জগত ন্যায় ও ইন্সাফের জগত হবে।

٨٦. عَنْ جَابِرٍ رضـ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَكُوْنُ فِىْ اٰخِرِ الزَّمَانِ خَلِيْفَةٌ يَقْسِمُ الْمَالَ وَلاَ يَعُدُّهُ — (رواه مسلم)

৮৬. হযরত জাবির (রা) থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন, শেষ যুগে এক খলীফা (অর্থাৎ ন্যায়পরায়ণ সুলতান) হবে, যে মাল বন্টন করবে, আর গুণে গুণে দেবে না। (সহীহ্ মুসলিম)

ব্যাখ্যা ঃ প্রকাশ থাকে যে, রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর এই বাণীর উদ্দেশ্য ও দাবি কেবল এই যে, শেষ যুগে আমার উম্মতের মধ্যে এমন এক সুলতান ও শাসক হবে যার রাজত্বকালে আল্লাহ্ তা'আলার নিকট হতে বিরাট বরকত এবং ধন-দৌলতের আধিক্য হবে। স্বয়ং তার মধ্যে বদান্যতা থাকবে। সে ধন-দৌলতকে সঞ্চয় করে রাখবে না, বরং গণনা ও হিসাব ছাড়াই উপযুক্ত লোকদের মধ্যে বন্টন করে দেবে। সহীহ্ মুসলিমেরই অন্য এক বর্ণনায় এ শব্দ এসেছে - يَحْثِى الْمَالَ حَثْيًا وَلاَ يَعُدُّهُ عَدًّا-যার অর্থ এই যে, তিনি উভয় হাতে যোগ্য ব্যক্তিকে পরিপূর্ণ দান করবেন এবং গণনা ও হিসাব করবেন না। হাদীসের কোন

কোন ভাষ্যকার অভিমত ব্যক্ত করেছেন যে, আলোচ্য হাদীসে যে খলীফার উল্লেখ করা হয়েছে সম্ভবত তিনি মাহ্দীই হবেন। কেননা, হাদীস থেকে জানা যায়, তাঁর যুগে আল্লাহ্ তা'আলার নিকট হতে অসাধারণ রবকতসমূহ প্রকাশ পাবে, আর ধন-দৌলতের প্রাচুর্য হবে। (আল্লাহ্ই ভাল জানেন)

٨٧. عَنْ اُمِّ سَلِمَةَ رضـ قَالَتْ سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُوْلُ الْمَهْدِىُّ مِنْ عِتْرَتِىْ مِنْ اَوْلَادِ فَاطِمَةَ ـــ (رواه ابوداؤد)

৮৭. উম্মুল মু'মিনীন হযরত উম্মে সালিমা (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে বলতে শুনেছি, তিনি বলেন, মাহ্দী আমার বংশধর হতে ফাতিমার আওলাদের মধ্যে হবে। (সুনানে আবূ দাউদ)

٨٨. عَنْ اَبِـىْ اِسْحَاقَ قَالَ قَالَ عَلِىٌّ وَنَظَرَ اِلَى ابْنِهِ الْحَسَنِ اِبْنِىْ هٰذَا سَيِّدٌ كَمَا سَمَّاهُ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَسَيَخْرُجُ مِنْ صُلْبِهِ رَجُلٌ يُسَمَّى بِاسْمِ نَبِيِّكُمْ يُشْبِهُهُ فِى الْخُلُقِ وَلَا يُشْبِهُهُ فِىْ الْخَلْقِ ثُمَّ ذَكَرَ قِصَّةً يَمْلَأُ الْاَرْضَ عَدْلاً ـــ (رواه ابوداؤد)

৮৮. আবূ ইস্হাক তাবিঈ (রহ) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, হযরত আলী (রা) স্বীয় পুত্র হযরত হাসান (রা)-এর প্রতি তাকিয়ে বলেন, আমার এ পুত্র (সায়্যিদ) যে রূপে রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাকে এ নাম (সায়্যিদ) দিয়েছেন। সে অবশ্যই এরূপ হবে যে, তার ঔরসে এক ব্যক্তি জন্ম গ্রহণ করবে, তার নাম তোমাদের নবীর নামে (অর্থাৎ মুহাম্মদ) হবে। চরিত্রে সে রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর সাথে সামঞ্জস্যশীল হবে। আর দৌহিক গঠনে সে তাঁর সাথে অধিক সামঞ্জস্যশীল হবে না। এরপর হযরত আলী (রা) এ ঘটনা উল্লেখ করেন যে, সে ন্যায় ও ইন্সাফে ভূ-পৃষ্ঠ পূর্ণ করবে। (সুনানে আবূ দাউদ)

ব্যাখ্যা ঃ এই বর্ণনায় হযরত আবূ ইস্হাক তাবিঈ হযরত হাসান (রা)-এর বংশধর থেকে জন্মলাভকারী আল্লাহ্র যে বান্দা সম্বন্ধে হযরত আলী (রা)-এর বাণী উল্লেখ করেছেন, যেহেতু এটা অদৃশ্য বিষয়াবলির মধ্যে এবং শত শত হাজার বছর পর বাস্তবরূপলাভকারী সংবাদ, এজন্য বাহ্যত কথা এটাই যে, তিনি এ কথা ওহীধারী রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম থেকে শুনেই বলেছিলেন। সাহাবা কিরামের এরূপ বর্ণনা মুহাদ্দিসীনের নিকট হাদীসে মারফূ' (অর্থাৎ রাসূলুল্লাহ্র বাণী) এরই নির্দেশ রাখে। তাঁদের ব্যাপারে এটাই মনে করা হয় যে, এ কথা তাঁরা রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম থেকেই শুনেছেন।

এ বর্ণনায় হযরত আলী (রা) হযরত হাসান (রা) সম্বন্ধে এই বলেছেন যে, আমার এ ছেলে সায়্যিদ (সরদার) যেরূপ রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাকে এ নাম (সায়্যিদ) দিয়েছিলেন, স্পষ্টত এ দ্বারা হযরত আলী (রা)-এর ইঙ্গিত রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর বাণীর প্রতি যা তিনি হযরত হাসান (রা)-এর ব্যাপারে বলেছিলেন। 'اِبْنِىْ هٰذَا سَيِّدٌ وَلَعَلَّ اللهَ اَنْ يُصْلِحَ بِهِ بَيْنَ فِئَتَيْنِ عَظِيْمَتَيْنِ مِـنَ الْمُسْـلِمِيْنَ' (আমার এই ছেলে সায়্যিদ (সরদার)। আশা করি তাঁর মাধ্যমে আল্লাহ্তা'আলা মুসলমানদের দু'টি বড় বিরোধী (যুদ্ধাবস্থা) গোষ্ঠীর মধ্যে সন্ধি করাবেন)। আলোচ্য হাদীসে রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম হযরত হাসান (রা)-এর জন্য সায়্যিদ শব্দ ব্যবহার করেছেন।

আলোচ্য হাদীস থেকে এটাও জানা গেল যে, হযরত মাহ্দী হযরত হাসান (রা) -এর বংশধরের মধ্যে হবেন। তবে অন্যান্য কতক বর্ণনা থেকে জানা যায়, তিনি হযরত হুসাইনের বংশধর থেকে হবেন। কোন কোন ভাষ্যকার উভয়টির মধ্যে এভাবে সামঞ্জস্য বিধান করেছেন যে, পিতার দিকে তিনি হাসানী হবেন, আর মায়ের দিক থেকে হুসাইনী হবেন।

কোন কোন বর্ণনায় এটাও রয়েছে যে, রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম স্বীয় চাচা হযরত আব্বাস (রা) কে সুসংবাদ প্রদান করেছিলেন যে, মাহ্দী তাঁর সন্তানদের মধ্য থেকে হবে। তবে এ বর্ণনা খুবই দুর্বল স্তরের।[১] যা কোন ভাবেই নির্ভরযোগ্য নয়। এ থেকে এটাই জানা যায়, মাহ্দী রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর বংশধর এবং হযরত সায়্যিদা ফাতিমা (রা)-এর সন্তানদের মধ্য থেকে হবেন। (আল্লাহ্ই ভাল জানেন)

এ বিষয় সম্পর্কিত এক আবশ্যকীয় সতর্কতা

হযরত মাহ্দী সম্পর্কিত হাদীসগুলোর ব্যাখ্যার ধারাবাহিকতায় এটাও আবশ্যক মনে করা হয়েছে যে, তাঁর সম্পর্কে আহ্লি সুন্নতের পথ ও চিন্তাধারা এবং শী'আ আকীদার পার্থক্য ও মতভেদ বর্ণনা করা হবে। কেননা, কোন কোন ব্যক্তি অজ্ঞদের সামনে এরূপ কথা বলে যে, মাহ্দীর আবির্ভাব বিষয়ে যেন উভয় দলের ঐকমত্য রয়েছে। অথচ এটা সম্পূর্ণ ধোঁকা ও প্রতারণা ছাড়া কিছু নয়।

আহ্লি সুন্নাতের হাদীসের কিতাবসমূহে হযরত মাহ্দী সম্বন্ধে যে বর্ণনাবলি রয়েছে (যেগুলোর মধ্যে কতক এই পৃষ্ঠাগুলোতেও লিপিবদ্ধ করা হয়েছে) এসবের ভিত্তিতে তাঁর সম্বন্ধে আহ্লি সুন্নাতের চিন্তাধারা এই, কিয়ামতের সন্নিকটে এক সময়

১. এ সব বর্ণনা কানযুল উম্মালের কিতাবুল কিয়ামাহ-এর কথা ও আর্যাবলি অংশে দেখা যেতে পারে। প্রথম সংস্করণ দায়িরাতুল মা'আরিফ উসমানিয়া হায়দরাবাদ, খণ্ড-৭ পৃঃ ১৮৮ ও ২৬০।

আসবে যখন দুনিয়াতে কুফর, শয়তানী, অত্যাচার ও বিদ্রোহীতা এরূপ প্রাধান্য পাবে যে, মু'মিনদের জন্য আল্লাহ্‌র প্রশস্ত যমিন সংকীর্ণ হয়ে যাবে। এমতাবস্থায় আল্লাহ্ তা'আলা মুসলিম জাতির মধ্য থেকেই এক মুজাহিদ ব্যক্তিকে দাঁড় করাবেন। (তাঁর কতক আলামত, গুণাবলি এবং বৈশিষ্ট্যও হাদীসসমূহে বর্ণনা করা হয়েছে) আল্লাহ্ তা'আলার বিশেষ সাহায্য তাঁর সাথে থাকবে। তাঁর চেষ্টা-প্রচেষ্টায় কুফর, শয়তানী এবং অত্যাচার ও বিদ্রোহীতার প্রাধান্য দুনিয়া থেকে শেষ হবে। গোটা জগতে ঈমান ও ইসলাম এবং ন্যায় ও ইন্‌সাফের পরিবেশ প্রতিষ্ঠিত হবে। আল্লাহ্ তা'আলার নিকট হতে অসাধারণ পন্থায় আসমান ও যমিনের বরকতসমূহ প্রকাশ পাবে।

হাদীসসমূহ থেকে এটাও জানা যায় যে, সে সময়ই দাজ্জাল প্রকাশ পাবে, যা হবে আমাদের এ জগতের সর্বাধিক বড় ও শেষ ফিত্‌না এবং মু'মিনগণের জন্য হবে কঠিনতম পরীক্ষা। তখন হক-বাতিল, এবং ভাল-মন্দ শক্তির মধ্যে চূড়ান্ত পর্যায়ের টানাহেঁচড়া হবে। ভাল ও হিদায়াতের নেতা ও পতাকাবাহী হবেন হযরত মাহ্‌দী। আর মন্দ, কুফ্‌র ও বিদ্রোহীতার পতাকাবাহী হবে দাজ্জাল।

এরপর সে যুগেই হযরত ঈসা (আ)-এর আবির্ভাব হবে। আর তাঁর মাধ্যমেই আল্লাহ্ তা'আলা দাজ্জাল ও তার ফিত্‌নাকে ধ্বংস করাবেন। (ঈসা (আ) সম্বন্ধে হাদীসসমূহ ইন্‌শাআল্লাহ্ সামনে উপস্থাপন করা হবে। সেখানে হাদীসগুলোর ব্যাখ্যাসহ ঈসা (আ)-এর জীবন ও তাঁর অবতরণ বিষয়ে প্রয়োজন অনুযায়ী ইন্‌শাআল্লাহ্ আলোচনা করা হবে।)

বস্তুত হযরত মাহ্‌দীর ব্যাপারে আহ্‌লি সুন্নাতের পথ ও চিন্তাধারা তাই যা এই লাইনগুলোতে পেশ করা হয়েছে। তবে শী'আ আকীদা এ থেকে সম্পূর্ণ ব্যতিক্রম। দুনিয়ার আশ্চর্য বিষয়াবলির মধ্যে সে মতবাদ একটি। আর এই এক আকীদাই তাদের নিকট ঈমানের অংগ যা জ্ঞানীদের জন্য দ্বাদশ ফিরকা সম্বন্ধে অতিমত প্রতিষ্ঠা করার জন্য যথেষ্ট। এস্থলে কেবল আহ্‌লি সুন্নাতের অবগতির জন্য সংক্ষিপ্তরূপে তার উল্লেখ করা হচ্ছে। এর কতক বিস্তারিত বর্ণনা, শী'আ মাযহাবের কিতাবসমূহের বরাতে লিখিত এই অধমের কিতাব 'ইরানী ইনকিলাব, ইমাম খুমীনী ও শী'আ মতবাদ' দেখা যেতে পারে।

মাহ্‌দীর ব্যাপারে শী'আ আকীদা

শি'আদের আকীদা, যা তাদের নিকট ঈমানের অংগ তা হল, রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর পর থেকে কিয়ামত পর্যন্ত সময়ের জন্য আল্লাহ্ তা'আলা বার ইমামের নাম নির্দিষ্ট করে দিয়েছেন। তাদের সবার স্তর রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর সমান এবং অন্যান্য সব নবী ও রাসূল থেকে উর্ধ্বে। তারা সবাই রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর ন্যায়ই। তাদের

সবার আনুগত্য করা অবশ্য কর্তব্য। তাদের সবার সেই সব গুণ ও পূর্ণতা অর্জিত, যা রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে আল্লাহ্ তা'আলা দান করেছিলেন। কেবল এতটুকু পার্থক্য যে, তাদেরকে নবী কিংবা রাসূল বলা যাবে না, বরং ইমাম বলা হবে। আর ইমামতের স্তর নবুওত ও রিসালত থেকে উর্ধ্বে। তাদের ইমামতের প্রতি ঈমান গ্রহণ অনুরূপ নাজাতের শর্ত যেরূপ রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর নবুওতের প্রতি ঈমান গ্রহণ নাজাতের শর্ত।

এই দ্বাদশ ইমামের মধ্যে সর্ব প্রথম ইমাম আমীরুল মু'মীরুল হযরত আলী (রা)। তাঁর পর তাঁর বড় ছেলে হযরত হাসান (রা), তাঁরপর তাঁর ছোট ভাই হযরত হুসাইন (রা), তাঁরপর তাঁর ছেলে আলী ইবনুল হুসাইন (যীনুল আবিদীন)। তাঁরপর এভাবে এক ইমামের এক ছেলে ইমাম হয়ে থাকবেন। এমনকি একাদশ ইমাম ছিলেন হাসান আসকারী। তাঁর ইন্‌তিকাল ২৬০ হিজরী সালে হয়েছিল।

শী'আ 'ইসনা' আশারিয়াদের আকীদা হচ্ছে, তাঁর ইন্‌তিকালের ৪-৫ বছর পূর্বে (বর্ণনার মতভেদে ২৫৫ হিজরী অথবা ২৫৬ হিজরীতে)। তাঁর এক ফেরেঙ্গী দাসী (নার্গিস)-এর গর্ভে এক ছেলে জন্ম গ্রহণ করেছিল। তাকে লোকদের দৃষ্টি থেকে আড়াল করে রাখা হত। কেউ তাকে দেখতে পেত না। এজন্য লোকজনের (গোত্রীয় লোকদেরও) তার জন্ম ও তার অস্তিত্বের জ্ঞান ছিল না। এই ছেলে তার পিতা হাসান আসকারীর ইন্‌তিকালের কেবল দশ দিন পূর্বে (অর্থাৎ ৪-৫ বছর বয়সে) ইমামত সম্পর্কিত সেই সব বিষয় সাথে নিয়ে (যা আমিরুল মু'মিনীন হযরত আলী (রা) থেকে নিয়ে একাদশ ইমাম- তার পিতা হাসান আসকারী পর্যন্ত প্রত্যেক ইমামের নিকট রক্ষিত ছিল, মু'জিযা হিসাবে তিনি অদৃশ্য হয়ে স্বীয় শহর 'সুর্রা মান রাআ'-এর এক গর্তে তখন থেকে আত্মগোপন করে আছেন। আত্ম গোপনের পর এখন সাড়ে এগার'শ বছরেরও অধিক যুগ অতিক্রান্ত হয়েছে।

শী'আদের আকীদা ও ঈমান হচ্ছে, তিনি দ্বাদশতম ইমাম ও শেষ ইমাম মাহ্‌দী। তিনি কোন সময় গর্ত থেকে বের হয়ে আসবেন এবং অন্যান্য অসংখ্য মু'জিযাসুলভ এবং বুদ্ধি হততম্বকারী কার্যাবলি ছাড়াও তিনি মৃতদেরকে জীবিত করবেন। আর (আল্লাহ্‌র পানা চাই) হযরত আবূ বকর (রা), হযরত উমর (রা) এবং হযরত 'আইশা সিদ্দীকা (রা) কে যারা শী'আদের নিকট সারা দুনিয়ার কাফির, পাপী, ফির'আউন, নমরূদ, ইত্যাদি থেকেও নিকৃষ্ট স্তরের কাফির ও অপরাধী, তাঁদেরকে কবরগুলো হতে উঠিয়ে এবং জীবিত করে শাস্তি প্রদান করবেন, ফাঁসীতে চড়াবেন এবং হাজার বার জীবিত করে ফাঁসীতে চড়াবেন। আর এভাবে তাঁদের সহযোগিতাকারী সব সাহাবাকিরাম (রা) এবং তাঁদের প্রতি বিশ্বাস ও আকীদা

পোষণকারী সব সুন্নীকেও জীবিত করে শাস্তি প্রদান করা হবে। আর রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম, আমীরুল মু'মিনীন হযরত আলী (রা) এবং সব নিষ্পাপ ইমাম, বিশেষ করে শী'আ তক্তগণও জীবিত হবে, আর (আল্লাহ্র পানাহ্) নিজেদের এই শত্রুদের শাস্তি ও আযাবের তামাশা দেখবেন। যেন শী'আদের এই জনাব ইমাম মাহ্দী কিয়ামতের পূর্বে এক কিয়ামত ঘটাবে। শী'আদের বিশেষ মাযহাবী পরিভাষায় এর নাম رَجْعَتْ (প্রত্যাবর্তন) আর এর উপরও ঈমান গ্রহণ করা ফরয।

রাজ'আতের ধারাবাহিকতায় শী'আদের বর্ণনায় এটাও রয়েছে যে, যখন এই প্রত্যাবর্তন হবে তখন সেই জনাব মাহ্দীর হাতে সর্ব প্রথম রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বায়'আত নেবেন। তাঁর পর দ্বিতীয় নাম্বারে আমীরুল মু'মিনীন হযরত আলী (রা) বায়'আত নেবেন। এরপর স্তর অনুযায়ী অন্যান্য ব্যক্তিগণ বায়'আত নেবেন। এই হচ্ছে- শী'আ লোকদের ইমাম মাহ্দী। যাকে তারা আল কায়িম, আল হুজ্জাত, আল মনুতাযার নামে স্মরণ করে এবং গর্ত থেকে তার আগমনের অপেক্ষায় রয়েছে। আর যখন তার উল্লেখ করে তখন বলে এবং লিখে عَجَّلَ اللهُ فَرَجَهُ আল্লাহ্ তা'আলা তাকে তাড়াতাড়ি বাইরে নিয়ে আসুন।

আহ্লি সুন্নাতের নিকট শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত এটা কেবল অশ্লীল কাহিনী। যা এ কারণে রচনা করা হয়েছিল যে, শী'আদের একাদশ ইমাম হাসান আসকারী ২৬০ হিজরীতে সন্তানহীন ইন্তিকাল করেন। তার কোন ছেলে ছিল না। এজন্য দ্বাদশ পন্থীদের এ আকীদা বাতিল হতে বসেছিল যে, ইমামের ছেলেই ইমাম হয়, আর দ্বাদশ ইমাম শেষ ইমাম হবেন। তাঁর পর দুনিয়া শেষ হয়ে যাবে। বস্তুত কেবল এই ভুল আকীদার বাধ্যবাধকতায় এই অসংগত উপাখ্যান রচনা করা হয়েছে। যা চিন্তা ভাবনার যোগ্যতা সম্পন্ন শী'আদের জন্য পরীক্ষার উপাদান হয়ে আছে।

আক্ষেপ! সংক্ষেপ করণের ইচ্ছা থাকা সত্ত্বেও মাহ্দী সম্বন্ধে শী'আ আকীদার বর্ণনা এতটা দীর্ঘায়িত হয়েছে। মাহ্দী সম্বন্ধে আহ্লি সুন্নতের পথ ও চিন্তাধারা এবং শী'আ আকীদার প্রভেদ ও মতভেদকে সুস্পষ্ট করার জন্যে এতসব লিখা আবশ্যক মনে করা হয়েছে।

হযরত মাহ্দী সম্বন্ধে হাদীসসমূহের ব্যাখ্যার ধারাবাহিকতায় এটা উল্লেখ করাও সংগত যে, অষ্টম হিজরী শতাব্দীর তাত্বিক ও সমালোচক, বিদ্বান ও লেখক ইব্ন খালদূন মাগরিবী স্বীয় বিখ্যাত রচনা 'মুকাদ্দিমায়' মাহ্দী সংক্রান্ত প্রায় সেইসব বর্ণনার সনদসমূহের ওপর বিস্তারিত আলোচনা করেছেন, যেগুলো আহ্লি সুন্নাতের হাদীসের কিতাবসমূহে বর্ণনা করা হয়েছে। আর প্রায় সবগুলোকেই ক্ষত ও দুর্বল

নির্ধারণ করেছেন।[১] যদিও পরবর্তী মুহাদ্দিসীন তাঁর ক্ষত নির্ধারণ ও সমালোচনার সাথে পূর্ণ ঐকমত্য হননি, তবে এটা সত্য যে, ইব্ন খালদূনের এই ক্ষত নির্ধারণ ও সমালোচনায় বিষয়টিকে মুহাদ্দিসীনের আলোচনা ও যাচাইযোগ্য করেছে। আল্লাহ্ তা'আলার নিকট সাঠিক ও সত্য হিদায়াত চাই।

হযরত ঈসা (আ)-এর অবতরণ

কিয়ামতের বড় আলামতগুলো যা হাদীসমূহের বর্ণনা অনুযায়ী দুনিয়া শেষ হওয়ার নিকটবর্তী পূর্বে প্রকাশ পাবে হযরত ঈসা (আ)-এর অবতরণও সেগুলোর মধ্যে একটি অস্বাভাবিক বড় ঘটনা। এ পৃষ্ঠাগুলোতে নিয়ামানুযায়ী এ বিষয় সম্পর্কিত কতক হাদীস পেশ করা হবে। কিন্তু ঘটনা হচ্ছে, হাদীসের প্রায় সব কিতাবেই বিভিন্ন সনদে এত অধিক সাহাবা কিরাম (রা) থেকে ঈসা (আ)-এর অবতরণের হাদীসসমূহ বর্ণিত হয়েছে, যাদের ব্যাপারে (তাঁদের সাহাবা মর্যাদা থেকে দৃষ্টি ফিরিয়ে, বুদ্ধি ও রীতি নীতির হিসাবেও) এ সন্দেহ করা যেতে পারে না যে, তাঁরা পরস্পর যোগ সাজস করে রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর প্রতি মিথ্যা কাহিনী গড়েছেন যে, কিয়ামতের পূর্বে আসমান থেকে হযরত ঈসা (আ)-এর অবতরণের সংবাদ তিনি দিয়েছেন।

এভাবে এ সন্দেহও করা যায় না যে, সেই সাহাবা কিরাম (রা) তাঁর কথা বুঝতে ভুল করেছিলেন। বস্তুত হাদীস ভাণ্ডারে এ বিষয়ে যে সব বর্ণনা রয়েছে, সেগুলো দৃষ্টিগোচর রাখলে প্রতিটি সুষ্ঠ জ্ঞানী ব্যক্তির এ বিষয়ে নিশ্চিত জ্ঞান অর্জিত হবে যে, কিয়ামতের পূর্বে হযরত মাসীহ্ (আ)-এর আসমান থেকে অবতরণের সংবাদ রাসূলুল্লাহ্ উম্মতকে দিয়েছিলেন। এজন্য আমাদের উস্তাদ হযরত আল্লামা মুহাম্মদ আনওয়ার শাহ কাশ্মিরী (রহ)-এর পুস্তিকা- 'اَلتَّصْرِيْحُ بِمَا تَوَاتَرَ فِيْ نُزُوْلِ الْمَسِيْحِ' (ঈসা (আ)-এর অবতরণের পারম্পরিক খবরের বিশ্লেষণ) পাঠই যথেষ্ঠ। এতে হাদীসের কিতাবসমূহ থেকে কেবল এ বিষয় সম্পর্কিত হাদীস নির্বাচন করে সত্তরের উপর হাদীস একত্রিত করা হয়েছে। তদুপরি রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর হাদীস ছাড়াও কুরআন মজীদ থেকে ঈসা (আ) কে আসমানের প্রতি উত্তোলন করা, কিয়ামতের পূর্বে এ জগতে তাঁর আগমন প্রমাণিত। এ বিষয়ে প্রশান্তি লাভের জন্য হযরত উস্তাদের পুস্তিকা- 'عَقِيْدَةُ الْاِسْلَامِ فِيْ حَيَاةِ عِيْسٰى عَلَيْهِ السَّلَامُ'

১. مقدمہ ابن خلدون مغربی فصل فی امر الفاطمی وما یذھب الیہ الناس فی شانہ وکشف الغطاء عن ذالک ص ۲۴۶ تا ۲۶۱

(ঈসা (আ) -এর জীবন সম্বন্ধে ইসলামের আকীদা) পাঠ করাই যথেষ্ট হবে। (উল্লেখ্য, হযরত উস্তাদের এ উভয় পুস্তিকা আরবী ভাষায় লিখিত)

এই অক্ষমের লিখিত قادیانی کیوں مسلمان نہیں۔ اور مسئلہ نزول مسیح وحیات مسیح (কাদিয়ানী কেন মুসলমান নয় বরং ঈসা (আ)-এর অবতরণ ও জীবন) পুস্তিকায় প্রায় সত্তর পৃষ্ঠা এ বিষয়েই লিখা হয়েছে। উর্দুভাষীগণ এটা পাঠ করলে ইন্‌শাআল্লাহ্ এই প্রশান্তি ও ইয়াকীন অর্জিত হবে যে, স্বীয় মু'জিযাসুলভ ভঙ্গিতে কুরআন মজীদ এবং পূর্ণ ব্যাখ্যা বিশ্লেষণের সাথে রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম কিয়ামতের নিকটবর্তী সময়ে হযরত ঈসা (আ)-এর অবতরণের সংবাদ দিয়েছেন।

যেহেতু এ বিষয়ে বহু লোকের বুদ্ধিবৃত্তিক সন্দেহ ও সংশয় জাগে এবং কাদিয়ানী লেখকরা (মির্জা গোলাম আহমদ কাদিয়ানীর ঈসা দাবি করার সুযোগ সৃষ্টি করণে) এ বিষয়ে ছোট বড় অসংখ্য পুস্তিকা ও প্রবন্ধ লিখে সন্দেহ সংশয় সৃষ্টি করার চেষ্টা করে চলছে, তাই সঙ্গত মনে করা হয়েছে যে, হাদীসসমূহের ব্যাখ্যার পূর্বে ভূমিকাস্বরূপ এ সম্বন্ধে কিছু মৌলিক কথা পেশ করা হবে। আশা করা যায়, এসব পাঠের পর ইন্‌শাআল্লাহ্ মু'মিন ও জ্ঞানী পাঠকবৃন্দের এ বিষয়ে সেই প্রশান্তি ও ইয়াকীন অর্জিত হবে, যার পর সন্দেহ ও সংশয়ের কোন সুযোগ থাকবে না।

(আল্লাহ্ তাওফীক দিন)।

ঈসা (আ)-এর অবতরণ সম্বন্ধে কতক মৌলিক কথা

১. এ বিষয়ে চিন্তা ভাবনা করার কালে সর্ব প্রথম এ গুরুত্বপূর্ণ কথা মনে রাখা প্রয়োজন যে, এর সম্বন্ধ সেই সত্তার সাথে যার অস্তিত্বই আল্লাহ্‌র সাধারণ নীতি ও এ জগতে প্রচলিত প্রাকৃতিক নিয়মের সম্পূর্ণ বিপরীত। অর্থাৎ হযরত ঈসা ইব্‌ন মারয়াম (আ) এরূপে জন্মলাভ করেননি যে রূপে আমাদের এ জগতে মানুষ নর-নারীর মেলা-মেশা ও সঙ্গমের ফলে জন্মলাভ করে থাকে। (আর যে রূপে সব মহান নবীগণ এবং তাঁদের শেষ ও সরদার হযরত মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামও জন্ম গ্রহণ করেছেন) বরং তিনি আল্লাহ্ তা'আলার বিশেষ কুদরত ও তাঁর নির্দেশে তাঁর ফেরশতা জিবরাইল আমীন (রূহুলকুদ্দুস)-এর মাধ্যমে কোন পুরুষ কর্তৃক স্পর্শ ছাড়াই মারয়াম সিদ্দীকার গর্ভে মু'জিযা হিসাবে তাঁকে সৃষ্টি করা হয়েছে। এজন্যই কুরআন মজীদে তাঁকে 'আল্লাহ্‌র কলিমাও' বলা হয়েছে। কুরআন মজীদ সূরা আল ইমরানের আয়াত-৩৫-৩৬ 'এবং সূরা মারয়ামের আয়াত ১৯-২৩ এর মধ্যে মু'জিযা হিসাবে তাঁর জন্ম লাভের অবস্থা বিস্তারিত বর্ণনা করা হয়েছে। (ইঞ্জিলের বর্ণনাও এটাই। গোটা দুনিয়ার মুসলমান ও খ্রিস্টানদের আকীদা এ অনুযায়ীই)

এভাবেই তাঁর সম্বন্ধে কুরআন মজীদে অন্য এক আশ্চর্য কথা এই বর্ণিত হয়েছে যে, আল্লাহ্‌র কুদরত এবং তাঁর নির্দেশ ও কলিমার মু'জিযাস্বরূপ তিনি যখন মারয়াম সিদ্দীকার গর্ভে পয়দা হলেন, (যিনি কুমারী ছিলেন এবং কোন পুরুষের সাথে তাঁর বিয়ে হয়নি) আর তিনি তাঁকে কোলে নিয়ে লোকালয়ে এলেন, আত্মীয় স্বজন ও লোকালয়ের বাসিন্দারা তাঁর সম্বন্ধে বাজে কথা প্রকাশ করল, (আল্লাহ্‌র আশ্রয় চাই) নবজাতক বাচ্চাকে জারজ সন্তান আখ্যায়িত করল। তখন সেই নব জাতক শিশু (ঈসা ইব্‌ন মারয়াম) আল্লাহ্‌র নির্দেশে তখনই কথা বললেন, এবং নিজের সম্বন্ধে ও হযরত মারয়ামের পবিত্রতা সম্বন্ধে বর্ণনা দিলেন। (সূরা মারয়াম আয়াত ২৭-৩০)

এরপর কুরআন মজীদে বর্ণনা করা হয়েছে, আল্লাহ্‌র নির্দেশে তাঁর হাতে বুদ্ধি হততম্বকারী মু'জিযাসমূহ প্রকাশ পায়। মাটির কাদা দিয়ে তিনি পাখির আকৃতি বানাতেন, এরপর তাতে ফুঁক দিতেন, তখন তা জীবিত পাখির ন্যায় শূন্যে উড়ে যেত। জন্মান্ধ ও কুষ্ঠ রোগীদের ওপর হাতের স্পর্শ করতেন অথবা ফুঁক দিতেন তৎক্ষণাত তারা ভাল হয়ে যেত। অন্ধদের চোখ আলোকিত হত, আর কুষ্ঠ রোগীদের শরীরে কোন দাগ চিহ্নও থাকত না। এসবেরও উর্ধ্বে তিনি মৃতদেরকে জীবিত করে দেখাতেন। তাঁর এই বুদ্ধি হতভম্বকারী মু'জিযার বর্ণনাও কুরআন মজীদে (সূরা আল ইমরান ও সূরা মায়িদায়) বিস্তারিত সুস্পষ্ট বর্ণনা করা হয়েছে। ইঞ্জিলে এই মু'জিযাগুলোর উল্লেখ কতক বর্ধিত আকারে করা হয়েছে। খ্রিস্টান জগতের আকীদাও এরূপই।

এরপর কুরআন মজীদে এ কথাও বলা হয়েছে যে, যখন আল্লাহ্ তা'আলা তাঁকে নবুওত ও রিসালতের আসনে সমাসীন করলেন, আর তিনি স্বীয় জাতি বনী ইসরাঈলকে ঈমান ও ঈমানী জীবন যাপনের দাওআত দিলেন, তখন তাঁর জাতির লোকেরা তাঁকে মিথ্যা নবুওতের দাবিদার প্রতিপন্ন করে ফাঁসির মাধ্যমে মৃত্যুদণ্ড দিতে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করল।[১] বস্তুত তাদের ধারণায় এই সিদ্ধান্তকে তাঁরা বাস্তবায়িত করেছে। ঈসা (আ) কে ফাঁসিতে চাড়িয়ে মৃত্যুর ঘাটে পৌছিয়েছে। অথচ প্রকৃতপক্ষে এরূপ হয়নি। (তারা যে ব্যক্তিকে হযরত ঈসা (আ) মনে করে ফাঁসীতে চড়িয়েছিল সে ছিল অন্য এক ব্যক্তি) ঈসা (আ) কে তো সেই ইয়াহুদীরা পায়ই নি। আল্লাহ্ তা'আলা স্বীয় বিশেষ কুদরতে তাঁকে আসমানে উঠিয়ে নেন। আর আল্লাহ্‌র নির্দেশে কিয়ামতের পূর্বে তিনি পুনরায় এ জগতে আসবেন, এখানেই ইন্‌তিকাল করবেন। তাঁর ইন্‌তিকালের পূর্বে সে সময়ের আহ্‌লি কিতাব তাঁর প্রতি ঈমান আনবে। আল্লাহ্

১. তাওরাতের কানূন ও ইসরাঈলী শরী'আতে নবুওত ও রিসালাতের মিথ্যা দাবিদারদের শাস্তি এটাই ছিল, যেভাবে ইসলামী শরী'আতে মিথ্যা নবুওতী দাবিদারদের শাস্তি রয়েছে।

তা'আলা তাঁর দ্বারা দীনে মুহাম্মদীর খিদমত উঠাবেন। তাঁর অবতরণ কিয়ামতের এক বিশেষ আলামত ও চিহ্ন হবে। সূরা নিসা ও সূরা যুখরুফে এ সব বর্ণনা করা হয়েছে।[১]

সুতরাং যে মু'মিন কুরআন মজীদের বর্ণনা মুতাবিক তাঁর মু'জিযাস্বরূপ জন্ম ও তাঁর উপরিল্লিখিত হতবুদ্ধিকারী মু'জিযাসমূহের প্রতি ঈমান এনেছে, আল্লাহ্‌র নির্দেশে তাঁকে আসমানে উঠিয়ে নেওয়া ও তাঁরই নির্দেশে তাঁকে আসমান থেকে অবতরণের ব্যাপারে সেই মু'মিনের কী সন্দেহ থাকতে পারে?

বস্তুত ঈসা (আ)-এর অবতরণের ওপর চিন্তা করার কালে সর্ব প্রথম গুরুত্বপূর্ণ বিষয় দৃষ্টিগোচর রাখা চাই যে, হযরত ঈসা (আ)-এর উদ্ভূত সত্তা এবং উপরিল্লিখিত তাঁর বৈশিষ্ট্যাবলি যা কুরআন মজীদের বরাতে উক্ত লাইনসমূহে উল্লেখ করা হয়েছে এসব বিষয়ে মনুষ্য জগতে তিনি হচ্ছেন একক।

২. এভাবেই এ বিষয়ে চিন্তা করার সময় এ কথাও দৃষ্টিগোচর রাখা চাই যে, কুরআন মজীদে যার সংবাদ সংক্ষিপ্তভাবে এবং রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর বাণীসমূহে বিস্তারিত ও সুস্পষ্টভাবে দেওয়া হয়েছে সেই ঈসা (আ)-এর অবতরণ তখন হবে যখন কিয়ামত সম্পূর্ণ সন্নিকটে হয়ে পড়বে। আর এর নিকটবর্তী বড় আলামতের প্রকাশ শুরু হয়ে থাকবে। যেমন, পূর্ব দিকের পরিবর্তে পশ্চিমদিক দিয়ে সূর্যোদয়, অপ্রাকৃতিক পন্থায় যমিন থেকে দাব্বাতুল আরদ-এর পয়দা হওয়া এবং সে তাই করবে যা সহীহ হাদীসে বর্ণিত হয়েছে।

তখন যেন কিয়ামতের সুবহি সাদিক শুরু হয়ে গেছে। আর জাগতিক শৃঙ্খলার পরিবর্তনের কাজ শুরু হয়ে থাকবে। তখন ক্রমাগত সেই অপ্রাকৃতিক ও বিপর্যয় প্রকাশ পাবে, আজ যেগুলোর কল্পনাই করা যায় না। (সেগুলোর মধ্যে দাজ্জালের বের হওয়া ও হযরত ঈসা (আ)-এর অবতরণও হবে)।

সুতরাং ঈসা (আ)-এর অবতরণ কিংবা দাজ্জালের আর্বিভাব ও প্রকাশকে এই ভিত্তিতে অস্বীকার করা যে, তাঁর যে প্রকার ও বিশ্লেষণ হাদীসসমূহে বর্ণিত হয়েছে তা আমাদের বুদ্ধির বাইরে, সম্পূর্ণ এরকমই যেমন এ কারণে কিয়ামত, জান্নাত ও জাহান্নামকে অস্বীকার করা যে, এগুলোর বিস্তারিত বিবরণ কুরআন মজীদে বর্ণনা করা হয়েছে তা আমাদের বোধগম্য নয়। যে সব লোক এ জাতীয় কথা বলে তাদের

১. সূরা নিসা ও সূরা যুখরুফের যেসব আয়াতে এ বর্ণনা দেওয়া হয়েছে, সেগুলোর ব্যাখ্যা ও তাফসীর, লিখকের পুস্তিকা قادیانی کیون مسلمان نہیں - اور مسئلہ نزول مسیح وحیات مسیح এ দেখা যেতে পারে। (পৃঃ ৬৪-১২০) আশা করা যায়, পুস্তিকাটি পাঠ করলে প্রত্যেক স্বাভাবিক মু'মিন ব্যক্তির ইন্‌শাআল্লাহ্ সান্ত্বনা হবে যে, সেই আয়াতগুলোতে হযরত ঈসা (আ)-এর আসমানে উঠিয়ে নেওয়া ও শেষ যুগে পুনরায় এ জগতে অবতরণের বর্ণনা করা হয়েছে। আর তাঁর এই অবতরণকে কিয়ামতের আলামত ও চিহ্ন বলা হয়েছে।

প্রকৃত পরিচয় হচ্ছে, তারা আল্লাহ্ তা'আলার পরিচয় থেকে বঞ্চিত এবং কুদরতের প্রশস্ততা সম্বন্ধে অপরিচিত।

৩. ঈসা (আ)-এর জীবন ও তাঁর অবতরণের ওপর চিন্তা গবেষণা করার কালে তৃতীয় এ কথাও দৃষ্টিগোচর রাখা চাই যে, কুরআন মজীদের বর্ণনা এবং আমরা মুসলমানদের আকীদা অনুযায়ী হযরত মাসীহ আমাদের এ জগতে নেই। এখনের সাধারণ প্রাকৃতিক নিয়ম হচ্ছে, মানুষ পানাহারের ন্যায় প্রয়োজনাবলি ও চাহিদাসমূহ হতে অমুখাপেক্ষী হতে পারে না। বরং তিনি আসমানী যে জগতে আছেন সেখানে এ জাতীয় কোন প্রয়োজন ও চাহিদা নেই। যেমন ফেরশ্‌তাদের কোন চাহিদা নেই।

হযরত মাসীহ্ (আ) যদিও মাতার পক্ষ হতে মনুষ্য বংশধারার, কিন্তু তাঁর জন্ম আল্লাহ্ তা'আলার 'কলিমা' দ্বারা তাঁর ফেরেশতা 'রুহুল কুদ্দুস'-এর মাধ্যমে হয়েছিল। এজন্য তিনি যতদিন আমাদের মনুষ্য জগতে ছিলেন মনুষ্য প্রয়োজনাবলিও তাঁর সাথে ছিল। তবে যখন মনুষ্য জগত হতে আসমানী জগত ও ফেরেশ্‌তা জগতের প্রতি উন্নিত হলেন, তখন এই প্রয়োজনাবলি ও চাহিদাসমূহ থেকে ফেরেশ্‌তাদেরই ন্যায় তিনি অমুখাপেক্ষী হয়ে যান। শায়খুল ইসলাম ইমাম ইব্‌ন তাইমিয়ার اَلْجَوَابُ الصَّحِيْحُ لِمَنْ بَدَّلَ دِيْنَ الْمَسِيْحِ (যা প্রকৃত পক্ষে খ্রিস্টানদের প্রত্যাখ্যানে লিখা হয়েছিল) তাতে এক স্থানে যেন এ প্রশ্নেরই উত্তর দিতে গিয়ে যে, 'হযরত মসীহ (আ) যখন আসমানে আছেন তখন তাঁর পানাহার জাতীয় প্রয়োজনাবলির কী ব্যবস্থা?' শায়খুল ইসলাম লিখেন, فَلَيْسَتْ حَالَهُ كَحَالَةِ اَهْلِ الْاَرْضِ فِى الْاَكْلِ وَالشُّرْبِ وَاللِّبَاسِ وَالنَّوْمِ وَالْغَائِطِ وَالْبَوْلِ وَنَحْوِ ذَالِكَ সেখানে (আসমানে) পানাহার, পোশাক, নিদ্রা ও পেশাব পায়খানার ন্যায় প্রয়োজনাবলি ও চাহিদার ব্যাপারে তাঁর অবস্থা জগতবাসীর অবস্থার ন্যায় নয়। (সেখানে ফেরেশ্‌তাগণের ন্যায় এসব জিনিস থেকে তিনি অমুখাপেক্ষী)

এই মৌলিক কথাগুলো দৃষ্টিগোচর রাখা হলে আশা করা যায়, হযরত ঈসা (আ) -এর জীবন ও অবতরণের ব্যাপারে সেই সন্দেহ ও সংশয় ইন্‌শাআল্লাহ্ সৃষ্টি হবে না, যা বুদ্ধির দৈন্যতা, ঈমানের দুর্বলতা ও আল্লাহ্ তা'আলার কুদরতের প্রশস্ততা সম্বন্ধে অজ্ঞতার কারণে সৃষ্টি হয়ে থাকে।

এ ভূমিকার পর মাসীহ্ (আ)-এর অবতরণ সম্পর্কিত রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর বাণীসমূহ পাঠ করা যেতে পারে।

٨٩. عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَالَّذِىْ نَفْسِىْ بِيَدِهِ لَيُوْشِكَنَّ اَنْ يَّنْزِلَ فِيْكُمْ اِبْنُ مَرْيَمَ حَكَمًا عَدْلاً فَيَكْسِرُ الصَّلِيْبَ وَيَقْتُلُ

الْخَنْزِيْرَ وَيَضَعُ الْجِزْيَةَ وَيَفِيْضُ الْمَالُ حَتّٰى لَايَقْبَلَهُ اَحَدٌ حَتّٰـــى تَكُـوْنَ السَّـجْدَةُ الْوَاحِدَةُ خَيْرًا مِنَ الدُّنْيَا وَمَا فِيْهَا ـــ ثُمَّ يَقُوْلُ اَبُوْ هُرَيْرَةَ فَاقْرَئُوْا اِنْ شِئْتُمْ وَاِنْ مِّـنْ اَهْلِ الْكِتَابِ اِلَّا لَيُؤْمِنَنَّ بِـــهٖ قَبْلَ مَوْتِهٖ الاية ــ (رواه البخارى)

৮৯. হযরত আবূ হুরাইরা (রা) থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন, সেই পবিত্র সত্তার শপথ ! যার হাতে আমার প্রাণ! অচিরেই তোমাদের মধ্যে অর্থাৎ মুসলমানদের মধ্যে ঈসা ইব্‌ন মারয়াম (আ) ন্যায় বিচারকরূপে অবতরণ করবেন। এরপর ক্রুশ ধ্বংস করবেন, শুকর হত্যা করাবেন, এবং জিয্‌য়ার পরিসম্পপ্তি ঘটাবেন। মালের আধিক্য হবে, এমনকি কেউ তা গ্রহণ করবে না। তখন একটি সিজ্‌দা দুনিয়া ও তার মধ্যবর্তী সবকিছু হতে উত্তম হবে। এরপর আবূ হুরাইরা (রা) বলেন, (যদি কুরআন থেকে এর প্রমাণ চাও) তবে পাঠ কর সূরা নিসার এ আয়াত وَاِنْ مِّنْ اَهْلِ الْكِتَابِ الاية কিতাবীদের মধ্যে প্রত্যেকে তার মৃত্যুর পূর্বে তাঁকে বিশ্বাস করবেই। আর কিয়ামতের দিন তিনি তাদের সম্বন্ধে সাক্ষ্য দেবেন । (সহীহ্ বুখারী, সহীহ্ মুসলিম)

ব্যাখ্যা ঃ রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এ বাণীতে হযরত মসীহ (আ)-এর অবতরণ এবং তাঁর কতক গুরুত্বপূর্ণ পদক্ষেপ ও কার্যাবলির উল্লেখ করে উম্মতকে এ বিষয়ে সংবাদ দান করেছেন। যেহেতু বিষয়টি অস্বাভাবিক প্রকৃতির ছিল, আর বহু স্থূলবুদ্ধি সম্পন্ন দুর্বল ঈমানের লোকদের এতে সন্দেহ-সংশয় হতে পারে, তাই তিনি শপথসহ এ কথা উল্লেখ করেছেন। সর্বপ্রথম বলেছেন, "وَالَّذِىْ نَفْسِىْ بِـــيَدِهٖ" (সেই আল্লাহ্‌র শপথ যার আয়ত্বে আমার প্রাণ) এরপর অধিক তাকিদের জন্য বলেছেন– لَيُوْشِـكَنَّ (অবশ্যই অচিরে) এটাও মাসীহ্ (আ)-এর অবতরণের নিশ্চিত ও নির্ঘাত এক ব্যাখ্যাবিশেষ যেভাবে কুরআন মজীদে কিয়ামত সম্বন্ধে বলা হয়েছে 'اِقْتَرَبَتِ السَّـــاعَةُ' (কিয়ামত আসন্ন)। উদ্দেশ্য হচ্ছে, এতে সন্দেহ সংশয়ের কোন সুযোগ নেই। অবশ্য আগমনকারী বুঝতে হবে। বস্তুত শপথের পর لَيُوْشِكَنَّ - এর অর্থও এটাই যে, যে সংবাদ দেওয়া হচ্ছে তা নিশ্চিত ও নির্ঘাত।

শপথ ও لَيُوْشِـــكَنَّ –এর মাধ্যমে অধিক তাকীদের পর এ বাণীতে রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম উম্মতকে যে সংবাদ দিয়েছেন, তা সুস্পষ্ট ও সাধারণ বোধগম্য শব্দে এভাবে বর্ণনা করা যায় যে, নিশ্চিত এরূপ হবে যে, কিয়ামতের পূর্বে ঈসা ইব্‌ন মারয়াম (আ) আল্লাহ্‌র নির্দেশে ন্যায় পরায়ণ শাসকরূপে তোমরা তথা মুসলামনদের মধ্যে (অর্থাৎ তখন তাঁর মর্যাদা মুসলমানদেরই এক ন্যায় পরায়ণ

শাসক ও আমীররূপে হবে) আর তিনি শাসকরূপে যেসব পদক্ষেপ গ্রহণ করবেন সেগুলোর মধ্যে একটি হবে ক্রুশ যা মূর্তি পূজারীদের মূর্তির ন্যায় খ্রিস্টানদের মূর্তি হয়ে আছে, যার ওপর তাদের চূড়ান্ত গোমরাহী এবং কুফ্‌রী আকীদার ভিত্তি তা ভেঙ্গে দেবেন। ভেঙ্গে দেওয়ার অর্থ এই যে, এর যে সম্মান ও খ্রিস্টানদের মধ্যে এর যে এক প্রকার পূজা চলছে তা ধ্বংস করে দেবেন। বস্তুত এই 'ক্রুশ ধ্বংস' অর্থে তাই বুঝা চাই যা আমাদের উর্দূ ভাষায় بت شكنى মূর্তি ভাঙ্গা বুঝা যায়। এভাবে তার অন্য এক পদক্ষেপ এই হবে যে, শুকরগুলো হত্যা করাবেন। খ্রিস্টানদের এক বড় গোমরাহী ও খ্রিস্ট ধর্মে এক বড় পরিবর্তন এটাও যে, শুকরগুলো (যা সব আসমানী শরী'আতে হারাম ছিল) সেগুলো তারা বৈধ করে নেয়। বরং এগুলো তাদের প্রিয় খাদ্য। ঈসা (আ) কেবল এগুলো নিষিদ্ধই ঘোষণা করবেন না বরং এর বংশকেই নির্মূল করার নির্দেশ দান করবেন।

এছাড়া তাঁর এক বিশেষ পদক্ষেপ এটাও হবে যে, তিনি জিয্‌য়ার পরিসমাপ্তি ঘোষণা করবেন। (আলোচ্য হাদীসে রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম যখন এ কথা বলেছেন, তখন হযরত ঈসা (আ)-এর ফায়সালা ও ঘোষণা এ ভিত্তিতেই হবে, নিজের নিকট হতে ইসলামী শরী'আত ও কানূনে হবে না) শেষে রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, সে সময় ধন- দৌলতের এরূপ আধিক্য ও প্রাচুর্য হবে যে, কেই কাউকে দিতে চাইলে সে গ্রহণ করতে সম্মত হবে না। দুনিয়ার প্রতি অনাসক্তি এবং এর বিপরীত আখিরাতের সাওয়াব ও পুরস্কারের অন্বেষণ ও আকর্ষণ আল্লাহ্‌র বান্দাদের মধ্যে এরূপ সৃষ্টি হবে যে, দুনিয়া ও দুনিয়ার যাবতীয় জিনিস হতে আল্লাহ্ তা'আলার সমীপে একটি সিজ্‌দা করা অধিক প্রিয় ও মূল্যবান মনে করা হবে।

হযরত আবূ হুরাইরা (রা) মসীহ্ (আ)-এর অবতরণ সম্পর্কিত রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর এ বাণী বর্ণনা করার পর বলেন, 'فَاقْرَأُوْا اِنْ شِـــئْتُمْ الـخ' কিয়ামতের পূর্বে হযরত মাসীহ্ (আ)-এর বর্ণনা তোমরা যদি কুরআনে পড়তে চাও তবে সূরা নিসার এ আয়াত পাঠ কর। وَاِنْ مِّنْ اَهْلِ الْكِتَابِ اِلَّا لَيُؤْمِنَنَّ بِهٖ قَبْلَ مَوْتِهٖ الاية (সূরা নিসা- আয়াত ১৫৯)

হাদীসের ব্যাখ্যা বিশ্লেষণের জন্যে এতটুকু লেখাই যথেষ্ট মনে করা হয়েছে। শেষে হযরত আবূ হুরাইরা (রা) কুরআন মজীদে সূরা নিসার যে আয়াতের বরাত দিয়েছেন, তার তাফসীর- লিখকের কিতাব قاديانى كيون مسلمان نهيں ـ اور مسئله نزول مسيح وحيات مسيح -এর ১০০-১১৩ পৃষ্ঠা দেখা যেতে পারে।

٩٠. عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَيْفَ اَنْتُمْ اِذَا نَزَلَ ابْنُ مَرْيَمَ فِيْكُمْ وَاِمَامُكُمْ مِنْكُمْ ــ (رواه البخارى ومسلم)

৯০. হযরত আবূ হুরাইরা (রা) থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন, তোমাদের কি অবস্থা হবে যখন তোমাদের মধ্যে ঈসা ইব্ন মারয়াম অবতরণ করবেন। এবং তোমাদের মধ্যে তোমাদের ইমাম হবেন। (সহীহ্ বুখারী, সহীহ্ মুসলিম)

ব্যাখ্যা ঃ রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর এই বাণীর প্রকাশ্য অর্থ এই যে, তখন অবস্থা খুবই অস্বাভাবিক হবে। যে রূপ উপরোক্ত হাদীস ও এতদ বিষয়ক অন্যান্য হাদীস থেকে জানা যায়। হাদীসের শেষ অংশ وَاِمَامُكُمْ مِنْكُمْ এর প্রকাশ্য অর্থ এই যে, তখন ঈসা ইব্ন মারয়াম-এর মর্যাদা এই হবে যে, (পূর্ববর্তী যুগের এক নবী ও রাসূল হওয়া সত্ত্বেও) তোমাদের মধ্যে অর্থাৎ তোমরা তথা মুসলমানদের দলের এক সদস্যরূপে এক ইমাম ও শাসক হবেন। এ হাদীসেরই সহীহ্ মুসলিমের এক বর্ণনায় فَاَمَّكُمْ مِنْكُمْ এর স্থলে وَاِمَامُكُمْ مِنْكُمْ রয়েছে। এর এক বর্ণনাকারী ইব্ন আবী যায়িব- এর ব্যাখ্যা এ শব্দাবলিতে করেছেন-فَاَمَّاكُمْ بِكِتَابِ رَبِّكُمْ عَزَّوَجَلَّ وَسُنَّةِ نَبِيِّكُمْ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- অর্থাৎ ঈসা ইব্ন মারয়াম অবতরণের পর মুসলমানদের ইমাম ও শাসক হবেন। আর সেই ইমামত ও রাষ্ট্র পরিচালনা কুরআন মজীদ ও রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর আনীত শরী'আত মুতাবিক করবেন। এ ব্যাখ্যা অনুযায়ী আলোচ্য হাদীসে ঈসা (আ)-এর ইমামত দ্বারা উদ্দেশ্য কেবল নামাযের ইমামত নয়, বরং উদ্দেশ্য সাধারণ ইমামত। অর্থাৎ উম্মতের দীনী ও পার্থিব নেতৃত্ব ও প্রশাসনীয় মর্যাদা। তখন যেন তিনি রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর প্রতিনিধি ও খলীফা হবেন।

٩١. عَنْ جَابِرٍ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لاَتَزَالُ طَائِفَةٌ مِّنْ اُمَّتِىْ يُقَاتِلُوْنَ عَلَى الْحَقِّ ظَاهِرِيْنَ اِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ قَالَ فَيَنْزِلُ عِيْسَى ابْنُ مَرْيَمَ فَيَقُوْلُ اَمِيْرُهُمْ تَعَالَ صَلِّ لَنَا فَيَقُوْلُ لاَ اِنَّ بَعْضَكُمْ عَلَى بَعْضٍ اُمَرَاءُ تَكْرِمَةَ اللهِ هٰذِهِ الْاُمَّةِ ــ (رواه مسلم)

৯১. হযরত জাবির (রা) থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন, আমার উম্মতের মধ্যে সর্বদা এমন এক দল থাকবে যারা সত্যের জন্য

লড়তে থাকবে, এবং বিজয়মণ্ডিত হবে। এ কথার ধারাবাহিকতায় সামনে তিনি বলেন, এরপর অবতরণ করবেন ঈসা ইব্ন মারয়াম। মুসলমানদের সে সময়ের ইমাম ও শাসক তাঁকে বলবে, আপনি নামায পড়ান। ঈসা ইব্ন মারয়াম বলবেন, না। (অর্থাৎ আমি ইমাম হয়ে নামায পড়াব না) তোমাদের শাসক ও ইমাম তোমাদেরই মধ্যে। আল্লাহ্ তা'আলার নিকট হতে এ সম্মান এই উম্মতকে প্রদান করা হয়েছে। (সহীহ্ মুসলিম)

ব্যাখ্যা ঃ আলোচ্য হাদীসের প্রথম অংশে রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এ কথা বলেছেন, আল্লাহ্ তা'আলার নিকট হতে এটা নির্ধারিত হয়েছে আমার উম্মতের মধ্যে সর্বদা এক দল থাকবে যারা সত্যের ওপর প্রতিষ্ঠিত থাকবে। আর অবস্থা ও প্রয়োজন অনুযায়ী সত্যের জন্য শত্রুদের সাথে যুদ্ধ করে যাবে এবং সফল হতে থাকবে। হাদীসের ভাষ্যকারগণ লিখেন, সত্য দীনের হিফাযত ও স্থায়িত্ব এবং উন্নতির জন্য এই যুদ্ধ সশস্ত্র যুদ্ধের আকারেও হতে পারে, আর মুখ ও কলম এবং দলীল প্রমাণাদি দ্বারাও হতে পারে। এভাবে সত্য দীনের হিফাযত ও এর উন্নতির চেষ্টা-প্রচেষ্টাকারী সব সৌভাগ্যবান বান্দাই দীনে হকের সিপাহী এবং সত্য পথের মুজাহিদ। নিঃসন্দেহে কোন যুগই আল্লাহ্র এরূপ বান্দাদের থেকে খালি হবে না। এভাবেই এ ধারাবাহিকতা কিয়ামত পর্যন্ত চালু থাকবে। এটা আল্লাহ্ তা'আলারই নিকট হতে নির্ধারিত হয়ে আছে।

হাদীসের অন্য অংশে রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম সংবাদ ও ভবিষ্যতবাণীরূপে এ ঘোষণা দেন যে, কিয়ামতের নিকটে শেষ যুগে ঈসা ইব্ন মারয়াম অবতরণ করবেন। তখন নামাযের সময় হবে, তখনকার মুসলমানদের যিনি ইমাম ও শাসক হবেন তিনি হযরত ঈসা (আ) কে অনুরোধ করবেন, আপনি আসুন, এখন আপনিই নামায পড়ান। হযরত ঈসা (আ) তখন নামায পড়াতে অস্বীকার করে বলবেন, নামায আপনিই পড়ান। আল্লাহ্ তা'আলা মুহাম্মদী উম্মতকে যে বিশেষ সম্মান দিয়েছেন এর সাহিদা হচ্ছে, তাঁদের ইমাম তাঁদেরই মধ্য হতে হবে।

সুনানে ইব্ন মাজাহ্-এ হযরত আবূ উমামা (রা)-এর বর্ণনায় দাজ্জালের প্রকাশ ও হযরত মাসীহ্ (আ)-এর অবতরণ সম্বন্ধে এক দীর্ঘ হাদীস রয়েছে। তাতে বিস্তারিত এই রয়েছে, মুসলমান বায়তুল মুকাদ্দাসে একত্রিত হবে। (অর্থাৎ দাজ্জালের ফিত্না হতে এবং তার মুকাবিলার জন্য মুসলমান বায়তুল মাকাদ্দাসে একত্রিত হবে) ফজরের নামাযের সময় হবে। নামাযের জন্য মানুষ দাঁড়াবে, তাদের ইমাম যিনি এক 'যোগ্যব্যক্তি' হবেন (হতে পারে তিনি মাহ্দী হবেন) নামায পড়াবার জন্য ইমামের স্থানে দাঁড়িয়ে যাবেন, আর ইকামত বলা হতে থাকবে। এ সময় হঠাৎ ঈসা (আ) আগমন করবেন। তখন মুসলমানদের যে ইমাম ও শাসক নামায পড়াবার জন্যে দাঁড়িয়ে ছিলেন, তিনি পেছনে আসতে থাকবেন। হযরত ঈসা (আ) কে অনুরোধ

করবেন, এখন নামায আপনি পড়ান। (কেননা, এটাই উত্তম যে, জাম'আতে যিনি সর্বাধিক উত্তম তিনিই ইমামত করবেন ও নামায পড়াবেন। আর হযরত ঈসা (আ) যিনি পূর্ববর্তী যুগে আল্লাহ্‌র নবী ও রাসূল ছিলেন, নিঃসন্দেহে তিনি সবার থেকে উত্তম হবেন। এ কারণে তখনকার মুসলমানের ইমাম ইমামতের মুসাল্লা থেকে পেছনে সরে তাঁকে নিবেদন করবেন, এখন যখন আপনি এসেছেন আপনিই নামায পড়ান। হযরত ঈসা (আ) তখন নামায পড়াতে অস্বীকার করবেন। বলবেন, আপনিই নামায পড়ান)। কেননা, আপনার নেতৃত্বে নামায পড়ার জন্য এখন জামা'আত দণ্ডায়মান এবং ইকামত হয়ে গেছে।

বস্তুত হযরত ঈসা (আ)-এর অবতরণের এটা প্রথম নামায হবে। আর তিনি রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর উম্মতের এক মুক্তাদী হয়ে নামায আদায় করবেন। স্বয়ং ইমামত করতে অস্বীকার করবেন। এটা তিনি এজন্য করবেন যে, প্রথমেই কার্যত এ কথা সুস্পষ্ট হয়ে যাবে যে, পূর্ববর্তী যুগের এক মর্যাদাবান নবী ও রাসূল হওয়া সত্ত্বেও এখন তিনি মুহাম্মদী উম্মতের সদস্যদের ন্যায় মুহাম্মদী শরী'আতের অনুগত। আর এখন দুনিয়া ধ্বংস পর্যন্ত মুহাম্মদী শরী'আতেরই যুগ।

٩٢. عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ اَنَّ النَّبِىَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَيْسَ بَيْنِىْ وَبَيْنَهُ (يَعْنِىْ عِيسٰى عَلَيْهِ السَّلَامُ) نَبِىٌّ وَاِنَّهُ نَازِلٌ فَاِذَا رَاَيْتُمُوْهُ فَاعْرِفُوْهُ رَجُلٌ مَرْبُوْعٌ اِلَى الْحُمْرَةِ وَالْبَيَاضِ بَيْنَ مُمَصَّرَتَيْنِ كَاَنَّ رَاْسَهُ يَقْطُرُ وَاِنْ لَّمْ يُصِبْهُ بَلَّ فَيُقَاتِلُ النَّاسَ عَلَى الْاِسْلَامِ فَيَدُقُّ الصَّلِيْبَ وَيَقْتُلُ الْخِنْزِيْرَ وَيَضَعُ الْجِزْيَةَ وَيُهْلِكُ اللهُ فِىْ زَمَانِهِ الْمِلَلَ كُلَّهَا اِلَّا الْاِسْلَامَ وَيُهْلِكُ الْمَسِيْحُ الدَّجَّالَ فَيَمْكُثُ فِى الْاَرْضِ اَرْبَعِيْنَ سَنَةً ثُمَّ يُتَوَفّٰى فَيُصَلِّى عَلَيْهِ الْمُسْلِمُوْنَ — (رواه ابوداؤد)

৯২. হযরত আবূ হুরাইরা (রা) থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম (হযরত ঈসা ইব্‌ন মারয়াম (আ)-এর উল্লেখ করে এবং তাঁর সাথে নিজের বিশেষ সম্পর্কের কথা প্রসঙ্গে) বলেন, আমার ও তাঁর মধ্যখানে কোন নবী নেই। (তাঁর পর আল্লাহ্ তা'আলা আমাকেই নবী ও রাসূল করে পাঠিয়েছেন)। আর নিঃসন্দেহে তিনি (আমার নবুওতী যুগে কিয়ামতের পূর্বে) অবতরণকারী। তোমরা যখন তাঁকে দেখবে তাঁকে চিনতে পারবে, তিনি মাঝারী আকৃতির হবেন। তাঁর রং হবে লাল সাদা। তিনি হলুদ রংগের দু'কাপড়ের মধ্যে হবেন। মনে হবে, তাঁর মাথার চুল থেকে পানির ফোঁটা ঝরছে। যদিও মাথা ভেজা হবে না। তিনি অবতরণের পর

ইসলামের শত্রুদের সাথে জিহাদ করবেন। তিনি ক্রুশ টুক্‌রা টুক্‌রা করবেন। শুকর ধ্বংস করবেন এবং জিয়্যা রহিত করবেন। তাঁর সময় আল্লাহ্ তা'আলা ইসলাম ছাড়া সব মিল্লাত ও মাযহাবকে নিশ্চিহ্ন করে দেবেন। হযরত মাসীহ্ দাজ্জালকে ধ্বংস করবেন, তাকে নিশ্চিহ্ন করবেন। তিনি এ যমিন ও জগতে চল্লিশ বছর অবস্থান করবেন। এরপর এখানে ইন্‌তিকাল করবেন এবং মুসলমানগণ তাঁর জানাযার নামায আদায় করবেন। (সুনানে আবূ দাউদ)

ব্যাখ্যা ঃ আলোচ্য হাদীসে রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম হযরত ঈসা (আ)-এর অবতরণের সংবাদের সাথে তার কতক প্রকাশ্য চিহ্নও বর্ণনা করেছেন। প্রথমত তিনি নাতিদীর্ঘ অর্থাৎ মধ্যম আকৃতির হবেন। দ্বিতীয়ত তাঁর রং লাল-সাদা হবে। তৃতীয়ত তাঁর পোশাক হালকা হলুদ রংগের দু'টি কাপড় হবে। চতুর্থত দর্শকের মনে হবে, তাঁর মাথার চুলগুলো থেকে পানির ফোঁটা ঝরছে অথচ তাঁর মাথায় পানি থাকবে না। তখনই তিনি আসমান থেকে অবতরণ করে থাকবেন। অর্থাৎ তিনি এরূপ পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন হবেন এবং তাঁর মাথার চুল গুলোর অবস্থা এরূপ হবে যেমন এখনই গোসল সেরে এসেছেন।

এই কতক প্রকাশ্য চিহ্ন বর্ণনার পর তিনি তাঁর বিশেষ পদক্ষেপ ও কার্যাবলির উল্লেখ করেন। এ ধারাবাহিকতার প্রথম এবং সর্বাধিক গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হচ্ছে-তিনি লোকজনকে আল্লাহ্‌র সত্য দীন ইসলামের দাওআত দেবেন। (যার দাওআত স্ব স্ব যুগে আল্লাহ্ তা'আলার নিকট হতে আগমনকারী সব নবী দিয়েছেন)। আসমান থেকে অবতরণ করে তাঁর ইসলামের দাও'আত প্রদান ইসলাম সত্য দীন হওয়ার এরূপ উজ্জ্বল দলীল হবে যার পর তা কবূল করা থেকে কেবল সেই হতভাগা ও অন্ধ হৃদয়ের লোকই অস্বীকার করবে, যাদের অন্তর সত্যদ্রোহী হবে এবং তা কবূল করার যোগ্য থাকবে না। তখন হযরত ঈসা (আ) তাদেরকেও সত্য ইসলামের নিয়ামতরাজি সম্বন্ধে অবগত করার জন্য অবশেষে শক্তি প্রয়োগ করবেন। সশস্ত্র জিহাদ করবেন। এছাড়া বিশেষভাবে তাঁর দু'টি পদক্ষেপ তাঁর নামধারী খ্রিস্টানদের সম্পর্কিত হবে। ১. তিনি ক্রুশ টুক্‌রা টুক্‌রা করবেন, যে ক্রুশ খ্রিস্টানরা নিজেদের চিহ্ন এবং যেন মাবূদ বানিয়েছে নিয়েছে। এরই ওপর তাদের চূড়ান্ত গোমরাহী আকীদা-কুফ্‌রীর ভিত্তি। এর মাধ্যমে এ সত্যও প্রকাশিত হবে যে, তাঁকে ফাঁসীতে চড়ানো হয়নি, এ বিষয়ে ইয়াহুদী ও নাসরা উভয় দলের আকীদা ভুল ও ভ্রান্ত। কুরআন মজীদে যা বলা হয়েছে এবং মুসলিম জাতির যা বিশ্বাস- তাই সত্য। ২. তাঁর নামধারী খ্রিস্টানদের সম্বন্ধে তাঁর অন্য পদক্ষেপ এই হবে, তিনি শুকর ধ্বংস করবেন। যেগুলো খ্রিস্টানরা নিজেদের জন্য হালাল নির্ধারণ করেছিল। অথচ সব আসমানী শরী'আতে এটা হারাম হিসাব চলে আসছে। এরপর হাদীস শরীফে হযরত ঈসা (আ)-এর এই পদক্ষেপের

উল্লেখ করা হয়েছে যে, জিয়য়া গ্রহণ তিনি রহিত করবেন। রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এ কথা প্রকাশ্যে বলে দিয়েছেন, আমাদের শরী'আতে জিয়য়ার কানূন ঈসা (আ)-এর অবতরণ পর্যন্ত সময়ের জন্য। যখন তিনি অবতরণ করবেন এবং আমার খলীফা হিসেবে মুসলিম জাতির নেতা ও শাসক হবেন, তখন জিয়য়ার আইন রহিত হয়ে যাবে। (এর এক প্রকাশ্য কারণ এটাও হতে পারে যে, তাঁর অবতরণের পর আল্লাহ্ তা'আলার পক্ষ হতে যে অস্বাভাবিক বরকত হবে তখন রাষ্ট্রের জিয়য়া আদায়ের প্রয়োজনই থাকবে না, যা এক প্রকার ট্যাক্স) এরপর হাদীস শরীফে তাঁর আরো দু'টি গুরুত্বপূর্ণ কার্যাবলির উল্লেখ করা হয়েছে। ১. আল্লাহ্ তা'আলা তাঁর মাধ্যমে সত্য দীন ইসলাম ছাড়া অন্যান্য বাতিল মাযহাব ও মিল্লাত বিলীন করবেন। সবাই ঈমান এনে ইসলাম গ্রহণ করবে। ২. আল্লাহ্ তা'আলা তাঁর হাতে দাজ্জালকে নিহত করিয়ে তাকে জাহান্নামে পাঠাবেন। দুনিয়া দাজ্জালের ফিত্না থেকে মুক্তি পাবে, যা ছিল এ দুনিয়ার সর্বাধিক বড় ফিত্না।

শেষে রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন, মাসীহ্ নাযিল হওয়ার পর এ জগতে চল্লিশ বছর থাকবেন। এরপর এখানেই ইন্তিকাল করবেন। মুসলমানগণ তাঁর জানাযার নামায পড়বেন। হযরত আবূ হুরাইরা (রা)-এর এ হাদীস যা সুনানে আবূ দাউদ-এর বরাতে এখানে উদ্ধৃত করা হয়েছে, এমন কি এর ব্যাখ্যাও করা হয়েছে, মুসনাদে আহমদেও রয়েছে। তাতে কতক বর্ধিত আছে। যার মোট কথা এই যে, ঈসা (আ)-এর অবতরণের পর তাঁর রাষ্ট্রীয় ও খিলাফতের যুগে আল্লাহ্ তা'আলার নিকট হতে যে অস্বাভাবিক বরকতসমূহ হবে সেগুলোর মধ্যে একটি এটাও হবে যে, বাঘ, নেকড়ে বাঘ ইত্যাদি হিংস্র জন্তুর স্বভাব পরিবর্তন হয়ে যাবে। হিংস্রতার পরিবর্তে সেগুলোর মধ্যে শান্ত স্বভাব এসে যাবে। উট, গাভী ও ষাঁড়গুলোর সাথে বাঘ এবং বকরীগুলোর সাথে নেকড়ে এ ভাবে ফিরবে যে, কেউ কারো ওপর হামলা করবে না। এ ভাবে ছোট শিশু সাপের সাথে খেলা করবে। আর সাপ তাকে দংশন করবে না। কারো দ্বারা কারো কষ্ট হবে না। এই অপ্রাকৃতিক নিয়মাবলি এবং হিংস্র জন্তুদের স্বভাবের পরিবর্তন ও বিপ্লব এ কথার চিহ্ন হবে যে, এ জগত এখন পর্যন্ত যে পদ্ধতিতে চলছিল, তা এখন সমাপ্তির পথে এবং কিয়ামত নিকটবর্তী। এরপর আখিরাতের পদ্ধতি চালু হবে। লেখক যে রূপে ভূমিকা নীতিমালার অধীনে উপস্থাপন করেছেন সে সময়কে কিয়ামতের সবহি সাদিক মনে করা চাই। আল্লাহ্ তা'আলার কুদরতের প্রশস্ততার ওপর যার ঈমান রয়েছে তার জন্য এগুলোর মধ্যে কোন বিষয়ই অবোধগম্য ও বিশ্বাসের অযোগ্য নয়।

٩٣. عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرٍو قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَنْزِلُ عِيسَى بْنُ مَرْيَمَ إِلَى الْأَرْضِ فَيَتَزَوَّجُ وَيُوْلَدُ لَهُ وَيَمْكُثُ خَمْسًا وَأَرْبَعِيْنَ سَنَةً ثُمَّ يَمُوْتُ فَيُدْفَنُ مَعِيَ فِيْ قَبْرِيْ فَأَقُوْمُ أَنَا وَعِيْسَى بْنُ مَرْيَمَ فِيْ قَبْرٍ وَاحِدٍ بَيْنَ أَبِيْ بَكْرٍ وَعُمَرَ — (رواه ابن الجوزى فى كتاب الوفا)

৯৩. হযরত আব্দুল্লাহ্ ইব্ন 'আমর (রা) থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন, ঈসা ইব্ন মারয়াম (আ) যমীনে অবতরণ করবেন। এখানে এসে তিনি বিয়ে করবেন। তাঁর সন্তানাদিও হবে এবং তিনি পঁয়তাল্লিশ বছর বসবাস করবেন। এর পর তাঁর ইন্তিকাল হবে। ইন্তিকালের পর তাঁকে আমার সাথে (সেই স্থানে যেখানে আমাকে দাফন করা হবে) দাফন করা হবে। এরপর যখন কিয়ামত সংঘটিত হবে তখন আমি ও হযরত ঈসা ইব্ন মারয়াম, আবূ বকর ও উমরের মধ্যবর্তী একই কবর থেকে উঠব। (ইব্ন জাওযী কিতাবুল ওফা)

ব্যাখ্যা ঃ এটা সর্বজন সমর্থিত কথা যে, হযরত ঈসা (আ) যখন আমাদের এ জগতে ছিলেন, তখন তিনি এখানে গোটা জীবন একাকী কাটিয়েছেন। বিয়ে করেন নি। অথচ বিয়ে ও দাম্পত্য জীবন মানুষের প্রাকৃতিক প্রয়োজনাবলির মধ্যে গণ্য। এতে রয়েছে বিরাট হিকমাত। এজন্য যতদূর জানা যায়, তাঁর পূর্বে আল্লাহ্ তা'আলার সব নবী-রাসূল এবং তাঁর পর আগমনকারী খাতিমুন্নাবিয়্যীন সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামও বিয়ে করেছেন। ইবনুল জাওযীর কিতাবুল্ ওফা-র এই বর্ণনা থেকে জানা গেল, রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর শেষ যুগে হযরত ঈসা (আ)-এর অবতরণের সংবাদ দিয়ে এটাও বলেছেন যে, অবতরণের পর এখানের জীবনে তিনি বিয়ে করবেন এবং সন্তানাদিও হবে। পূর্বে এ বর্ণনায় তাঁর অবস্থানকাল পঁয়তাল্লিশ বছর বর্ণনা করা হয়েছে। আর হযরত আবূ হুরাইরা (রা)-এর উপরোক্ত বর্ণনায় (যা সুনানে আবূ দাউদের বরাতে উপরে উদ্ধৃত করা হয়েছে) অবতরণের পর তাঁর অবস্থান চল্লিশ বলা হয়েছে। অন্যান্য বর্ণনায়ও তাঁর অবস্থানকাল চল্লিশ বছরই বলা হয়েছে। কতক ভাষ্যকার এর কারণ এই বলেছেন যে, চল্লিশ সংক্রান্ত বর্ণনায় ঊর্ধ্বের সংখ্যা বিলুপ্ত করা হয়েছে। আর আরবী পরিভাষায় সাধারণত এরূপ হয়ে থাকে যে, ভাঙ্গা সংখ্যা বিলুপ্ত করা হয়। আল্লাহ্ই ভাল জানেন।

বর্ণনার শেষাংশে এটাও রয়েছে যে, হযরত ঈসা (আ) এখানে ইন্তিকাল করবেন। আর যেখানে আমাকে কবরস্থ করা হবে, সেখানে তাঁকেও কবরস্থ করা হবে। আর যখন কিয়ামত কায়িম হবে তখন আমি ও তিনি একই সাথে উঠব। আবূ বকর এবং উমরও ডানে বামে আমাদের সাথে হবে। এই বর্ণনা থেকে জানা গেল, রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর ওপর ভবিষ্যতের যে সব বিষয় প্রতিভাত করা হয়েছিল, যা তিনি উম্মতকে জানিয়ে দিয়েছেন, সেগুলোর মধ্যে এটাও

ছিল যে, যে স্থানে আমাকে কবরস্থ করা হবে সেখানে আমার পর আমার উভয় বিশেষ সাথী আবূ বকর ও উমরকে কবরস্থ করা হবে। আর শেষ যুগে যখনই ঈসা ইব্ন মারয়াম (আ) অবতরণ করবেন এবং এখানে ইন্তিকাল করবেন তখন তাঁকেও সেই স্থানে আমার সাথে কবরস্থ করা হবে। আর যখন কিয়ামত কায়িম হবে তখন আমরা উভয় একই সাথে উঠব। আবূ বকর ও উমর আমাদের ডানে বামে হবে।

জানা আছে যে, রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর ইন্তিকাল উম্মুল মু'মিনীন হযরত 'আইশা সিদ্দীকা (রা)-এর হুজরা শরীফে হয়েছিল। আর তাঁর এক বাণী অনুযায়ী সেখানেই তাঁকে কবরস্থ করা হয়। এরপর যখন সিদ্দীকে আকবর (রা)-এর ইন্তিকাল হল, তাঁকেও সেখানে সোজাসুজি কবরস্থ করা হয়। তারপর যখন হযরত উমর (রা) কে শহীদ করা হল, তখন হযরত 'আইশা (রা)-এর সম্মতি ও অনুমতিক্রমে তাঁকেও সেখানে সিদ্দীকে আকবরের বরাবর কবরস্থ করা হয়। বর্ণনা থেকে জানা যায় যে, সেই প্রকোষ্ঠে একটি কবরের স্থান তাঁর পরও বাকি রয়েছে।

এরপর জ্যেষ্ঠ্য দোহিত্র হযরত হাসান ইব্ন আলী (রা)-এর ইন্তিকাল হল। লোকজন তাঁকে তথায় কবরস্থ করতে চাইলেন। উম্মুল মু'মিনীন হযরত সিদ্দীকা (রা) সন্তুষ্টচিত্তে অনুমতি দান করেন। তবে তখন উমাইয়া শাসনের যে শাসক পবিত্র মদীনায় ছিলেন তিনি বাধা হয়ে দাঁড়ালেন। (সম্ভবত এ কারণে যে, হযরত উসমান (রা) কে সেখানে কবরস্থ করা হয়নি।) এরপর যখন আব্দুর রহমান ইব্ন আওফ (রা) ইন্তিকাল করেন (যিনি 'আশারা-মুবাশ্শারার মধ্যে ছিলেন) তখনও হযরত সিদ্দীকা (রা) তাঁকে তথায় কবরস্থ করার অনুমতি দিলেন। কিন্তু তাঁকেও সেখানে কবরস্থ করা যায়নি।

এরপর স্বয়ং উম্মুল মু'মিনীন হযরত সিদ্দীকা (রা)-এর মৃত্যুকালীন রোগের সময় তাঁকে জিজ্ঞাসা করা হল, আপনাকে কি সেখানে কবরস্থ করা হবে? তিনি বললেন, বাকী' কবরস্থানে যেখানে হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর অন্যান্য পবিত্র বিবিগণ কবরস্থ হয়েছেন আমাকেও তাঁদের সাথে বাকী'তেই কবরস্থ করা হবে। সুতরাং তাঁকেও সেখানেই কবরস্থ করা হয়। মোটকথা, হযরত উমর (রা)-এর পর পবিত্র রওযায় এক কবরের যে স্থান ছিল তা শূন্যই রয়েছে। আর উপরে উল্লিখিত বর্ণনানুযায়ী হযরত ঈসা (আ) অবতণের পর যখন ইন্তিকাল করবেন, তখন তিনি সেখানেই কবরস্থ হবেন।

হযরত আব্দুল্লাহ্ ইব্ন সালাম (রা) রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর প্রসিদ্ধ সাহাবী। প্রথমে তিনি ইয়াহুদী ছিলেন। তাওরাত ও প্রাচীন আসমানী গ্রন্থ সমূহের অনেক বড় আলিম ছিলেন। ইমাম তিরমিযী স্বীয় সনদসহ জামি' তিরমিযীতে তাঁর এ কথা বর্ণনা করেছেন যা মিশ্কাত সংকলকও তিরমিযীরই বরাতে স্বীয় কিতাবে উদ্ধৃত করেছেন।

٩٤. عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ سَلاَمٍ رَضِىَ اللهُ عَنْهُ قَالَ مَكْتُوْبٌ فِي التَّوْرَاةِ صِفَةُ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَعِيْسَى بْنُ مَرْيَمَ يُدْفَنُ مَعَهُ — (جامع ترمذى — مشكوة المصابيح)

৯৪. হযরত আব্দুল্লাহ্ ইব্ন সালাম (রা) বলেন, তাওরাতে হযরত মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর অবস্থা বর্ণনা করা হয়েছে (তাতে এটাও রয়েছে) যে, ঈসা ইব্ন মারয়াম (আ) তাঁর সাথে (অর্থাৎ তাঁর নিকটেই) কবরস্থ হবেন।

(জামি' তিরমিযী, মিশ্কাত)

ব্যাখ্যা ঃ ইমাম তিরমিযীর সনদে আলোচ্য হাদীসের রাবীগণের মধ্যে একজন হচ্ছেন-আবূ মওদূদ (রহ)। ইমাম তিরমিযী আলোচ্য হাদীসের সাথে সেই আবূ মওদূদের এ বর্ণনা উদ্ধৃত করেছেন وَقَدْ بَقِىَ فِى الْبَيْتِ مَوْضِعُ قَبْرٍ অর্থাৎ হুজরা শরীফে (যা বর্তমানে পবিত্র রওযা) এক কবরের স্থান বাকি আছে। কি আশ্চর্য ও প্রণিধানযোগ্য বিষয় যে, আল্লাহ্ তা'আলার নিকট হতে একটি কবরের স্থান খালি থাকার প্রাকৃতিক ব্যবস্থাপনা এজন্যই হয়েছিল যে, সে স্থানে হযরত ঈসা (আ)-এর কবরস্থ হওয়া নির্ধারিত ছিল। আল্লাহ্ই অধিক জানেন।

٩٥. عَنْ اَنَسٍ رضـ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ اَدْرَكَ مِنْكُمْ عِيْسَى بْنَ مَرْيَمَ فَلْيُقْرِئْهُ مِنِّى السَّلاَمَ — (رواه الحاكم فى المستدرك)

৯৫. হযরত আনাস (রা) থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন, তোমাদের মধ্যে যে কেউ ঈসা (আ) কে পাবে সে যেন তাঁকে আমার সালাম পৌঁছায়। (মুস্তাদ্রাকে হাকিম)

ব্যাখ্যা ঃ এ বিষয়ক অন্য এক হাদীস হযরত আবূ হুরাইরা (রা) থেকেও মুসনাদে আহ্মদে বর্ণিত হয়েছে। আর মুসনাদে আহ্মদেরই এক বর্ণনায় আছে, হযরত আবূ হুরাইরা (রা) লোকজনকে বলতেন, اِقْرَأُوْهُ مِنْ رَسُوْلِ اللهِ السَّلاَمَ (তোমরা যদি ঈসা (আ) কে পাও তবে তাঁকে রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর সালাম পৌঁছাবে) মুসতাদ্রাকে হাকিমের এক বর্ণনায় আছে, হযরত আবূ হুরাইরা (রা) এক মজলিসে হযরত ঈসা (আ)-এর অবতরণ সম্বন্ধে রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর এ বাণী বর্ণনার পর উপস্থিত লোকজনকে সম্বোধন করে নিজের পক্ষ হতে বলেন- اَىْ بَنِىْ اَخِىْ اِنْ رَاَيْتُمُوْهُ فَقُوْلُوْا اَبُوْ هُرَيْرَةَ

يُقْرِئُكَ السَّلاَمَ (হে আমার ভাতিজাবৃন্দ![১] তোমরা যদি হযরত ঈসা (আ) কে দেখতে পাও তবে আমার পক্ষ হতে তাঁকে বলবে, আবূ হুরাইয়া (রা) আপনাকে সালাম বলেছেন।) হযরত মাসীহ্ (আ)-এর অবতরণের ব্যাপারে এখানে কেবল সাতটি হাদীস উদ্ধৃত করা হয়েছে। প্রয়োজন অনুযায়ী এ গুলোর ব্যাখ্যা বিশ্লেষণও করা হয়েছে। (যেমন মা'আরিফুল হাদীসের এই ধারাবাহিকতায় লিখকের সাধারণ রীতি রয়েছে) প্রাথমিক ভূমিকার লাইনগুলোতে আমার উস্তাদ-যুগের ইমাম হযরত মাওলানা মুহাম্মদ আনওয়ার শাহ্ কাশ্মিরী (রহ)-এর পুস্তক 'اَلتَّصْرِيْحُ بِمَا تَوَاتَرَ فِىْ نُزُوْلِ الْمَسِيْحِ'-এর উল্লেখ করা হয়েছে। তাতে শ্রদ্ধেয় উস্তাদ কেবল হাদীসের প্রমাণিত কিতাব থেকে হযরত মাসীহ্ (আ)-এর অবতরণ সম্বন্ধে বিভিন্ন সাহাবা কিরাম বর্ণিত পঁচাত্তর হাদীস একত্রিত করেছেন। এগুলো বিভিন্ন সময় বিভিন্ন মজলিসে বলা রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর বাণীসমূহ। সেগুলোতে তিনি শেষ যুগে কিয়ামতের পূর্বে দাজ্জাল প্রকাশের ও তাঁর উম্মতের জন্য বিরাট ফিত্নার কারণ হবে বলে উল্লেখ করেছেন। হযরত ঈসা (আ)-এর অবতরণ এবং তাঁর গুরুত্বপূর্ণ পদক্ষেপ ও কার্যাবলি সম্বন্ধে উম্মতকে সংবাদ দিয়েছেন। যার নির্দিষ্ট সম্বন্ধ তাঁর উম্মতের সাথে হবে।

সেই পুস্তকে শ্রদ্ধেয় উস্তাদ, রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর হাদীস ছাড়াও মাসীহ্ (আ)-এর এই অবতরণ সম্বন্ধে সাহাবা কিরাম ও তাবিঈনের ছাব্বিশটি বাণীও হাদীসের কিতাবসমূহ হতে একত্রিত করেছেন। সেই কিতাব পাঠে এ কথা দ্বিপ্রহরের সূর্যালোকের ন্যায় সামনে আসে যে, শেষ যুগে হযরত মাসীহ্ ইব্ন মারয়াম (আ)-এর অবতরণের সংবাদ রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম কর্তৃক উম্মতকে প্রদান এরূপ পারম্পরিক প্রমাণিত যে, এতে কোন ব্যাখ্যা কিংবা সন্দেহ বা সংশয়ের সুযোগ নেই। বস্তুত হযরত সাহাবা কিরাম এবং তাঁদের পর হযরত তাবিঈন-এর আকীদা তাই ছিল। আর তাঁরা কুরআন মজীদের আয়াত ও রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর বাণীসমূহ থেকে এটাই বুঝেছিলেন। নিঃসন্দেহে শ্রদ্ধেয় উস্তাদ-এর এই পুস্তক এ বিষয়ে অকাট্য প্রমাণ স্বরূপ। وَلِلّٰهِ الْحُجَّةُ الْبَالِغَةُ

১. আরবের লোকজন যখন নিজেদের থেকে বড়দের সাথে কথা বলেন, তখন আদব ও সম্মানস্বরূপ বলেন, يَا عَمِّ (হে চাচাজান!) আর যখন ছোটদের সাথে কথা বলেন, তখন স্নেহ ও ভালবাসাস্বরূপ বলেন, يَا ابْنَ اَخِىْ (হে আমার ভাতিজা!)

প্রশংসা ও ফযীলত অধ্যায়

আল্লাহ্ তা'আলার নিকট হতে রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে যে ইল্ম ও জ্ঞানদান করা হয়েছিল, আর তাঁর মাধ্যমে তাঁর উম্মত লাভ করেছে, যা মনুষ্য জীবনের বিভিন্ন শাখা সম্বন্ধে বিভিন্ন অধ্যায়ে বিভক্ত, সেগুলোর মধ্যে প্রশংসা ও ফযীলত অধ্যায়ও একটি। হাদীসের প্রায় সব কিতাবেই 'كِتَابُ الْمَنَاقِبِ' অথবা 'اَبْوَابُ الْمَنَاقِبِ' জাতীয় বিষয়াবলির অধীনে রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর সেই বাণীসমূহ বর্ণনা করা হয়েছে যেগুলোতে তিনি কতক বিশেষ ব্যক্তি বা বিশেষ শ্রেণীর সেই প্রশংসা ও ফযীলত বর্ণনা করেছেন যা আল্লাহ্ তা'আলা তাঁর ওপর প্রতিভাত করেছেন। কোন কোন দৃষ্টিকোণ থেকে এ অধ্যায় গুরুত্বপূর্ণ অধ্যায়গুলোর অন্তর্ভুক্ত। এতে উম্মতের জন্য হিদায়াতের বিরাট উপকরণ রয়েছে। আল্লাহ্র নামে আজ এ অধ্যায়ের হাদীসসমূহের ব্যাখ্যার ধারাবাহিকতা শুরু করা হচ্ছে। আর এ সূচনা কতক সেই হাদীসের ব্যাখ্যা দ্বারা করা হচ্ছে, যেগুলোতে নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আল্লাহ্ তা'আলার নির্দেশ وَاَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ পালনার্থে মহান প্রভুর বিশেষ নি'আমতরাজি ও সেই উঁচু স্তর সমূহের উল্লেখ করেছেন, যার ওপর তাঁকে সমাসীন করা হয়েছিল। এতদসঙ্গে ইন্শাআল্লাহ্ তাঁর মহান গুণাবলি, চরিত্র ও বিশেষ অবস্থাদি সংশ্লিষ্ট হাদীসসমূহও ব্যাখ্যাসহ পাঠকবৃন্দের সামনে পেশ করা হবে।

রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর মহান গুণাবলি ও সুউচ্চ মর্যাদাসমূহ

٩٦. عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اَنَا سَيِّدُ وُلْدِ اٰدَمَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَاَوَّلُ مَنْ يَنْشَقُّ عَنْهُ الْقَبْرُ وَاَوَّلُ شَافِعٍ وَاَوَّلُ مُشَفَّعٍ — (رواه مسلم)

৯৬. হযরত আবূ হুরাইরা (রা) থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন, কিয়ামতের দিন আমি সব আদম সন্তানের সায়্যিদ (সরদার) হব। আমি প্রথম ব্যক্তি হব যার কবর বিদীর্ণ হবে (অর্থাৎ কিয়ামতের দিন আল্লাহ্ তা'আলার নির্দেশে সর্ব প্রথম আমার কবর বিদীর্ণ হবে। আর সর্ব প্রথম আমি আমার কবর থেকে উঠব) আর আমি প্রথম সুপারিশকারী হব (অর্থাৎ আল্লাহ্ তা'আলার নিকট থেকে সর্ব প্রথম আমি শাফা'আত করার অনুমতিপ্রাপ্ত হব। এবং সর্ব প্রথম

আমিই তাঁর মহান সমীপে শাফা'আত করব)। আর আমিই প্রথম ব্যক্তি, যার শাফা'আত গৃহীত হবে। (সহীহ্ মুসলিম)

ব্যাখ্যা ঃ রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর এ বাণীর উদ্দেশ্য এই যে, আমার প্রতি আল্লাহ্ তা'আলা একটি বিশেষ নি'আমত এটাও দান করেছেন যে, হযরত আদম (আ)-এর সন্তানদের মধ্যে (যাদের মধ্যে সব নবী শামিল রয়েছেন) আমাকে সর্বাধিক উঁচু স্থান ও মর্যাদা দান করেছেন। আমাকে সবার সায়্যিদ ও নেতা বানিয়েছেন। এর সর্বজন দৃষ্টি গোচরীভূত পূর্ণ প্রকাশ কিয়ামতের দিন হবে। আর সে দিনই আল্লাহ্ তা'আলার সেই বিশেষ নি'আমতও প্রকাশ পাবে, যখন মৃতদের কবর থেকে উঠার সময় নিকটে হবে। তখন আল্লাহ্ তা'আলার নির্দেশে সর্ব প্রথম আমার কবর উপর থেকে ফাঁক হবে। আমিই সর্ব প্রথম কবর থেকে বের হয়ে আসব। এর পর যখন শাফা'আতের দরজা খোলার সময় হবে, আল্লাহ্ তা'আলার অনুমতিক্রমে সর্ব প্রথম আমিই সুপারিশকারী হব। আর সর্ব প্রথম আমিই সেই ব্যক্তি হব, আল্লাহ্ তা'আলার নিকট হতে যার সুপারিশ কবুল করা হবে। আল্লাহ্ তা'আলার এ জাতীয় নি'আমতসমূহ আল্লাহ্ তা'আলারই নির্দেশে রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এজন্য প্রকাশ করেছেন যে, উম্মত তাঁর উঁচু মর্যাদা সম্বন্ধে অবগত হবে। আর উম্মতের হৃদয়ে তাঁর সেই মর্যাদা ও ভালবাসা সৃষ্টি হবে যা হওয়া উচিত। এরপর হৃদয়ে তাঁকে অনুসরণের আবেগ ও আকাঙ্খা উৎসারিত হবে। বস্তুত আল্লাহ্ তা'আলার এই বিরাট নি'আমতের শোক্র আদায়ের তাওফীক লাভ হবে যে, তিনি এমন মহান মর্যাদাবান নবীর উম্মত বানিয়েছেন। মোটকথা, তাঁর এ জাতীয় বাণীসমূহ নি'আমতের উল্লেখ ও নি'আমতের শোক্র ছাড়াও তাতে উম্মতের হিদায়াত ও দীক্ষা গ্রহণের শিক্ষাও রয়েছে। এখানে এ কথাও উল্লেখযোগ্য যে, রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম থেকে এ বিষয়ে বিভিন্ন হাদীস বর্ণিত হয়েছে যে, অমুক নবীর ওপর আমাকে মর্যাদা দেওয়া হবে না।

তাঁর এ জাতীয় বাণীসমূহের উদ্দেশ্য (যা ভাষ্যকারগণ লিখেছেন আর স্বয়ং এ সব হাদীসের বাচনভঙ্গি থেকে যা জানা যায় তা) এই যে, আল্লাহ্ তা'আলার কোন নবীর সাথেই কাউকে মুকাবিলা ও তুলনা করে তাঁকে হেয় প্রতিপন্ন করা যাবে না। এতে তাঁর মর্যাদাহানী ও তাঁর প্রতি বেআদবীর আশংকা রয়েছে। নচেৎ আল্লাহ্ তা'আলা স্বীয় কিতাব কুরআন মজীদে বলেছেন- 'تِلْكَ الرُّسُلُ فَضَّلْنَا بَعْضَهُمْ عَلَىٰ بَعْضٍ' (এ সব রাসূল তাদের মধ্যে কাউকে কারো ওপর শ্রেষ্ঠত্ব দিয়েছি) আর কুরআন মজীদে বিভিন্ন আয়াত রয়েছে যেগুলো দ্বারা সব নবী ও রাসূল থেকে রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর শ্রেষ্ঠত্ব সুস্পষ্টভাবে প্রমাণিত হয়।

যেমন- 'وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلاَّ كَافَّةً لِّلنَّاسِ' এবং 'وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلاَّ رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ' ইত্যাদি।

٩٧. عَنْ أَبِيْ سَعِيْدٍ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَا سَيِّدُ وُلْدِ آدَمَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَلاَفَخْرَ وَبِيَدِيْ لِوَاءُ الْحَمْدِ وَلاَ فَخْرَ وَمَا مِنْ نَّبِيٍّ يَوْمَئِذٍ آدَمُ فَمَنْ سِوَاهُ إِلاَّ تَحْتَ لِوَائِيْ وَأَنَا أَوَّلُ مَنْ يَّنْشَقُّ عَنْهُ الْأَرْضُ وَلاَفَخْرَ (رواه الترمذى)

৯৭. হযরত আবূ সাঈদ খুদরী (রা) থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন, কিয়ামতের দিন আমি সব আদম সন্তানের সায়্যিদ (সরদার) হব। আর এটা আমি গর্ব হিসাবে বলছি না। আর সে দিন প্রশংসার পতাকা আমার হাতে হবে। এটাও আমি গর্ব হিসাবে বলছি না। আর আদম (আ) ছাড়াও সব নবী-রাসূল সেদিন আমার পতাকাতলে হবেন। আমি প্রথম সেই ব্যক্তি হব, যার কবরের যমীন উপর থেকে বিদীর্ণ হবে। এটাও আমি গর্ব হিসাবে বলছি না বরং আল্লাহ্ তা'আলার নির্দেশে তাঁর নি'আমতরাজি ও ইহ্সানসমূহের বর্ণনাস্বরূপ বলছি।
(জামি' তিরমিযী)

ব্যাখ্যা ঃ আলোচ্য হাদীসের প্রথম ও শেষে যে দুই নি'আমতের উল্লেখ করা হয়েছে-একটি 'أَنَا سَيِّدُ وُلْدِ آدَمَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ' আর দ্বিতীয়টি 'وَأَنَا أَوَّلُ مَنْ تَنْشَقُّ عَنْهُ الْأَرْضُ' হযরত আবূ হুরাইরা (রা)-এর উপরিল্লিখিত হাদীসেও এ উভয়টির উল্লেখ করা হয়েছে এবং ব্যাখ্যাও করা হয়েছে। আলোচ্য হাদীসে হযরত আবূ সাঈদ খুদরী (রা) রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর বিশেষ বৈশিষ্ট্যমণ্ডিত অতিরিক্ত নি'আমত ও সম্মানের উল্লেখ করেছেন যে, কিয়ামতের দিন لِوَاءُ الْحَمْدِ (প্রশংসার পতাকা) আমার হাতে দেওয়া হবে। আর সব নবী-রাসূল আমার সেই পতাকাতলে হবেন। এ কথা প্রসিদ্ধ এবং সর্বজন বিদিত যে, পতাকা সেনাদের প্রধান সেনাপতির হাতে দেওয়া হয়। আর বাকি সৈন্যরা তাঁর অধীনস্ত হয়। সুতরাং কিয়ামতের দিন আল্লাহ্ তা'আলার নিকট হতে রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর হাতে পতাকা দেওয়া এবং হযরত আদম (আ) হতে শুরু করে হযরত ঈসা (আ) পর্যন্ত সব নবী তাঁর সেই পতাকাতলে হওয়া, আল্লাহ, তা'আলার নিকট হতে সব নবী (আ)-এর ওপর রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর সরদারী ও শ্রেষ্ঠত্বের এরূপ প্রকাশ হবে যা প্রত্যেক দর্শক নিজ নিজ চোখে দেখতে পাবে।

এ বাণীতেও রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আল্লাহ্ তা'লার প্রতিটি নি'আমত উল্লেখ করার পর এটাও বলেছেন যে, وَلَا فَخْرَ অর্থাৎ আল্লাহ্ তা'আলার এই নি'আমতরাজির উল্লেখ আমি গর্ব হিসাবে করছি না, বরং তাঁর নির্দেশ পালনার্থে নি'আমতের উল্লেখ ও কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপনস্বরূপ এবং তোমাদের অবগতির জন্য করছি।

এই لِوَاءُ الْحَمْدِ (প্রশংসার পতাকা) যা কিয়ামতের দিন রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর হাতে দেওয়া হবে, সেই বাস্তব ঘটনার চিহ্ন ও এর ঘোষণা হবে যে, যে মহান বান্দার হাতে আল্লাহ্ তা'আলার প্রশংসার এই পতাকা রয়েছে, আল্লাহ্ তা'আলার প্রশংসা বর্ণনার কাজে তাঁর অংশ সর্বাধিক। আল্লাহ্ তা'আলার প্রশংসা স্বয়ং তাঁর জীবনের সার্বক্ষণিক ওয়াযীফা ছিল। দিন-রাতের নামাযসমূহে বার বার আল্লাহ্র প্রশংসা, উঠা-বসায় আল্লাহ্র প্রশংসা, খাওয়ার পর আল্লাহ্র প্রশংসা, পানি পান করার পর আল্লাহ্র প্রশংসা, নিদ্রা যাওয়ার পূর্বে এবং নিদ্রা হতে জাগত হওয়ার পর আল্লাহ্র প্রশংসা, স্বাদ ও আনন্দের সর্বস্থানে আল্লাহ্র প্রশংসা, আল্লাহ্ তা'আলার যে কোন নি'আমত অনুভবের সময় তাঁর প্রশংসা, এমন কি হাঁচি আসার ওপর আল্লাহ্র প্রশংসা, ইস্তিনজা থেকে মুক্ত হওয়ার পর আল্লাহ্র প্রশংসা, (এসব স্থানে রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর নিকট হতে যে সব দু'আ প্রমাণিত তাঁর সবগুলোতে আল্লাহ্ তা'আলার প্রশংসাই রয়েছে।) এরপর তিনি তাঁর উম্মতকে অধিক গুরুত্বের সাথে এই কার্যপ্রণালীর দিক নির্দেশনারও শিক্ষাদান করেন, যার ফলস্বরূপ নিঃসন্দেহে আল্লাহ্ তা'আলার এত প্রশংসা হয়েছে এবং কিয়ামত পর্যন্ত হবে, যার হিসাব কেবল আল্লাহ্ তা'আলাই জানেন। এজন্য নিঃসন্দেহে তিনিই এর উপযুক্ত যে, لِوَاءُ الْحَمْدِ (প্রশংসার পতাকা) কিয়ামতের দিন তাঁর হাতে দেওয়া হবে। আর এর মাধ্যমে তাঁর সেই বৈশিষ্ট্য ঘোষণা ও প্রকাশ করা হবে।

صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَبَارَكَ وَسَلَّمَ

٩٨. عَنْ اُبَيِّ بْنِ كَعْبٍ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ اِذَا كَانَ يَوْمُ الْقِيَامَةِ كُنْتُ اِمَامَ النَّبِيِّيْنَ وَخَطِيْبَهُمْ وَصَاحِبَ شَفَاعَتِهِمْ غَيْرَ فَخْرٍ — (رواه الترمذى)

৯৮. হযরত উবাই ইব্ন কা'ব (রা) থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন, কিয়ামতের দিন আমি সব নবীর ইমাম হব এবং তাঁদের পক্ষ হতে আলোচনাকারী হব। আর তাঁদের সুপারিশকারী আমিই হব। এটা আমি গর্ব হিসাবে বলছি না (বরং আল্লাহ্ তা'আলার নির্দেশ পালনার্থে নি'আমতের উল্লেখ হিসাবে বলছি। (জামি' তিরমিযী).

ব্যাখ্যা ঃ আলোচ্য হাদীসে রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম কিয়ামতের দিন নিজেকে নবী (আ) গণের খতীব ও সুপারিশকারী বলেছেন। উদ্দেশ্য এই যে, কিয়ামতের দিন যখন আল্লাহ্ তা'আলার তাজাল্লীর অসাধারণ প্রকাশ ঘটবে, তখন নবী (আ) গণ আল্লাহ্ তা'আলার দরবারে কোন নিবেদন করার সাহসই পাবেন না। তাঁদের পক্ষ হতে তখন আমি আল্লাহ্ তা'আলার দরবারে কথা বলব এবং আবেদন নিবেদন করব। তাঁদের জন্য সুপারিশ করব। এ স্থলেও শেষে তিনি বলছেন, এ সব গর্ব ও বড়ত্ব প্রকাশের জন্য বলছি না, বরং নি'আমতের উল্লেখস্বরূপ আর তোমাদেরকে অবগত করার জন্যে, আল্লাহ্ তা'আলার নির্দেশ পালনার্থে বর্ণনা করছি।

٩٩. عَنْ اِبْنِ عَبَّاسٍ قَالَ جَلَسَ نَاسٌ مِنْ اَصْحَابِ رَسُوْلِ اللهِ فَخَرَجَ حَتّٰى اِذَا دَنَا مِنْهُمْ سَمِعَهُمْ يَتَذَاكَرُوْنَ، قَالَ بَعْضُهُمْ اِنَّ اللهَ اتَّخَذَ اِبْرَاهِيْمَ خَلِيْلًا وَقَالَ اٰخَرُ مُوْسٰى كَلَّمَهُ اللهُ تَكْلِيْمًا وَقَالَ اٰخَرُ عِيْسٰى كَلِمَةُ اللهِ وَرُوْحُهُ وَقَالَ اٰخَرُ اٰدَمُ اصْطَفَاهُ اللهُ فَخَرَجَ عَلَيْهِمْ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَقَالَ قَدْ سَمِعْتُ كَلَامَكُمْ — وَعَجَبَكُمْ اِنَّ اِبْرَاهِيْمَ خَلِيْلُ اللهِ وَهُوَ كَذَالِكَ، وَمُوْسٰى نَجِيُّ اللهِ وَهُوَ كَذَالِكَ، وَعِيْسٰى رُوْحُهُ وَكَلِمَتُهُ وَهُوَ كَذَلِكَ، وَاٰدَمُ اصْطَفَاهُ اللهُ وَهُوَ كَذَالِكَ اَلَا وَاَنَا حَبِيْبُ اللهِ وَلَا فَخْرَ وَاَنَا حَامِلُ لِوَاءِ الْحَمْدِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ تَحْتَهُ اٰدَمُ فَمَنْ دُوْنَهُ وَلَا فَخْرَ، وَاَنَا اَوَّلُ شَافِعٍ وَاَوَّلُ مُشَفَّعٍ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَلَا فَخْرَ، وَاَنَا اَوَّلُ مَنْ يُحَرِّكُ حَلَقَ الْجَنَّةِ فَيَفْتَحُ اللهُ لِيْ فَيُدْخِلُنِيْهَا وَمَعِيَ فُقَرَاءُ الْمُؤْمِنِيْنَ وَلَا فَخْرَ، وَاَنَا اَكْرَمُ الْاَوَّلِيْنَ وَالْاٰخِرِيْنَ عَلَى اللهِ وَلَا فَخْرَ — (رواه الترمذى والدارمى)

৯৯. হযরত আবদুল্লাহ্ ইব্ন আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর কতক সাহাবী বসে আলোচনা করছিলেন। এমতাবস্থায় তিনি অন্দরমহল থেকে এলেন। তিনি তাঁদের নিকট আসার কালে শুনতে পেলেন তারা পরস্পর আলোচনা করছেন। তাঁদের মধ্যে একজন (হযরত ইব্রাহীম (আ)-এর উঁচু মর্যাদা বর্ণনাস্বরূপ) বললেন, আল্লাহ্ তা'আলা হযরত ইব্রাহীম (আ) কে নিজের খলীফা বানিয়েছেন। অন্য এক ব্যক্তি বললেন, হযরত মূসা (আ) কে নিজের সাথে কথা বলার সৌভাগ্যদান করেছেন। এর পর অন্য একজন বললেন, হযরত ঈসা (আ)-এর এই মর্যাদা যে, তিনি আল্লাহ্র কলিমা ও রূহুল্লাহ্। এরপর এক ব্যক্তি বললেন, হযরত আদম (আ) কে আল্লাহ্ তা'আলা নির্বাচিত করেছেন। (তাঁকে

সরাসরি নিজের কুদ্‌রতী হাতে বানিয়েছেন আর তাঁকে সিজ্‌দা করার জন্য ফেরেশ্‌তাকূলকে নির্দেশ দিয়েছেন। সেই সাহাবীগণ এসব আলোচনা করছিলেন) হঠাৎ রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাঁদের নিকট এসে বললেন, আমি তোমাদের কথা-বার্তা ও তোমাদের বিস্ময় প্রকাশ শুনেছি। নিঃসন্দেহে ইব্‌রাহীম (আ) আল্লাহ্‌র বন্ধু। আর তিনি এরূপই (তাঁকে আল্লাহ্ তা'আলা নিজের খলীল বানিয়েছেন)। আর নিঃসন্দেহে মূসা (আ) নাজীউল্লাহ্ (আল্লাহ্‌র সাথে একান্ত কথোপকথনকারী)। আর তিনি এরূপই। নিঃসন্দেহে ঈসা (আ) রূহুল্লাহ্ ও আল্লাহ্‌র কলিমা। আর তিনি এরূপই। নিঃসন্দেহে আদম (আ) সাফীউল্লাহ্ (আল্লাহ্‌র নির্বাচিত) আর বাস্তবেও তিনি তাই। তোমাদের জানা উচিত, আমি হাবীবুল্লাহ্ (আল্লাহ্‌র মাহবুব)। আর এটা আমি গর্ব হিসাবে বলছি না। কিয়ামতের দিন আমিই لِوَاءُ الْحَمْدِ (প্রশংসার প্রতাকা) উত্তোলনকারী হব। আদম (আ) ছাড়াও সব আম্বিয়া ও মুরসালীন (নবী-রাসূল) আমার সেই পতাকাতলে হবেন। এ কথা আমি গর্ব হিসাবে বলছি না। আর আমি সর্বপ্রথম সেই ব্যক্তি হব, যে কিয়ামতের দিন আল্লাহ্‌র সমীপে সুপারিশ করবে। আর সর্বপ্রথম যার সুপারিশ কবূল করা হবে। আর আমি প্রথম সেই ব্যক্তি হব, যে (জান্নাতের দরজা উন্মুক্ত করার জন্যে) এর হুড়কা নাড়া দেবে। তখন আল্লাহ্ তা'আলা আমার জন্য এটা খুলিয়ে দেবেন। আমাকে জান্নাতে দাখিল করবেন, আমার সাথে মু'মিন ফকিরগণ হবে। এ কথা আমি গর্ব হিসাবে বলছি না। আর আল্লাহ্‌র সমীপে পূর্বাপর সবার থেকে আমার মর্যাদা ও সম্মান অধিক হবে। এটাও আমি গর্ব হিসাবে বলছি না। (জামি' তিরমিযী, মুসনাদে দারিমী)

ব্যাখ্যা ঃ রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর স্বভাব মুবারক ও সাধারণ রীতি ছিল বিনয়-নম্রতা প্রকাশের। তবে প্রয়োজন দেখা দিলে আল্লাহ্ তা'আলার বাণী- وَاَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ পালনার্থে আল্লাহ্‌র সেই বিশেষ নি'আমতরাজি, সর্বোচ্চ পরিপূর্ণতা এবং স্তরেরও উল্লেখ করতেন, যে গুলোর ব্যাপারে তিনি বৈশিষ্ট্যমণ্ডিত ছিলেন। হযরত আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন আব্বাস (রা)-এর আলোচ্য হাদীস ও উপরে যে সব হাদীস লিপিবদ্ধ হয়েছে এ সবই তাঁর সেই বর্ণনার ধারাবাহিকতা।

আলোচ্য হাদীসে যে সব সাহাবীর আলোচনা উল্লিখিত হয়েছে তাঁরা হযরত ইবরাহীম (আ), হযরত মূসা (আ), হযরত ঈসা (আ), হযরত আদম (আ) প্রমুখের প্রতি আল্লাহ্ তা'আলার দানকৃত বিশেষ নি'আমতরাজি সম্বন্ধে অবগত ছিলেন, তাই

তাঁরা আলোচনা করছিলেন। রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর শিক্ষা ও কুরআন মজীদ থেকে এ সব তাঁদের জানা ছিল। তবে সম্ভবত রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর মর্যাদার স্তর সম্বন্ধে তাঁদের জানা অপ্রতুল ছিল। এজন্য এটা তাঁদের প্রয়োজন ছিল যে, রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এ ব্যাপারে তাঁদেরকে বলবেন। সুতরাং তিনি তাঁদেরকে বললেন এবং এভাবে বললেন যে, হযরত ইব্‌রাহীম (আ), হযরত মূসা (আ), হযরত ঈসা (আ) ও হযরত আদম (আ)-এর প্রতি আল্লাহ্‌র যে সব নি'আমতরাজি এবং তাঁদের যে ফযীলত ও প্রশংসা তাঁরা করছিলেন, প্রথমে তিনি সে সবের সত্যায়ন করেন। এর পর নিজের সম্বন্ধে বলেন, আমার প্রতি আল্লাহ্ তা'আলার এ বিশেষ বৈশিষ্টমণ্ডিত নি'আমতরাজি রয়েছে যে, আমাকে মাহবুবের স্থান দেওয়া হয়েছে। আর আমি আল্লাহ্‌র হাবীব। (উল্লেখ্য, সাহাবা কিরামকে তিনি একথা বলেছিলেন, তাঁরা জানতেন যে, মাহবুবের স্থান সর্বশ্রেষ্ঠ ও সবার উর্ধ্বে। এ জন্য তিনি এ বিষয় অধিক সুস্পষ্ট করার প্রয়োজন মনে করেন নি)।

এরপর তিনি আল্লাহ্ তা'আলার কতক সেই নি'আমতের উল্লেখ করেন, যেগুলোর প্রকাশ এ জগত সমাপ্তির পর কিয়ামতে হবে। সে গুলোর মধ্যে لِوَاءُ الْحَمْدِ (প্রশংসার পতাকা) হাতে আসা। সর্ব প্রথম সুপারিশকারী ও সর্ব প্রথম সুপারিশ গৃহীত হওয়ার বিষয় উল্লিখিত হাদীসসমূহেও এসেছে। এরপর তিনি আল্লাহ্ তা'আলার দু'টি বিশেষ নি'আমতের উল্লেখ করেন। ১. জান্নাতের দরজা উন্মুক্ত করাবার জন্যে সর্ব প্রথম আমিই এর হুড়কাগুলো নাড়া দেব। (যে ভাবে কোন ঘরের দরজা খুলবার জন্যে করাঘাত করা হয়) আল্লাহ্ তা'আলা তৎক্ষণাত দরজা খুলিয়ে দেবেন ও আমাকে জান্নাতে দাখিল করবেন। আর আমার সাথে মু'মিনদের ফকিরগণ হবে। তাদেরকেও আমার সাথে জান্নাতে দাখিল করা হবে। (এসব রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর মাহবুবের দরজায় আসীন হওয়ার বাহ্যিক বিষয় হবে।)

এ ধারাবাহিকতায় তিনি শেষ কথা এই বলেন যে, وَاَنَا اَكْرَمُ الْاَوَّلِيْنَ وَالْاٰخِرِيْنَ عَلَى اللهِ অর্থাৎ এটাও আমার প্রতি আল্লাহ্‌র বিশেষ নি'আমত যে, তাঁর পূর্বাপর সবার থেকে অধিক সম্মান ও মর্যাদা আমারই। আর মর্যাদার যে স্তর আমাকে দেওয়া হয়েছে তা পূর্বাপর কাউকেই দেওয়া হয়নি।

রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাঁর এই বাণীসমূহে আল্লাহ্ তা'আলার যে সব নি'আমতরাজির উল্লেখ করেছেন সেগুলোর প্রতিটির সাথে এটাও বলেছেন وَلَا فَخْرَ যে ভাবে বলা হয়েছে এর অর্থ এটাই যে, আল্লাহ্ তা'আলার এসব বিশেষ নি'আমতের উল্লেখ আমি গর্ব ও নিজের বড়ত্ব প্রকাশের জন্য করছি না, বরং কেবল আল্লাহ্‌র নির্দেশ পালনার্থে নি'আমতের আলোচনা ও শোক্‌র আদায়ের জন্যে

এবং তোমাদেরকে জ্ঞাত করার জন্য করছি। যেন তোমরাও সেই মহান আল্লাহ্‌র শোক্‌র আদায় কর। কেননা, এসব নি'আমত তোমাদের জন্য সৌভাগ্য ও কল্যাণের ওসীলা হবে।

١٠٠. عَنْ جَابِرٍ اَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ اَنَا قَائِدُ الْمُرْسَلِيْنَ وَلَا فَخْرَ وَاَنَا خَاتَمُ النَّبِيِّيْنَ وَلَا فَخْرَ وَاَنَا اَوَّلُ شَافِعٍ وَمُشَفَّعٍ وَلَا فَخْرَ

(رواه الدارمى)

১০০. হযরত জাবির (রা) থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন, আমি কিয়ামতের দিন নবীগণের নেতা ও অগ্রবর্তী হব। আর এ কথা আমি গর্ব হিসাবে বলছি না। আর আমি নবীগণের শেষ। এটাও আমি গর্ব হিসাবে বলছি না। আর আমি প্রথম সুপারিশকারী হব ও সর্ব প্রথম আমার সুপারিশ কবূল করা হবে। এটাও আমি গর্ব হিসাবে বলছি না। (মুসনাদে দারিমী)

ব্যাখ্যা ঃ আলোচ্য হাদীস থেকে জানা গেল, রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম যিনি নবীগণের শেষ এবং এ জগতে আল্লাহ্‌র সব নবী-রাসূলের পর এসেছেন, কিয়ামতের দিন তিনি সব নবী-রাসূলের নেতা ও অগ্রবর্তী হবেন। এরপর তিনি সেই কিয়ামত দিবসে সুপারিশ ও সুপারিশ গ্রহণে প্রথম ও প্রধান হওয়ারও উল্লেখ করেছেন। যে কথা উপরিল্লিখিত বিভিন্ন হাদীসেও এসেছে। আর আলোচ্য হাদীসেও তিনি আল্লাহ্ তা'আলার নি'আমতরাজির উল্লেখের সাথে وَلَا فَخْرَ বলেছেন।

١٠١. عَنْ اَبِيْ هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَثَلِيْ وَمَثَلُ الْاَنْبِيَاءِ كَمَثَلِ قَصْرٍ اُحْسِنَ بُنْيَانُهُ، تُرِكَ مِنْهُ مَوْضِعُ لَبِنَةٍ فَطَافَ بِهِ النُّظَّارُ يَتَعَجَّبُوْنَ مِنْ حُسْنِ بِنَائِهِ اِلَّا مَوْضِعَ تِلْكَ اللَّبِنَةِ فَكُنْتُ اَنَا سَدَدْتُ مَوْضِعَ اللَّبِنَةِ خُتِمَ لِيَ الْبُنْيَانُ وَخُتِمَ بِيَ الرُّسُلُ ــ وَفِيْ رِوَايَةٍ فَاَنَا اللَّبِنَةُ وَاَنَا خَاتَمُ النَّبِيِّيْنَ

(رواه البخارى ومسلم)

১০১. হযরত আবূ হুরাইরা (রা) থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন, আমার এবং পূর্ববর্তী সব নবীর দৃষ্টান্ত এইরূপ যে, একটি জাঁক-জমকপূর্ণ প্রাসাদ, যার নির্মাণ খুব সুন্দর করে করা হয়েছে। দর্শকগণ সেই প্রাসাদের

চারদিক ঘুরে একটি ইটের শূন্য জায়গা ছাড়া এর নির্মাণ কৌশল ও সৌন্দর্য দর্শনে অভিভূত হয়। (সেটা সেই সুন্দর প্রাসাদের এক ত্রুটি। নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন) সুতরাং আমি এসে সেই শূন্যস্থান পূর্ণ করলাম। আমার মাধ্যমে সেই প্রাসাদের পূর্ণতা ও এর নির্মাণের পরিসমাপ্তি ঘটেছে। আর নবীগণের ধারাবাহিকতাও শেষ এবং পূর্ণতাপ্রাপ্ত হয়েছে। (মিশ্‌কাতুল মাসাবীহ্ প্রণেতা মুহাম্মদ ইব্‌ন আব্দুল্লাহ্ খতীব তাবরিযী বলেন) সহীহ্‌হাইনেরই এক বর্ণনা শেষে আলোচ্য হাদীসের রেখাটানা শব্দাবলির স্থানে এ শব্দাবলি রয়েছে। فَاَنَا اللَّبِنَةُ وَاَنَا خَاتَمُ النَّبِيِّيْنَ আমিই সেই ইট যার দ্বারা এই নবুওতী প্রাসাদের পূর্ণতা হয়েছে, আর আমিই নবীগণের শেষ। (সহীহ্ বুখারী, সহীহ্ মুসলিম)

ব্যাখ্যা ঃ কুরআন মজীদেও রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে খাতামুন্নাবিয়্যীন বলা হয়েছে এবং অনেক হাদীসেও। আর নিঃসন্দেহে এটা তাঁর প্রতি আল্লাহ্ তা'আলার বিরাট নি'আমত যে, কিয়ামত পর্যন্ত তিনিই গোটা মনুষ্য জগতের জন্য আল্লাহ্‌র নবী ও রাসূল। আলোচ্য হাদীসে তিনি নিজের শ্রেষ্ঠত্বের বাস্তবতা ও প্রকারকে এক সাধারণ বোধসম্পন্ন দৃষ্টান্তের দ্বারা বুঝিয়েছেন, যা এরূপ সহজবোধ্য যে এটা বুঝাবার জন্যে কোন ব্যাখ্যা বিশ্লেষণের প্রয়োজন হয় না। আলোচ্য হাদীস এ কথা বলে দেয় যে, রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর পূর্বে যে হাজার হাজার নবী এসেছেন তাঁদের আগমনে যেন নবুওতী প্রাসাদের নির্মাণ কাজ চলছিল এবং পূর্ণতায় পৌঁছেছিল, কেবল একটি ইটের স্থান শূন্য ছিল। রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর প্রেরণ ও আগমনে সেটাও পূর্ণতা লাভ করে নবুওতী প্রাসাদ সম্পূর্ণ পূর্ণতায় পৌঁছে। না কোন নতুন নবী ও রাসূল আগমনের প্রয়োজন বাকি রয়েছে, না সুযোগ আছে। এ জন্য আল্লাহ্ তা'আলার নিকট হতে নবুওত ও রিসালতের ধারাবাহিকতা শেষ এবং এর কপাট বন্ধ করে রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর শেষ নবী হওয়ার ঘোষণা দেওয়া হয়েছে।

صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَاٰلِهٖ وَصَحْبِهٖ وَبَارِكْ وَسَلِّمْ ــ